শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)

বাগীশিক-চট্টগ্রাম মহানগর সংসদের
আওতাধীন বিভিন্ন থানা সংসদে বিতরণের জন্য
বাগীশিক-কেন্দ্রীয় সংসদের প্রদত্ত উপহার

সৌজন্যে :

শ্যামা সংঘ গীতা শিক্ষালয় ★ উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ★ স্থাপিতঃ ২০০৬ ইং

ডাঃ কথক দাশ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)
কেন্দ্রীয় সংসদ
প্রয়োজনে-০১৮১৯-৯৯৯১১৪, ০১৭১১-৯৫৯৮৩৬

বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)

গভঃ রেজি নং- ঢ-০৯৪৬১

Department of Archives and Library
Ministry of Cultural Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh

978-984-35-0535-4

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক) প্রকাশিত
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিবন্ধন শাখা কর্তৃক
নিবন্ধিত একটি প্রকাশনা। অত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আংশিক
পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে প্রকাশ বা বিতরণ আইনত দন্ডনীয়।
এছাড়াও বাগীশিক সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
রেজিস্ট্রেশনকৃত একটি ধর্মীয় সংগঠন।
উল্লেখ্য, অত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সর্বস্বত্ব শুধুমাত্র
বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)-কেন্দ্রীয় সংসদের
অনুকূলে বলবৎ থাকবে।

অনুরোধক্রমে-
বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি
বাগীশিক-কেন্দ্রীয় সংসদ

ওঁ

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(অবিকৃত-মূল)

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

সম্পাদিত

পদচ্ছেদ ও বঙ্গানুবাদসহ

বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
SHREEMODVAGABADGEETĀ

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)

প্রথম সংস্করণ
৩ আষাঢ় ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ১৯ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৪ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ৩০ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

তৃতীয় সংস্করণ
১ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সর্বস্বত্ব
বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)
কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
দি এ্যাড কমিউনিকেশন

মুদ্রণে
বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)
কেন্দ্রীয় সংসদ

অর্ঘ্য ৳ ১০১

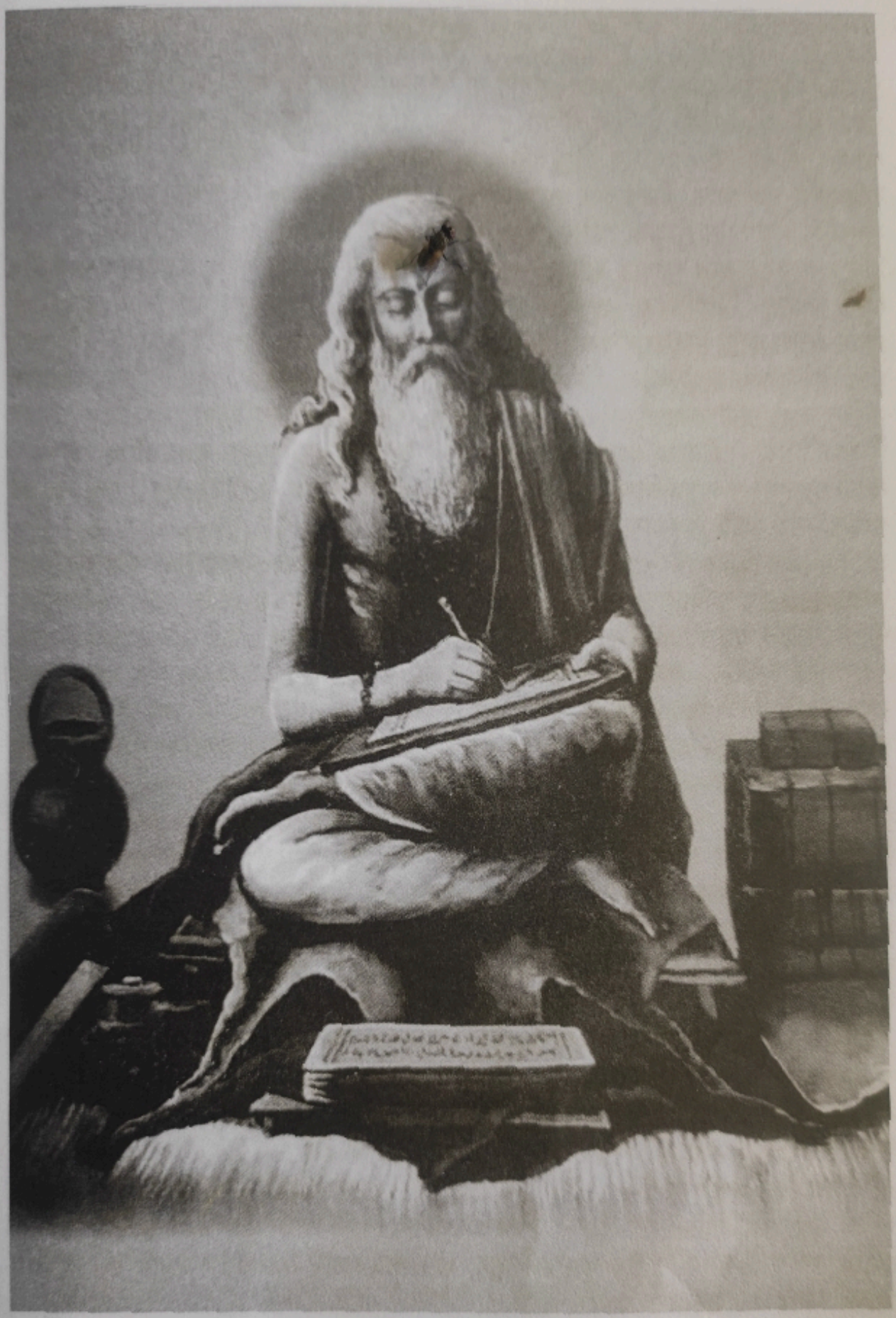

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (ব্যাসদেব)

(মহাভারতে শ্রীশ্রী গীতা গ্রন্থনকারী)

ভূমিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- বেদ, উপনিষদ, পুরাণ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো নিজেই একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়- এটি একটি জাতির জীবন ও যুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত মহাকাব্য, মহাভারতের অংশ। গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতবাণী। যা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে শ্রীভগবান বলেছিলেন। অর্জ্জুন উপলক্ষ্য- লক্ষ্য হলো বিশ্বজন, জগজ্জীব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন- গুরু আর অর্জ্জুন তাঁর শিষ্য। গীতার শিক্ষা- যা মুমূর্ষু মানুষকে তুলে ধরে আবার হাঁটতে শেখায়। গভীরতম হতাশা হতে তা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ম্রিয়মানকে জাগরিত করে আনন্দলোকে। যে মানুষ মনে করে তার আর কোন আশা নেই, সব শেষ হয়ে গেছে, তাকেও প্রাণবন্ত করে, বিশ্বাসী করে, উদ্যমী করে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। গীতাকে এ কারণেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের অন্তরতম সম্পদ বলে দাবী করতে পারেন। সংকটে পিছু হটা নয়, বীরের মতো মোকাবেলা করাই গীতার শিক্ষা। গীতায় ধর্মের এই প্রকার সার্বজনীন আবেদনের জন্য গীতা পাশ্চাত্য মনীষিগণকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁরা বলছেন, গীতা শুধু হিন্দু জাতির ধর্মগ্রন্থ নহে, এটি বিশ্বমানবের ধর্মগ্রন্থ।

ভগবান তাঁর নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করেছেন এবং অলক্ষ্যে থেকে পরিচালনা করেছেন- সেই কর্মের মহান নায়ক এবং সেই যজ্ঞের মুখ্য ব্যক্তি অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে মর্মস্পর্শী জ্ঞাতিহত্যার সম্ভাবনা দেখে তাঁর মনের ভেতর যখন তোলপাড় উপস্থিত, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অভ্যস্ত ধারণাসকল মনের ভেতরে ধাক্কা খেয়ে যখন ওলট্‌পালট্ হয়ে যাচ্ছিল, জগৎ কী, ঈশ্বর কী, মানব জীবনের অর্থ কী, মানুষের কর্মের উদ্দেশ্য কী- এ সকল প্রশ্ন যখন জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে সেই সন্ধিক্ষণ অবলম্বন করে জগতের অশেষ কল্যাণে, মানবাত্মার মুক্তির লক্ষ্যে, সর্বজন হিতার্থে গীতার প্রাণস্পর্শী ও অমৃতোপম বাণী প্রচারিত হয়েছে। গীতাতত্ত্ব শ্রবণে মোহগ্রস্ত অর্জ্জুন হলেন মোহমুক্ত। সংসার সমরাঙ্গণে আমরাও অর্জ্জুনের মতো বিষাদগ্রস্থ, মোহগ্রস্থ। বিষাদযোগে আমরা বিষাদযোগী। এখান থেকেই আমাদের জীবনযাত্রার শুভারম্ভ। আর মোক্ষযোগে গিয়ে মহামুক্তি। বিষাদযোগ থেকে মোক্ষযোগ পর্যন্ত গীতার অভিনব মহাযাত্রা। এ যাত্রা মূলত আমাদের জীবনযাত্রার কাহিনী,- পশুস্তর থেকে মানুষীস্তর, মানুষীস্তর থেকে অতিমানুষীস্তর বা দিব্যমানবস্তর। জীবনযাত্রায় ঐহিক ও পারত্রিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দিয়ে অতিমানস চেতনায় মানুষকে প্রতিষ্ঠা করার মানসে, সমগ্র জীবনকে ভগবানের লীলাস্বরূপ উপলব্ধি করবার সন্ধান দিয়ে যোগজীবন তথা অধ্যাত্মজীবনের সহায় সার্বজনীন সত্যসমূহ প্রচার করেছে এই দিব্যগ্রন্থ- গীতা। এজন্য গীতা সার্বজনীন মহাগ্রন্থ; বিশ্বমনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা ও ঐতিহ্যের অপূর্ব নির্যাস। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে যথার্থ গণসাহিত্য এই গীতা। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষক-সৈনিক, কর্মী-ব্যবসায়ী, ছাত্র-শ্রমিক, ত্যাগী-ভোগী, সংসারী-সন্ন্যাসী, উঁচু তলার মানুষ আর গাছতলার ভিখারী সকলের কাছেই এই গ্রন্থের উদার আবেদন।

গীতা আনন্দ সুধার সীমাহীন উচ্ছলিত সমুদ্র। এতে ভাবের এবং অর্থের এত গভীরতা ও ব্যাপকতা আছে যে, মানুষ এতে যতবার ডুব দেয় ততবারই নিত্য নবীন আনন্দ লাভ করে মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে যান। রত্নাকর সাগরে ডুব দিয়ে কোনও মানুষ রত্ন থেকে যদি বা বঞ্চিত হয় কিন্তু এই দিব্য রসামৃত সমুদ্রে ডুব দিয়ে কেউ শূন্য হাতে ফিরে আসেন না।

গীতা মা সবাইকে যার যার অভীপ্সা পূরণে কৃপা ও করুণার ডালা নিয়ে অন্তরকলস ভরিয়ে দেন। তাইতো, তিনি আমাদের সবার কাছে এতই প্রিয় ও আদরের সম্পদ।

গীতা কেবলমাত্র কোন এক জনগোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থ নয় বরং এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, আত্মজিজ্ঞাসার জীবনবেদ। গীতা একাধারে জ্ঞানশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র, কর্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, সাহিত্য ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান। সর্বোপরি এক জীবনমুখী নীতিশাস্ত্রই হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কোন বিশেষ দেশ বা কালের বাইরে প্রযোজ্য নয়, গীতাতে এমন কথা খুব কমই আছে এবং গীতার ভাবসমূহ এরূপ উদার ও গভীর যে এগুলো সহজেই সর্বযুগ সর্বদেশের বলে ধরে নেয়া যায়। গীতার ভাষা ও গীতার চিন্তাধারা, গীতার ভাব প্রকাশের রীতি-নীতি এরূপ যেকোন বিশেষ মতবাদের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। কোন মতবাদকে গীতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে না, বরং সকল মতবাদকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ- এ সকল মতবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করে এক অমিতযুক্ত ত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করেছেন গীতা; যে পুণ্যতর ও কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর জ্ঞানধারা, যমুনার কর্মধারা ও গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল এবং সমস্রোতে প্রবাহমান। এজন্য মানুষ তার তাপীত জীবনকে শান্ত করার জন্যই গীতামায়ের আশ্রয় খোঁজেন। কেবলমাত্র শিক্ষা ও আলোচনা করার নিমিত্ত গীতাপাঠের কোন বিশেষ আবশ্যকতা নেই। সে সকল সত্য শুধু বোধগম্য নয়- যোগলব্ধ দৃষ্টিতেই যেগুলো জানতে পারা যায়- যা হতে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনেক সহায়তা পেতে পারে- এরূপ সত্যসমূহের সন্ধান গীতার ভেতর আছে এবং এ সকল সত্য বর্তমান ভাব ও ভাষার ভেতর দিয়ে প্রচার করাই গীতাপাঠ ও গীতা আলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানুষ বুদ্ধির চালনায় জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, যত সমস্যা তুলতে পারে গীতার মধ্যে সে সকল সমাধান আছে এবং এখানেই গীতাপাঠের সার্থকতা। গীতা- "সর্বশাস্ত্র সারভূতা।" তাই একমাত্র গীতাপাঠেই সর্বশাস্ত্র পাঠের ফল লাভ হয়। গীতাপ্রেমী পাঠকবৃন্দসহ সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলী, পৃষ্ঠপোষক, জীবন ও দাতা সদস্য, শুভানুধ্যায়ীদের ও বাগীশিক সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণায় এবং ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আগ্রহ ও উৎসাহে বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার পর ইতিমধ্যে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করায় আরো সহজ ও বোধগম্য ব্যাখ্যা (বঙ্গানুবাদ) সন্নিবেশিত করে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

জননন্দিত ও পাঠকপ্রিয় হোক বাগীশিক-এর তৃতীয় গীতা সংকলন। গীতাপাঠের সার্বজনীন এই আহ্বানকে লোকসমাজে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই 'বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটি (বাগীশিক)'র এই গীতা সংকলন। গীতা-অমৃত পিপাসু ভক্তসজ্জন সংকলনটি সগৌরবে করবেন পাঠ আর আনন্দে করবেন পান সুধা নিরবধি। কালস্রোতে যে ভগবৎসংবাদ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে, 'বাগীশিক' এই সংস্করণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবিকৃত মূল শ্লোকগুলো, কুড়িয়ে আনতে সমর্থ হলো সাধনসমরে বিজয়ের তপপূতঃ এক অপ্রাকৃত দিব্য জীবনের ঝরা পাতাগুলো। এই সংকলনে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সম্পাদিত সংস্কৃত শ্লোকগুলো বাংলা হরফে উপস্থাপন করার পাশাপাশি শুদ্ধ পদচ্ছেদ ও সার্বজনীন বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হলো। গীতাপ্রেমী সকলের কাছে বহুল প্রচারিত হোক, জননন্দিত ও ভক্তবন্দিত হোক 'বাগীশিক' এর গীতা সংকলন- এ শুভ কামনা রইলো।

জয়তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বাগীশিক-কেন্দ্রীয় সংসদ।

অধ্যায়সূচি

অধ্যায়ক্রম	অধ্যায়ের নাম	শ্লোক-সংখ্যা	পৃষ্ঠা
গীতাপাঠ তথা সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণ প্রসঙ্গ			৯-১২
পাঠবিধি			১৩-১৪
ধ্যানম্			১৫
প্রথমোঽধ্যায়ঃ	অর্জ্জুন-বিষাদযোগঃ	৪৬	১৬-২৫
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ	সাংখ্যযোগঃ	৭২	১৭-৪৩
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ	কর্ম্মযোগঃ	৪৩	৪৪-৫৩
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ	জ্ঞানযোগঃ	৪২	৫৪-৬৩
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ	কর্ম্মসন্ন্যাসযোগঃ	২৯	৬৪-৭১
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ	অভ্যাসযোগঃ	৪৭	৭২-৮৩
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ	জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগঃ	৩০	৮৪-৯১
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ	অক্ষরব্রহ্মযোগঃ	২৮	৯২-৯৯
নবমোঽধ্যায়ঃ	রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগঃ	৩৪	১০০-১০৭
দশমোঽধ্যায়ঃ	বিভূতিযোগঃ	৪২	১০৮-১১৭
একাদশোঽধ্যায়ঃ	বিশ্বরূপ-দর্শনযোগঃ	৫৫	১১৮-১৩৭
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ	ভক্তিযোগঃ	২০	১৩৮-১৪৩
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ	ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগঃ	৩৫	১৪৪-১৫১
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ	গুণত্রয়-বিভাগযোগঃ	২৭	১৫২-১৫৭
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ	পুরুষোত্তমযোগঃ	২০	১৫৮-১৬৩
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ	দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগযোগঃ	২৪	১৬৪-১৬৯
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ	শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগঃ	২৮	১৭০-১৭৫
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ	মোক্ষযোগঃ	৭৮	১৭৬-১৯৩
শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্য		৮৪	১৯৪-২০৬
গীতার গীত			২০৭
আনুষ্ঠানিক গীতাপাঠের সংক্ষিপ্ত নমুনা			২০৮

গীতাপাঠ তথা সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণ প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ছন্দ ঃ

সংস্কৃত সাহিত্যে বহু প্রকার ছন্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ৭টি ছন্দের প্রাধান্য দেখা যায়। যথা-

ছন্দ	অক্ষর সংখ্যা	ছন্দ	অক্ষর সংখ্যা
গায়ত্রী	২৪	পঙ্‌ক্তি	৪০
উষ্ণিক	২৮	ত্রিষ্টুপ	৪৪
অনুষ্টুপ	৩২	জগতী	৪৮
বৃহতী	৩৬		

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা, প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা, মন্ত্রের ঋষি এবং যে ছন্দে মন্ত্র রচিত তা স্মরণ করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। সেজন্যই উপরোক্ত বাক্যটি গীতাপাঠ আরম্ভ করার পূর্বে পাঠ করতে হয়। এই বাক্যের মর্মানুযায়ী গীতা অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে অনুষ্টুপ ছন্দে ৬৪৫টি এবং ত্রিষ্টুপ ছন্দে ৫৫টি শ্লোক রচিত। অধিকাংশ শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হওয়ায় এই মন্ত্রে কেবলমাত্র অনুষ্টুপ ছন্দে স্মরণ করা হয়েছে। গীতার ১ম অধ্যায়ের ২২নং ও ২৬নং শ্লোকে ৩ লাইনে মোট ৪৮ অক্ষর রয়েছে। প্রতিটি লাইনে ১৬ অক্ষর হওয়ায় এই ২টি শ্লোকও অনুষ্টুপ ছন্দ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

শুধু গীতাপাঠ নয়, সকল ধর্মীয় গ্রন্থের মন্ত্র বা শ্লোকগুলো উচ্চারণ করার প্রারম্ভে ওঁ এই প্রণব/ব্রহ্মবাচক অক্ষরটি অবশ্যই উচ্চারণ করতে হবে, অন্যথায় মন্ত্রের শ্লোকের শুদ্ধতা প্রকাশ পাবে না।

অনুষ্টুপ ছন্দের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

অনুষ্টুপ ছন্দ ২টি ছত্রে গঠিত হয়। প্রতি ছত্রে থাকে ১৬টি অক্ষর। পাঠ করার সময় প্রতি ৮ অক্ষর বাদে ছেদ দিয়ে পাঠ করতে হয়। যেমন- ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ছেদ) সমবেতা যুযুৎসবঃ (ছেদ)। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব (ছেদ) কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় (ছেদ) ॥ গীতা- ১/১

তালিকায়-

ধ	র্ম্ম	ক্ষে	ত্রে	কু	রু	ক্ষে	ত্রে
স	ম	বে	তা	যু	যুৎ	স	বঃ
মা	ম	কাঃ	পা	ণ্ড	বা	শ্চৈ	ব
কি	ম	কু	র্ব্ব	ত	স	ঞ্জ	য়

ত্রিষ্টুপ ছন্দে প্রতিটি শ্লোকে থাকে ৪৪টি অক্ষর। প্রতি ১১ অক্ষর বাদে ছেদ দিয়ে পাঠ করতে হয়। প্রতি ১১ অক্ষরে ছত্র তৈরী করে ৪ ছত্রে ত্রিষ্টুপ ছন্দ লেখা হয়।

যেমন- গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ গীতা-২/৫

তালিকায়-

গু	রু	ন	হ	ত্বা	হি	ম	হা	নু	ভা	বান্
শ্রে	য়ো	ভো	ক্তুং	ভৈ	ক্ষ্যং	ম	পী	হ	লো	কে
হ	ত্বা	র্থ	কা	মাং	স্তু	গু	রু	নি	হৈ	ব
ভু	ঞ্জী	য়	ভো	গান্	রু	ধি	র	প্র	দি	গ্ধান্

সংস্কৃত উচ্চারণে সহায়ক গীতা শিক্ষার কতিপয় মৌলিক নিয়ম ঃ

১। স্বরবর্ণ / ব্যঞ্জনবর্ণ শুদ্ধভাবে উচ্চারণের স্থানসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।
যেমন ঃ i) ষ (মূর্ধা) = আষাঢ় = Āshār ii) স (দন্ত্য) = সীতা = Seetā
iii) শ (তালু) = শ্রী = Shree iv) সংশয় = Sangshaya।

২। হ্রস্ব স্বর (স্বল্পস্বর) ও দীর্ঘস্বর অবশ্যই মানতে হবে। যেমন ঃ অ = A, আ = Aa/ Ā
ক = Ka, খ = Kha।

৩। সংযুক্ত বর্ণকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণে যে বর্ণই থাকুক না কেন সব বর্ণকেই উচ্চারণ করতে হবে।
যেমন ঃ i) লক্ষ্মী = ল + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ (ী) = Lakshmee ii) সরস্বতী = সরস্ওয়তী = Saraswatee।

৪। হস্ / হল্ (্) চিহ্ন থাকলে সেখানে দাঁড়াতে হবে। যেমন ঃ ভগবান্ (Bhagabān) হবে।

৫। বিসর্গ (ঃ) থাকলে শুধুমাত্র উষ্মা ছাড়তে হবে। যেমন ঃ নমঃ (Namah) হবে।

৬। অনুস্বার (ং) লাইন বা ভাবের শেষের কোন বর্ণ/শব্দের শেষে থাকলে 'ম্' (M) উচ্চারণ হবে। যেমন ঃ অহং (Aham)। উল্লেখ্য যে, 'ক' (Ka) একটি মুক্ত বর্ণ আবার 'ক্' (K) একটি বদ্ধ বর্ণ। বদ্ধ বর্ণের পরে 'অ' উচ্চারিত হয় না।

৭। অর্ধমাত্রার (ঽ) থাকলে 'অ' এর মত উচ্চারণ হবে। যেমন ঃ প্রথমোঽধ্যায় = প্রথম অধ্যায়।

৮। অন্তঃস্থ 'ব' থাকলে সেইক্ষেত্রে ওয় (Wa) এর মত উচ্চারণ হবে। যেমন ঃ স্বপন = স্ওয়পন = Swapan
উল্লেখ্য যে, অন্তঃস্থ (ব) এর মাত্রা থাকে না এবং এটি অন্য বর্ণের নিচে অবস্থান নেয়। কিন্তু নিচে থাকা সব ব অন্তঃস্থ (ব) নয়। যেমন ঃ সদ্ব্যবহার = সদ্ + ব্যবহার। এখানে যে 'ব' ব্যবহৃত হয়েছে সেটি বর্গীয় 'ব'।

৯। 'য' কে 'ইয়' উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ঃ যদা (ইয়দা) = Yadā।

কতিপয় জটিল সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ কৌশল ঃ

ক্ম (ক্ + ম)	রুক্মিণী	Rukminee	দ্ম (দ্ + ম)	পদ্ম	Padma
ক্ষ (ক্ + ষ)	পরীক্ষা	Pareekshā	ত্ম (ত্ + ম)	আত্মা	Ātmā
ক্ষ্ণ (ক্ + ষ্ + ণ)	তীক্ষ্ণ	Tikshna	হ্ন (হ্ + ন)	চিহ্ন	Chihna
ক্ষ্ম (ক্ + ষ্ + ম)	সূক্ষ্ম	Sukshma	শ্ম (শ্ + ম)	শ্মশান	Shmashān
গ্ম (গ্ + ম)	বাগ্মী	Bāgmee	হ্য (হ্ + য ফলা)	গুহ্য	Guhya
ঙ্খ (ঙ্ + খ)	শঙ্খ	Shankha	হ্ব (হ্ + ব)	আহ্বান	Āhwān
জ্ঞ (জ্ + ঞ)	জ্ঞান	Gnān	হ্ম (হ্ + ম)	ব্রহ্ম	Brahma
জ্ব (জ্ + জ + ব)	উজ্জ্বল	Uzzwal	শ্চ (শ্ + চ)	নিশ্চিত	Nishchita
ঞ্জ (ঞ্ + জ)	অঞ্জলি	Anjali	ষ্ণ (ষ্ + ণ)	কৃষ্ণ	Krishna
ন্ম (ন + ম)	চিন্ময়	Chinmay	ধ্ব (ধ্ + ব)	ধ্বনি	Dhwani

এখন আলোচ্য বিষয়- ধ্বনিতত্ত্ব/ধ্বনি প্রকরণ। সংস্কৃত গীতা শুদ্ধরূপে পড়ার কথা আসলে ধ্বনি/বর্ণ সম্পর্কে সম্যকরূপে ধারণার কথা আসবে। কেননা বর্ণ না চিনলে/বর্ণগুলোর উচ্চারণ স্থান চিহ্নিত করতে না পারলে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের গীতাপাঠের স্বপ্ন বৃথা হয়ে পড়বে।

সুতরাং আসুন আমরা এখন ধ্বনিতত্ত্ব/বর্ণতত্ত্ব সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলো জেনে নিই ও ধ্বনি/বর্ণগুলোর উচ্চারণ স্থান চিহ্নিত করি এবং সেই নিয়মে উচ্চারণ করার চেষ্টা করি।

১। **ধ্বনি ঃ** কোন ভাষায় উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার যে পরমাণু বা অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায় তাই ধ্বনি। যেমন ঃ অ, আ, ক।

২। **বর্ণ ঃ** ধ্বনি চক্ষুগ্রাহ্যলিখিত রূপ বা ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকেই বর্ণ বলে। যেমন ঃ অ, আ, ক, খ।

৩। **অক্ষর ঃ** নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষ-স্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে/একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। যেমন ঃ 'স্পন্দন' শব্দটিতে 'স্পন্' 'দন' এই দুইটি অক্ষর আছে।

৪। **স্বরধ্বনি ঃ** ফুসফুস-তাড়িত বায়ু মুখবিহ্বরের কোথাও কোনপ্রকার বাধা না পেয়ে বা ঘর্ষণ না লাগিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন ঃ অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

৫। **ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ** ফুসফুস-তাড়িত বায়ু মুখবিহ্বরের কোথাও কোনপ্রকার বাধা পেয়ে বা ঘর্ষণ লাগিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন ক, খ, ছ, ট ইত্যাদি।

৬। **হ্রস্বস্বর ঃ** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে অল্প সময় ও অল্প আয়াসের প্রয়োজন হয়, তাকে হ্রস্বস্বর বলে। যেমন ঃ অ, ই, উ।

৭। **দীর্ঘস্বর ঃ** যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে অধিক সময় ও অধিক আয়াসের প্রয়োজন হয়, তাকে দীর্ঘ স্বরধ্বনি বলে। যেমন ঃ আ, ঈ, ঐ।

৮। **সন্ধিস্বর/সান্ধ্যস্বর ঃ** একটি স্বরধ্বনি ও একটি অর্ধ-স্বরধ্বনি মিলে একটি অক্ষর সৃষ্টি করলে তাকে দ্বিস্বর/দ্বৈতস্বর/ যৌগিকস্বর/সন্ধিস্বর/সান্ধ্যস্বর বলে।

৯। **বদ্ধ অক্ষর ঃ** ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস-তাড়িত বায়ু নিঃসরণ না হয়ে আটকে গেলে বদ্ধ অক্ষরের সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ বণিক্। এখানে ক্ বদ্ধ অক্ষর।

১০। **মুক্ত অক্ষর ঃ** ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি সংযুক্ত হয়ে মুক্ত অক্ষর সৃষ্টি হয়। ক+ী=কী, প+ই=পি মুক্ত অক্ষরের উদাহরণ।

১১। **অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ঃ** ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস চালিত বাতাসের চাপের স্বল্পতা ও আধিক্যকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বলে। সাধারণত বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম এবং অন্তঃস্থ ধ্বনিগুলো অল্পপ্রাণ। যেমন ঃ ক, গ, চ, জ ইত্যাদি। আর বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণ। যেমন ঃ খ, ঘ, ছ ইত্যাদি।

১২। **অঘোষ ধ্বনি ঃ** যেসব ধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের ভিতরকার স্বরতন্ত্রী যথারীতি কাঁপে না, তাদেরকে অঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ। যেমন ঃ ক, খ, চ, ছ।

১৩। **ঘোষ ধ্বনি ঃ** যেসব ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্র রীতিমত কেঁপে উঠে, বর্গের সে তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি ঘোষধ্বনি। যেমন ঃ গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

১৪। **হসন্ত বা হলন্ত বর্ণ ঃ** স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি বদ্ধ অক্ষররূপে উচ্চারিত হলে ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে হস্ বা হল্ চিহ্ন (্) দিয়ে লিখা হয়। যেমন ঃ ক্, গ্ ইত্যাদি।

১৫। **বর্গীয় বর্ণ ঃ** ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টি ব্যঞ্জনবর্ণ কে বর্গীয় বর্ণ বলে।

১৬। **স্পর্শ বর্ণ ঃ** ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টি বর্গীয় বর্ণ জিহ্বা ও মুখ বিহ্বরের নানা স্থান স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। তাই এগুলোকে স্পর্শ বর্ণ বলে।

১৭। **উষ্ম বর্ণ ঃ** উষ্ম শব্দের অর্থ শ্বাস বায়ুর আধিক্য। শ, ষ, স, এবং হ বর্ণগুলো উচ্চারণে শ্বাস বায়ুর আধিক্য হয়। তাই এগুলোকে উষ্ম বর্ণ বলে।

১৮। **অন্তঃস্থ বর্ণ ঃ** য, র, ল এবং এবং অন্তস্থ ৎ এই চারটি বর্ণ স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণগুলোর মধ্যে অবস্থিত। তাই এগুলোকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।

১৯। **নাসিক্য বর্ণ ঃ** ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ঁ বর্ণগুলো নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয়। তাই এগুলোকে নাসিক্য বর্ণ বলে।

২০। **অযোগবাহ বর্ণ ঃ** ং (অনুস্বার) ও ঃ (বিসর্গ) বর্ণ দুটি অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে উচ্চারিত হতে পারে না বলে এদেরকে অযোগবাহ বর্ণ বলে।

২১। **পরাশ্রয়ী বর্ণ ঃ** ং, ঃ, ঁ অন্য বর্ণের আশ্রয়ে উচ্চারিত হয় বলে এদের পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে।

২২। **কম্পনজাত ধ্বনি ঃ** জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত করে 'র' বর্ণটি উচ্চারিত হয়, তাই একে কম্পনজাত ধ্বনি বলে।

২৩। **তাড়নজাত ধ্বনি ঃ** ড় এবং ঢ় বর্ণ দুটি দন্তমূল তাড়না করে উচ্চারিত হয়, তাই এদেরকে তাড়নজাত বর্ণ বলে।

২৪। **পার্শ্বিক ধ্বনি ঃ** 'ল' বর্ণটি উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূল স্পর্শ করে, তাই একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

২৫। **ধ্বনির নাম ও উচ্চারণ স্থান ঃ**

ধ্বনিসমূহ	ধ্বনির নাম	উচ্চারণ স্থান
১। অ, আ, হ	কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ
২। ক, খ, গ, ঘ, ঙ	জিহ্বামূলীয়	জিহ্বামূল
৩। ই, ঈ, চ, ছ, জ, শ	তালব্য ধ্বনি	অগ্রতালু
৪। ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, প, ব, গ, ড়, ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	পশ্চাৎ দন্তমূল
৫। ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত্য ধ্বনি	অগ্রদন্তমূল
৬। উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ্য
৭। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং	নাসিক্য ধ্বনি	নাসিকা
৮। এ, ঐ	কণ্ঠ্য- তালব্য ধ্বনি	কণ্ঠ-তালু
৯। ও, ঔ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

২৬। **ব্যঞ্জন বর্ণ**

স্পর্শ বর্ণ বা বর্গীয় বর্ণ	ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ
জিহ্বামূলীয় বর্ণ বা কণ্ঠ্য বর্ণ	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
তালব্য বর্ণ/অগ্রতালুজাত বর্ণ	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
মূর্ধন্য বর্ণ/পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	ট, ঠ, দ, ধ, ন
দন্ত্য বর্ণ/অগ্রদন্তমূলীয়	ত, থ, দ, ধ, ন
ওষ্ঠ্য বর্ণ	প, ফ, ব, ভ, ম
দন্তমূলীয় ধ্বনি বা তাড়নজাত ধ্বনি	ড়, ঢ়
মহাপ্রাণ ধ্বনি	থ, ঘ, ছ, ঝ, ছ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ
অল্পপ্রাণ ধ্বনি	ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব
ঘোষ ধ্বনি	গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম
অঘোষ ধ্বনি	ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ
কম্পনজাত ধ্বনি	র
উষ্মধ্বনি	শ, ষ, স, হ
পার্শ্বিক ধ্বনি	ল

উল্লেখ্য যে, সংস্কৃত উচ্চারণ দেশ বা অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ৈ নমো নমঃ

ওঁ তৎসৎ

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রারভ্যতে শ্রীগোপাল কৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্বেদব্যাসঃ ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্, "সর্ব্বধর্ম্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি" শক্তিঃ। "অহন্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকম্।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

(উভয় হস্তের তর্জনী দ্বারা সেই সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিবেন।)

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

(দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই সেই হস্তের তর্জনীদ্বয় স্পর্শ করিবেন।)

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চেতি" মধ্যমাভ্যাং বৌষট্।

(উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সেই সেই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবেন।)

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্।

(উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা স্ব স্ব জাতীয় অনামিকা স্পর্শ করিবেন।)

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

(দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা সেই সেই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করিবেন।)

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি" করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফটীতি করন্যাসঃ।

(এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা আঘাত করিবেন।)

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

(এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অঙ্গুল্যত্রয়ের অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবেন।)

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা।

(এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা শিরোদেশ স্পর্শ করিবেন।)

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চেতি" শিখায়ৈ বষট্।

(এই মন্ত্রের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবেন।)

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্।

(এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ হস্তের করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা বাম বাহুমূল ও বাম করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবেন।)

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।

(এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ নেত্র এবং নাসামূল স্পর্শ করিবেন।)

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেত্যস্ত্রায়"

(এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক করতলে আঘাত করিবেন।)

ফটিত্যঙ্গন্যাসঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ।

অথ-ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্ ।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে ।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্-
অম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্ ।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা;
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী ।
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকে কেশবে ॥ ৬
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থ গন্ধোৎকটম্,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন-বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব, কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং, ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য, রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীঞ্চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ, তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা, ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ, দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ, কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ, শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থন্তান্ব্রবীমি তে ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব, কিম্ অকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডব অনীকম্, ব্যূঢ়ম্ দুর্য্যোধনঃ তদা।
আচার্য্যম্ উপসংগম্য, রাজা বচনম্ অব্রবীৎ ॥ ২
পশ্য এতাম্ পাণ্ডুপুত্রাণাম্, আচার্য্য মহতীম্ চমূম্।
ব্যূঢ়াম্ দ্রুপদ পুত্রেণ, তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩
অত্র শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ, ভীম অর্জ্জুন-সমাঃ যুধি।
যুযুধানঃ বিরাটঃ চ, দ্রুপদঃ চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ, কাশীরাজঃ চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ, শৈব্যঃ চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুঃ চ বিক্রান্তঃ, উত্তমৌজাঃ চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬
অস্মাকম্ তু বিশিষ্টাঃ যে, তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কাঃ মম সৈন্যস্য, সংজ্ঞা অর্থম্ তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য সমবেত হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডু পুত্রগণ কি করিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন, পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া রাজা দুর্যোধন সেই সময় আচার্য্য (দ্রোণাচার্য্য) সমীপে যাইয়া এই কথা বলিলেন। ২

হে আচার্য্য! আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদ পুত্র কর্তৃক ব্যূহবদ্ধ এই বিশাল সৈন্যবল দর্শন করুন। ৩

এই মহান যোদ্ধাদের মধ্যে ভীম-অর্জুনের সমকক্ষ বলবান ধনুর্ধরগণ রহিয়াছেন। যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রা-পুত্র (অভিমন্যু), দ্রৌপদীর পুত্রগণ। এই সব যোদ্ধারা সকলেই মহারথী। ৪, ৫, ৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদেরও যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন তাঁহাদের বিষয় অবগত হউন। আপনার জানিবার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছি। ৭

ভবান্ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্য্যাপ্তন্তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০
অয়নৈষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সঞ্জনয়ন্হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ, কৃপঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ, সৌমদত্তিঃ জয়দ্রথ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা, মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানা শস্ত্র প্রহরণাঃ, সর্ব্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্য্যাপ্তম্ তৎ অস্মাকম্, বলম্ ভীষ্ম অভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তম্ তু ইদম্ এতেষাম্, বলম্ ভীম অভিরক্ষিতম্ ॥ ১০
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু, যথা ভাগম্ অবস্থিতাঃ।
ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু, ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্, কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদম্ বিনদ্য উচ্চৈঃ, শঙ্খম্ দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ, পণব আনক গোমুখাঃ।
সহসা এব অভ্যহন্যন্ত, সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে, মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব, দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যম্ হৃষীকেশঃ, দেবদত্তম্ ধনঞ্জয়ঃ
পৌণ্ড্রম্ দধ্মৌ মহা শঙ্খম্, ভীমকর্ম্মা বৃক উদরঃ ॥ ১৫
অনন্ত বিজয়ম্ রাজা, কুন্তীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবঃ চ, সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যঃ চ পরমেষ্বাসঃ, শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ, সাত্যকিঃ চ অপরাজিতঃ ॥ ১৭

সেখানে আপনার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সর্বক্ষেত্রে সর্বদা সমর বিজয়ী ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তের পুত্র রহিয়াছেন। ৮

অন্য অনেক সেনানায়ক রহিয়াছেন যাঁহারা আমাদের জন্য তাঁহাদের জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ও তাঁহারা সকলে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সামরিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ যোদ্ধা। ৯

ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত আমাদের সৈন্য অপরিমিত অর্থাৎ অতি বৃহৎ, কিন্তু ভীম কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদের সৈন্য সীমিত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প। ১০

আপনারা সকলে যথাস্থানে নিজ নিজ বিভাগ-অনুসারে সর্বত্র অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে রক্ষা করুন। ১১

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ তাঁহার হর্ষ বর্ধিত করিয়া সিংহের মত গর্জন করিয়া অতি উচ্চনাদে কম্পিত করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন। ১২

তারপর শঙ্খ সমূহ ও ভেরী সকল, পণব (মৃদঙ্গ), আনক (ঢাক), গোমুখ (শিঙা) ইত্যাদি হঠাৎ অবশ্যই একত্রে বাজিয়া এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হইল। ১৩

তখন শ্বেত অশ্বগণযুক্ত রথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। ১৪

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ, বিপুল ভোজনপ্রিয় ও প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা সম্পন্ন ভীম পৌণ্ড্র নামক ভয়ঙ্কর শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। হে মহারাজ! মহান ধনুর্ধর কাশীর রাজা, মহাযোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাজ রাজা, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহা বলবান সুভদ্রার পুত্র (অভিমন্যু) এবং অন্য সকলে তাঁহাদের পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন। ১৬, ১৭, ১৮

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথব্যবস্থিতান্দৃষ্ট্বা-ধার্ত্তরাষ্ট্রান্কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশন্তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষে হং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্সমবেতান্কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্পার্থঃ পিতৃনথপিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ভ্রাতৃন্পুত্রান্পৌত্রান্সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

দ্রুপদঃ দৌপদেয়াঃ চ, সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রঃ চ মহাবাহুঃ, শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
সঃ ঘোষঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্, হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভঃ চ পৃথিবীম্ চ এব, তুমুলঃ অভি অনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে, ধনুঃ উদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশম্ তদা বাক্যম্, ইদম্ আহ মহীপতে ॥ ২০
অর্জ্জুন উবাচ
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে, রথম্ স্থাপয় মে অচ্যুত ॥ ২১
যাবৎ এতান্ নিরীক্ষে অহম্, যোদ্ধু কামান্ অবস্থিতান্।
কৈঃ ময়া সহ যোদ্ধব্যম্, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানান্ অবেক্ষে অহম্, যে এতে অত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ, যুদ্ধে প্রিয় চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩
সঞ্জয় উবাচ
এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ, গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে, স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ, সর্ব্বেষাম্ চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্য এতান্, সমবেতান্ কুরূন্ ইতি ॥ ২৫
তত্র অপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ, পিতৄন্ অথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্, পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীন্ তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব, সেনয়োঃ উভয়োঃ অপি ॥ ২৬

সেই প্রচণ্ড শব্দে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনি-পূর্ণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১৯

হে মহারাজ! অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও শস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত দেখিয়া হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভিত রথে অর্জুন ধনুক উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২০

অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! যতক্ষণ আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে দেখি, ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। এই যুদ্ধে যাঁহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে আমি দর্শন করি। ২১, ২২

দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হিতৈষী যাঁহারা এখানে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আমি দর্শন করি। ২৩

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! অর্জুন কর্তৃক এইভাবে অভিহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই অতি উত্তম রথটি চালাইয়া উভয় সেনাদের মধ্যে স্থাপন করিলেন। ২৪

ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ সমস্ত রাজগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ! এখানে সমবেত সকল কুরুবংশের সমস্ত সদস্যদের এইভাবে দেখ। ২৫

তখন অর্জুন উভয় সেনাগণের মধ্যে পিতৃব্যদের, পিতামহদের, আচার্য্যদের, মাতুলদের, ভ্রাতাদের, পুত্রদের, পৌত্রদের, বন্ধুদের, শ্বশুড়দের, সুহৃদদের উপস্থিতি দেখিতে পাইলেন। ২৬

তান্সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্স্বজনান্কৃষ্ণ যুযুৎসূন্সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

তান্ সমীক্ষ্য সঃ কৌন্তেয়ঃ, সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়া আবিষ্টঃ, বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বা ইমম্ স্বজনম্ কৃষ্ণ, যুযুৎসুম্ সম্ অবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি, মুখম্ চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুঃ চ শরীরে মে, রোমহর্ষঃ চ জায়তে।
গাণ্ডীবম্ স্রংসতে হস্তাৎ, ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোমি অবস্থাতুম্, ভ্রমতি ইব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি, বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ শ্রেয়ঃ অনুপশ্যামি, হত্বা স্বজনম্ আহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম্ কৃষ্ণ, ন চ রাজ্যম্ সুখানি চ ॥ ৩১
কিম্ নঃ রাজ্যেন গোবিন্দ, কিম্ ভোগৈঃ জীবিতেন বা।
যেষাম্ অর্থে কাঙ্ক্ষিতম্ নঃ, রাজ্যম্ ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
তে ইমে অবস্থিতাঃ যুদ্ধে, প্রাণান্ ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ সম্বন্ধিনঃ তথা।
এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি, ঘ্নতঃ অপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য, হেতোঃ কিম্ নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ, কা প্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দ্দন ॥ ৩৫
পাপম্ এব আশ্রয়েৎ অস্মান্, হত্বা এতান্ আততায়িনঃ।
তস্মাৎ ন অর্হাঃ বয়ম্ হন্তুম্, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান।
স্বজনম্ হি কথম্ হত্বা, সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

সেই অর্জুন সকল রকমের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষন্ন হইয়া ইহা বলিলেন। ২৭

অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইতেছে এবং আমার মুখও শুষ্ক হইতেছে। ২৮

আমার দেহে কম্পন ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং আমার ত্বক দগ্ধ হইতেছে। ২৯

হে কেশব! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার ভ্রম হইতেছে। আমি কু-লক্ষণ সকল দেখিতেছি। ৩০

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করা আমি মঙ্গল দেখিতেছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ, রাজ্য ও সুখভোগ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না। ৩১

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগ বা সুখের কি প্রয়োজন? যাঁহাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও সুখ কামনা করি। ৩২

সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহগণ, ধন ও জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত। ৩৩

মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ, কুটুম্বগণও এই যুদ্ধে অবস্থিত। হে মধুসূদন! আমাকে হত্যা করিলেও আমি ইঁহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। ৩৪

হে কৃষ্ণ! পৃথিবীর জন্য কি কথা? ত্রৈলোক্য রাজ্যের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে হত্যা করিলে আমাদের কি সুখ লাভ হইবে? ৩৫

আততায়ী বধ্য হইলেও ইঁহাদিগকে বধ করিয়া আমাদিগের পাপই আশ্রয় করিবে। এইজন্য আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে বধ করিতে পারি না, যেহেতু, হে মাধব! স্বজন বধ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব? ৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অর্জ্জুন-বিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যদ্যপি এতে ন পশ্যন্তি, লোভ উপহত চেতসঃ।
কুলক্ষয় কৃতম্ দোষম্, মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ অস্মাভিঃ, পাপাৎ অস্মাৎ নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতম্ দোষম্, প্রপশ্যদ্ভিঃ জনার্দ্দন ॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি, কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলম্ কৃৎস্নম্, অধর্ম্মঃ অভিভবতি উত ॥ ৩৯
অধর্ম্ম অভিভবাৎ কৃষ্ণ, প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়, জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করঃ নরকায় এব, কুলঘ্নানাম্ কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরঃ হি এষাম্, লুপ্ত পিণ্ড উদক ক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈঃ এতৈঃ কুলঘ্নানাং, বর্ণ সঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ, কুলধর্ম্মাঃ চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাম্, মনুষ্যাণাম্ জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তম্ বাসঃ, ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম ॥ ৪৩
অহো বত মহৎ পাপম্, কর্ত্তুম্ ব্যবসিতাঃ বয়ম্।
যৎ রাজ্য সুখ লোভেন, হন্তুম্ স্বজনম্ উদ্যতাঃ ॥ ৪৪
যদি মাম্ অপ্রতীকারম্, অশস্ত্রম্ শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ, তৎ মে ক্ষেমতরম্ ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবম্ উক্ত্বা অর্জ্জুনঃ সংখ্যে, রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরম্ চাপম্, শোক সংবিগ্ন মানসঃ ॥ ৪৬

লোভে অভিভূতচিত্ত ইঁহারা কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহে যে পাপ তাহা দেখিতেছে না। ৩৭
হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় জনিত অপরাধ দেখিয়াও কেন সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৮
বংশ নাশ হইলে চিরাচরিত কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং ধর্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুল অধর্মে পতিত হয় বলিয়া কথিত হয়। ৩৯
হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মে পতিত হইলে কুলবধূগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে বার্ষ্ণেয়! কুলস্ত্রীগণ অসৎচরিত্রা হইলে অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হয়। ৪০
এই প্রকার অবাঞ্ছিত সন্তান হইলে অবশ্যই কুল নাশকদিগের এবং বংশের নরকের কারণ হয়। সেই কুলে পিণ্ডদান ও তর্পনক্রিয়া লোপ পাওয়ার ফলে ইহাদের পিতৃপুরুষের নরকে পতিত হয়। ৪১
এই সকল কুল নাশকারীদের বর্ণসঙ্কর কারণ দোষে সনাতন জাতি ধর্ম ও কুলধর্মাদি বিনষ্ট হয়। ৪২
হে জনার্দ্দন! যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের নিয়ত নরকে বাস করিতে হয়, তাহা আমরা শুনিয়াছি। ৪৩
হায়! আমরা রাজ্য সুখের লোভে স্বজনদের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ৪৪
প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আমাকে বধ করেন, তাহাও আমার অধিকতর কল্যাণকর হইবে। ৪৫
সঞ্জয় বলিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এই কথা বলিয়া অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া শোকে অভিভূত মনে রথের উপর উপবেশন করিলেন। ৪৬

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যন্ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্রুধির-প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ

তম্ তথা কৃপয়া আবিষ্টম্, অশ্রুপূর্ণ আকুল ঈক্ষণম্।
বিষীদন্তম্ ইদম্ বাক্যম্, উবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

কুতঃ ত্বা কশ্মলম্ ইদম্, বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্, অকীর্ত্তিকরম্ অর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যম্ মাস্মগমঃ পার্থ, ন এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রম্ হৃদয় দৌর্ব্বল্যম্, ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

কথম্ ভীষ্মম্ অহম্ সংখ্যে, দ্রোণম্ চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি, পূজার্হৌ অরিসূদন ॥ ৪
গুরূন্ অহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ঃ ভোক্তুম্ ভৈক্ষ্যম্ অপি ইহ লোকে।
হত্বা অর্থকামান্ তু গুরূন্ ইহ এব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন, অর্জুনকে এইভাবে অনুতপ্ত, ব্যাকুল ও অশ্রুসিক্ত দেখিয়া কৃপায় আবিষ্ট হইয়া মধুসূদন এই কথাগুলি বলিলেন। ১

শ্রীভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! এই বিষম সঙ্কট কালে এইরূপ আর্য্যগণের অযোগ্য, অপুণ্যকর, অযশকর মোহ তোমার মনে কিরূপে উপস্থিত হইল? ২

হে পার্থ! পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ কর, উঠ। ৩

অর্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! এই যুদ্ধে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের প্রতি বাণের দ্বারা আমি কিভাবে আঘাত করিব? ৪

মহানুভব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া এই জগতে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল। কেননা গুরুজনদিগকে বধ করিয়া এই সংসারে রক্তমাখা অর্থ-কামরূপ ভোগ্য সমূহ ভোগ করিতে হইবে। ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামিমমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

ন চ এতৎ বিদ্মঃ কতরৎ ন গরীয়ঃ
যদ্বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ।
যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ
তে অবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬
কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাম্ ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতাঃ।
যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতম্ ব্রূহি তৎ মে
শিষ্যঃ তে অহম্ শাধি মাম্ ত্বাম্ প্রপন্নম্ ॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মম অপনুদ্যাৎ
যৎ শোকম্ উচ্ছোষণম্ ইন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধম্
রাজ্যম্ সুরাণাম্ অপি চ আধিপত্যম্ ॥ ৮
সঞ্জয় উবাচ
এবম্ উক্ত্বা হৃষীকেশম্, গুড়াকেশঃ পরন্তপ
ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দম্, উক্ত্বা তূষ্ণীম্ বভূব হ ॥ ৯
তম্ উবাচ হৃষীকেশঃ, প্রহসন্ ইব ভারত।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে, বিষীদন্তম্ ইদম্ বচঃ ॥ ১০
শ্রীভগবান্ উবাচ
অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ ত্বম্, প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে।
গতাসূন্ অগতাসূন্ চ, ন অনুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

যদি আমরা জয়লাভ করি অথবা ইঁহারা আমাদিগকে জয় করেন, ইহার মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে শ্রেয়, ইহাও জানি না। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আমাদের সামনে উপস্থিত রহিয়াছেন। ৬

কৃপণতা দোষের প্রভাবে ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে। যাহাতে আমার ভাল হয়, তাহা আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য, সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। অতএব আমাকে তুমি উহার নির্দেশ দাও। ৭

পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন সমৃদ্ধশালী রাজ্য এবং স্বর্গে দেবতাদের মত আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকাইয়া দিতেছে যে শোক, তাহা কিরূপে যাইবে? আমি তাহার পথ ঠিক করিতে পারিতেছি না। ৮

সঞ্জয় বলিলেন, এইভাবে নিদ্রাজয়ী ও শত্রুদমনকারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না"। এই কথা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। ৯

হে ভরত বংশীয় ধৃতরাষ্ট্র! শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সেনাদের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০

শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি প্রাজ্ঞের মত কথা বলিতেছ। যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কিন্তু যাহারা প্রকৃত পণ্ডিত তাহারা জীবিত অথবা মৃত কাহারও জন্যই শোক করেন না। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদন্ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তো বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম্ ॥ ২১

ন তু এব অহম্ জাতু ন আসম্, ন ত্বং ন ইমে জনাধিপাঃ।
ন চ এব ন ভবিষ্যামঃ, সর্ব্বে বয়ম্ অতঃ পরম্ ॥ ১২
দেহিনঃ অস্মিন্ যথা দেহে, কৌমারম্ যৌবনম্ জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ, ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাঃ তু কৌন্তেয়, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমা পায়িনঃ অনিত্যাঃ, তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যম্ হি ন ব্যথয়ন্তি এতে, পুরুষম্ পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখম্ ধীরম্, সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
ন অসতঃ বিদ্যতে ভাবঃ, ন অভাবঃ বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োঃ অপি দৃষ্টঃ অন্তঃ তু, অনয়োঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অবিনাশি তু তৎ বিদ্ধি, যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্।
বিনাশম্ অব্যয়স্য অস্য, ন কশ্চিৎ কর্ত্তুম্ অর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ, নিত্যস্য উক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য, তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
যঃ এনম্ বেত্তি হন্তারম্, যঃ চ এনম্ মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ, ন অয়ম্ হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
ন অয়ম্ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ম্ পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদ অবিনাশিনম্ নিত্যম্, যঃ এনম্ অজম্ অব্যয়ম্।
কথম্ সঃ পুরুষঃ পার্থ, কম্ ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

এমন নহে যে আমি পূর্বে ছিলাম না বা তুমি ও এই রাজাগণও ছিলেন না। আর ইহার পরেও আমরা সকলে থাকিব না, তাহাও নহে। ১২

জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য কালের গতিতে পরিবর্তন হয়, তেমনই দেহান্তর লাভও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রদান করে। সেগুলি আসে আবার চলিয়া যায়, সুতরাং উহা অস্থায়ী। হে ভরতকুল! সেগুলি সহ্য কর। ১৪

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! যে ধীর পুরুষ এই সকল বিষয় স্পর্শ জনিত সুখ, দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সমভাবে গ্রহণ করেন। উহাতে তিনি ব্যথিত হন না, তিনিই অমৃতত্ত্ব লাভের যোগ্য। ১৫

অসৎ বস্তুর স্থায়িত্ব নাই, আর সৎ বস্তুর বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শিগণ উভয় প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ১৬

যিনি এইসকল দৃশ্যজগৎ ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে বিনাশ রহিত জানিও কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না। ১৭

এই সমস্ত শরীর অনিত্য কিন্তু শরীরী আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮

যিনি আত্মাকে হন্তা বলিয়া মনে করেন কিংবা যিনি উহাকে নিহত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। কারণ আত্মা কাহাকেও হত্যা না বা কাহারও দ্বারা নিহত হন না। ১৯

এই আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। ইতি পুনঃপুনঃ উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পরিণামশূন্য। শরীর নষ্ট হইলেও ইতি বিনষ্ট হন না। ২০

হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্ম রহিত, মৃত্যু রহিত বলিয়া জানেন; তিনি কি প্রকারে, কাহাকে হত্যা করিতে বা হত্যা করাতে পারেন? ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরঃ অপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
ন এনম্ ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, ন এনম্ দহতি পাবকঃ।
ন চ এনম্ ক্লেদয়ন্তি আপঃ, ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্য অয়ম্ অদাহ্যঃ অয়ম্, অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ, অচলঃ অয়ম্ সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্, অবিকার্য্যঃ অয়ম্ উচ্যতে।
তস্মাৎ এবম্ বিদিত্বা এনম্, ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২৫
অথ চ এনম্ নিত্যজাতম্, নিত্যম্ বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বম্ মহাবাহো, ন এবম্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবঃ মৃত্যু, ধ্রুবম্ জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে, ন ত্বম্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ২৭
অব্যক্ত আদীনি ভূতানি, ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনানি এব, তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ এনম্
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথা এব চ অন্যঃ।
আশ্চর্য্যবৎ চ এনম্ অন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বা অপি এনম্ বেদ, ন চ এব কশ্চিৎ ॥ ২৯

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করেন। ২২

আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করা যায় না, আগুনেও দাহ করা যায় না, জলেও আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ুতেও শুষ্ক করিতে পারে না। ২৩

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি চিরস্থায়ী, সর্বদা স্থির, অচল, সনাতন বলিয়া কথিত হন। ২৪

এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকারশূন্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। অতএব আত্মার এই স্বরূপ জানিয়া তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়। ২৫

হে মহাবাহো! আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মার বারবার শরীরের সাথে জন্ম এবং মৃত্যু হয়, তথাপি তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৬

যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, যে মরে তাহার জন্মও নিশ্চিত; অতএব নিশ্চিত বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৭

হে ভারত! জীবগণ আদিতে অপ্রকাশিত, মধ্যে প্রকাশিত এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত থাকে। সুতরাং সেজন্য শোক করার কি আছে? ২৮

কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন এবং কেহ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন কিন্তু কেহ ইহাকে জানিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না। ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাচ্ছর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যন্ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গঞ্জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ অয়ম্, দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতাণি, ন ত্বম্ শোচিতুম্ অর্হসি ॥ ৩০
স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য, ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি।
ধর্ম্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ, ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্, স্বর্গদ্বারম্ অপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ, লভন্তে যুদ্ধম্ ঈদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বম্ ইমম্ ধর্ম্ম্যম্, সংগ্রামম্ ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মম্ কীর্ত্তিম্ চ, হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্ত্তিম্ চ অপি ভূতানি, কথয়িষ্যন্তি তে অব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তিঃ, মরণাৎ অতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্, মংস্যন্তে ত্বাম্ মহারথাঃ
যেষাম্ চ ত্বম্ বহুমতঃ, ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্য বাদান্ চ বহূন্, বদিষ্যন্তি তব অহিতাঃ।
নিন্দন্তঃ তব সামর্থ্যম্, ততঃ দুঃখতরম্ নু কিম্ ॥ ৩৬
হতঃ বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভ অলাভৌ জয় অজয়ৌ।
ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, ন এবম্ পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৩৮
এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে, বুদ্ধিঃ যোগে তু ইমাম্ শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তঃ যয়া পার্থ, কর্মবন্ধম্ প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

হে ভারত! প্রাণীদের দেহে আত্মা সর্বদাই অবধ্য, সেজন্য কোন জীবের দেহত্যাগের জন্যও তোমার শোক করা উচিত নয়। ৩০

স্বধর্মের দিকে দেখিয়াও তোমার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছু নাই। ৩১

হে পার্থ! এই যুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। এইরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ের কাছেই আসে এবং তারা সুখী হন। ৩২

আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে তোমার স্বীয় ধর্ম ও কীর্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপ প্রাপ্ত হইবে। ৩৩

সমস্ত লোকে চিরকাল তোমার অকীর্তির কথাই বলিবে। মর্যাদাবান লোকের পক্ষে অকীর্তি, মরণ অপেক্ষাও ক্ষতিকর। ৩৪

সমস্ত মহারথীরা মনে করিবেন যে, তুমি ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছ। যাহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে তাহাদের নিকটও তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ৩৫

তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বহু অবাচ্য কথা বলিবে। তাহার চেয়ে অধিকতর দুঃখকর তোমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? ৩৬

হে কৌন্তেয়! এই যুদ্ধে নিহত হইলে তুমি স্বর্গলাভ করিবে, আর জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া উত্থান কর। ৩৭

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান মনে করিয়া যুদ্ধ করিলে তুমি পাপ ভাগী হইবে না। ৩৮

হে পার্থ! তোমাকে এই সমস্ত সাংখ্য যোগের কথা বলিলাম। এখন কর্ম যোগ বিষয়ে শ্রবণ কর, যাহার প্রভাবে তুমি কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানান্তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গন্ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

ন ইহ অভিক্রমনাশঃ, অস্তি প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে।
স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্ম্মস্য, ত্রায়তে মহতঃ ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, একা ইহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাঃ হি অনন্তাঃ চ, বুদ্ধয়ঃ অব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যাম্ ইমাম্ পুষ্পিতাম্ বাচম্, প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ।
বেদ বাদরতাঃ পার্থ, ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ, জন্ম কর্ম্ম ফল প্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাম্ ভোগ, ঐশ্বর্য্যগতিম্ প্রতি ॥ ৪৩
ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রসক্তানাম্, তয়া অপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ বেদাঃ, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব অর্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ, নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ ॥ ৪৫
যাবান্ অর্থঃ উদপানে, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬
কর্ম্মণি এব অধিকারঃ তে, মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুঃ ভূঃ মা, তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্ম্মণি ॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি, সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্য অসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা, সমত্বম্ যোগঃ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হি অবরম্ কর্ম্ম, বুদ্ধি যোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ, কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

এই জগতে আরব্ধ কর্মফল ব্যর্থ হয় না এবং পাপও ক্ষয় হয় না, এই ধর্মের অল্প আচরণও মহাভয় থেকে রক্ষা করে। ৪০

হে কুরুনন্দন! ইহাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অস্থির চিত্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখায় বিভক্ত ও বহুমুখী হয়। ৪১

হে পার্থ! এই সমস্ত অল্প বুদ্ধি মানুষ বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হইয়া উহা ভিন্ন আর কিছু নাই, ইহাই বলে। ৪২

যাহাদের চিত্ত কামনাযুক্ত, স্বর্গলাভই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের জন্য বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক বাক্য বলে। ৪৩

এই সকল বিমূঢ়চিত্ত, ভোগ ও ঐশ্বর্য সুখে আসক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধিস্থ হয় না। ৪৪

হে অর্জুন! বেদ সমূহ ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও; তুমি দ্বন্দ্বরহিত ও নিত্য ধৈর্য্যশীল হও, লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষা বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরে নির্ভরশীল হও। ৪৫

ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সাধিত হয়, বৃহৎ জলাশয়ে সমস্তই সাধিত হয়। সেইরূপ বেদের কাম্য কর্মের যে ফল লাভ হয়, পরম পূর্ণ জ্ঞানবান ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের সেই সমস্তই লাভ হয়। ৪৬

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই। তুমি কর্মফলের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হইও না, কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

হে ধনঞ্জয়! যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান মনে করিয়া তুমি কর্ম কর। এইরূপ সমত্ববুদ্ধিকেই যোগ বলে। ৪৮

হে ধনঞ্জয়! সকাম কর্ম বুদ্ধি যোগ হইতে নিতান্তই নিকৃষ্ট, অতএব তুমি সমত্ব বুদ্ধিতে শরণাগত হও; যাহারা কর্মের ফল ভোগ করিতে চায় তাহারা অতি দীন ও কৃপার পাত্র। ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলন্ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্সর্ব্বান্পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

বুদ্ধিযুক্তঃ জহাতি ইহ, উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্ম্মজম্ বুদ্ধিযুক্তাঃ হি, ফলম্ ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্ম বন্ধ বিনির্মুক্তাঃ, পদম্ গচ্ছন্তি অনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহ কলিলম্, বুদ্ধিঃ ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদ ম্, শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২
শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে, যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধৌ অচলা বুদ্ধিঃ, তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩
অর্জ্জুন উবাচ
স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা, সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিম্ প্রভাষেত, কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪
শ্রীভগবান্ উবাচ
প্রজহাতি যদা কামান্, সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ, স্থিতপ্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ, স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ, তৎ তৎ প্রাপ্য শুভ অশুভম্।
ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চ অয়ম্, কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

নিষ্কাম কর্মযোগী এই লোকেই পাপ-পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করেন। অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর, কর্মে কৌশলই যোগ। ৫০

নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন ও সর্বপ্রকার ক্লেশশূন্য মোক্ষপদ লাভ করেন। ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে অতিক্রম করিবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে। ৫২

যখন তোমার বুদ্ধি বেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না, তখন তুমি সমাধিতে স্থির হইয়া থাকিবে এবং তুমি যোগে অধিষ্ঠিত হইবে। ৫৩

অর্জুন বলিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন? কিভাবে অবস্থান করেন? কি ভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন? ৫৪

শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! যখন কেহ সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং আপনাতেই আপনি তুষ্ট অর্থাৎ আত্মাতেই তিনি তুষ্ট, তখনই তিনি স্থির প্রজ্ঞা অর্থাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হন। ৫৫

দুঃখে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলিয়া কথিত হন। ৫৬

যিনি সকল বিষয়ে মমতাশূন্য, সেই সেই প্রিয় বিষয় পাইয়া আনন্দিত হন না বা অপ্রিয় বিষয় পাইয়া দুঃখিত হন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫৭

ভয়ে কচ্ছপ যেমন অঙ্গসমূহ ও পদসকল তাহার শরীরের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, সেইরূপ যোগী পুরুষ যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন তখনই তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৮

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাচ্ছঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাচ্ছৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানান্তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে, নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জম্ রসঃ অপি অস্য, পরম্ দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯
যততঃ হি অপি কৌন্তেয়, পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি, হরন্তি প্রসভম্ মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য, যুক্তঃ আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তঃ বিষয়ান্ পুংসঃ, সঙ্গঃ তেষু উপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগ দ্বেষ বিমুক্তৈঃ তু, বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈঃ চরন্।
আত্মবশ্যৈঃ বিধেয় আত্মা, প্রসাদম্ অধিগচ্ছতিঃ ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখানাম্, হানিঃ অস্য উপজায়তে।
প্রসন্ন চেতসঃ হি আশু, বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
ন অস্তি বুদ্ধিঃ অযুক্তস্য, ন চ অযুক্তস্য ভাবনা।
ন চ অভাবয়তঃ শান্তিঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাম্ হি চরতাম্, যৎ মনঃ অনু বিধীয়তে।
তৎ অস্য হরতি প্রজ্ঞাম্, বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাৎ যস্য মহাবাহো, নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্ব্ব ভূতানাম্, তস্যাম্ জাগর্তি সংযমী।
যস্যাম্ জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতঃ মুনেঃ ॥ ৬৯

ইন্দ্রিয়গণের দুর্বলতা প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তির বিষয় উপভোগের শক্তি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হয় না। আর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ দ্বারা তাহার সেই বিষয় বাসনাও চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ৫৯

হে কৌন্তেয়! চিত্ত বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান যে তাহারা অতি যত্নশীল বিবেকী পুরুষদেরও মনকে বলপূর্বক বিষয় অভিমুখে আকর্ষণ করে। ৬০

যিনি আমার একান্ত ভক্ত, আমার শরণাগত তিনিই সেই সকল ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া অবস্থান করেন। সেইরূপ সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬১

বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। ৬২

ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি বিলোপ, স্মৃতি বিলোপ হইতে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে অধঃপতন অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। ৬৩

কিন্তু যিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় সমূহ অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ৬৪

এইরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে ইহার সমস্ত দুঃখের বিনাশ হয়। যেহেতু শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা শীঘ্র স্থির হয়। ৬৫

যে ব্যক্তির চিত্ত সংযত নয় তাহার আত্মচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা নাই, বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাও নাই। এইরূপ ঈশ্বরচিন্তা পরাঙ্মুখ ব্যক্তির ও অশান্তচিত্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়? ৬৬

বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেইরূপ অস্থির করে, সেইরূপ মন স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান যে কোন একটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করিতে পারে। ৬৭

সুতরাং হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬৮

সাধারণ জীবের পক্ষে যাহা রাত্রি স্বরূপ, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠাতে জাগ্রত থাকেন। আর সাধারণ প্রাণিগণ যখন জাগ্রত থাকেন তখন স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিদের উহা রাত্রিস্বরূপ। ৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০
বিহায় কামান্যঃসর্ব্বান্পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আপূর্য্যমাণম্ অচল প্রতিষ্ঠম্
সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাঃ যম্ প্রবিশন্তি সর্ব্বে
সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্, পুমান্ চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ, সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ, ন এনাম্ প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা অস্যাম্ অন্তকালে অপি, ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি ॥ ৭২

যেমন জলরাশি পরিপূর্ণ সাগরে প্রবেশ করিয়া স্থীরভাবে থাকে সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে বিষয় সকল প্রবেশ করিয়াও বিলীন হইয়া যায়, তিনি শান্তি লাভ করেন। বিষয়কামী পুরুষ শান্তি পায় না। ৭০

যে পুরুষ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া অহঙ্কার শূন্য ও মমত্ববোধ রহিত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন। ৭১

হে পার্থ! এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। এই অবস্থা লাভ হইলে তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবনের শেষ সময়েও তিনি এই অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্ম নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। ৭২

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণঃ তে, মতা বুদ্ধিঃ জনার্দ্দন।
তৎ কিম্ কর্ম্মণি ঘোরে মাম্, নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন, বুদ্ধিম্ মোহয়সি ইব মে।
তৎ একম্ বদ নিশ্চিত্য, যেন শ্রেয়ঃ অহম্ আপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ

লোকে অস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা, পুরা প্রোক্তা ময়া অনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যনাম্, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ, নৈষ্কর্ম্ম্যম্ পুরুষঃ অশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাৎ এব, সিদ্ধিম্ সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি, জাতু তিষ্ঠতি অকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হি অবশঃ কর্ম্ম, সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ ॥ ৫
কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য, যঃ আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ় আত্মা, মিথ্যাচারঃ সঃ উচ্যতে ॥ ৬
যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা, নিয়ম্য আরভতে অর্জ্জুন।
কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্, অসক্তঃ সঃ বিশিষ্যতে ॥ ৭

অর্জুন বলিলেন, হে জনার্দন! যদি তোমার মতে সকাম কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে হে কেশব! কেন আমাকে এই ভয়ানক হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করিতেছ? ১

সন্দেহ জনক বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি কেন বিভ্রান্ত করিতেছ? অতএব যাহা দ্বারা আমি প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারি সেই একটিই অর্থাৎ একপ্রকার নিষ্ঠা অথবা মোক্ষ লাভের কথা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও। ২

শ্রীভগবান বলিলেন, হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি ইতিপূর্বে এই জগতে দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যদিগের ও নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্মীদিগের নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। ৩

মানুষ শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কর্মফল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না, আবার কেবল কর্মত্যাগের দ্বারাও সিদ্ধি অর্থাৎ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। ৪

কেহ এমন কি ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই সকলেই অসহায় ভাবে প্রকৃতি জাত গুণদ্বারা অর্থাৎ মায়া দ্বারা সব কিছু কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫

যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ স্মরণ করে, তাহাকে ভ্রান্তমতি অর্থাৎ বিমূঢ়াত্মা বলিয়া কথিত হয়। ৬

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া আসক্তিরহিত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করেন, তিনিই বিশিষ্ট হন। ৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ভোগান্হিবো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙ্ক্তেস্তেন এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাচ্ছর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

নিয়তম্ কুরু কর্ম্ম ত্বম্, কর্ম্ম জ্যায়ঃ হি অকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রা অপি চ তে, ন প্রসিদ্ধ্যেৎ অকর্ম্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র, লোকঃ অয়ম্ কর্ম্মবন্ধনঃ।
তৎ অর্থম্ কর্ম্ম কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা, পুরা উবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্, এষঃ বঃ অস্তু ইষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়ত অনেন, তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ, শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বঃ দেবাঃ, দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈঃ দত্তান্ অপ্রদায় এভ্যঃ, যঃ ভুঙ্‌ক্তে স্তেনঃ এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্ট অশিনঃ সন্তঃ, মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে তু অঘম্ পাপাঃ, যে পচন্তি আত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি, পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যঃ, যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্ম উদ্ভবম্ বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতম্ ব্রহ্ম, নিত্যম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫
এবম্ প্রবর্ত্তিতম্ চক্রম্, ন অনুবর্ত্তয়তি ইহ যঃ।
অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ, মোঘম্ পার্থ সঃ জীবতি ॥ ১৬
যঃ তু আত্মরতি এব স্যাৎ, আত্মতৃপ্তঃ চ মানবঃ।
আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ, তস্য কার্য্যম্ ন বিদ্যতে ॥ ১৭

তুমি শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম কর, যেহেতু কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করিলে কেহ দেহ-যাত্রাও নির্বাহ করিতে পারে না। ৮

যজ্ঞের জন্য যে কর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় যে কর্ম তাহা ব্যতীত অন্য কর্ম লোক সকলকে কর্ম বন্দনে আবদ্ধ করে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি সেই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাঁহার নিমিত্ত আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম কর। ৯

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং ইহা তোমাদের সকল অভীষ্ট প্রদানকারী হউক। ১০

এই যজ্ঞের দ্বারা অধিদেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্রীতি সাধন করিবেন। এইরূপে পরস্পরের প্রীতির মাধ্যমে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। ১১

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হইয়া দেবতারা অবশ্যই তোমাদের অভিষ্ট ভোগ্য বস্তু সকল দান করিবেন, সুতরাং তাঁহাদের দেওয়া বস্তু সকল দেবতাদের নিবেদন না করিয়া যিনি ভোগ করেন তিনি অবশ্যই চোর। ১২

যজ্ঞাবশেষ ভোজনকারী ভক্তগণ সর্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা নিজের জন্য পাক করে, সেই পাপীরা পাপ ভোজন করে। ১৩

অন্ন হইতে প্রাণীগণ উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ করিবার ফলে বৃষ্টির উদ্ভব হয়, শাস্ত্রোক্ত কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হয়। ১৪

কর্ম বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, বেদ পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব সর্ব ব্যাপক ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৫

হে পার্থ! যিনি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রবর্তিত এইরূপ যজ্ঞাদি কর্মচক্র গ্রহণ না করেন, সেই পাপপূর্ণ ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ব্যক্তি বৃথাই এই জীবন ধারণ করেন। ১৬

কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট আছেন, তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই। ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যন্ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েচ্ছর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

ন এব তস্য কৃতেন অর্থঃ, ন অকৃতেন ইহ কশ্চন।
ন চ অস্য সর্ব্বভূতেষু, কশ্চিৎ অর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাৎ অসক্তঃ সততম্, কার্য্যম্ কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তঃ হি আচরন্ কর্ম্ম, পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্, আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহম্ এব অপি, সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥ ২০
যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ, তৎ তৎ এব ইতরঃ জনঃ।
সঃ যৎ প্রমাণম্ কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থ অস্তি কর্ত্তব্যম্, ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্, বর্ত্তে এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২
যদি হি অহম্ ন বর্ত্তেয়ম্, জাতু কর্ম্মণি অতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকাঃ, ন কুর্য্যাম্ কর্ম্ম চেৎ অহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণি অবিদ্বাংসঃ, যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ, চিকীর্ষুঃ লোক সংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধি ভেদম্ জনয়েৎ, অজ্ঞানাম্ কর্ম্ম সঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি, বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি, গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মা, কর্ত্তা অহম্ ইতি মন্যতে ॥ ২৭

আত্মারাম ব্যক্তির এই জগতে কর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম না করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে সর্বভূতের মধ্যে কাহারও আশ্রয়ে থাকিবার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ কর্ম করা বা না করা ইঁহাদের উভয়ই সমান। ১৮

অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্ত্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু মানুষ অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ১৯

জনক আদি রাজারাও কেবল কর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম করা উচিত। ২০

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন অন্য সাধারণ মানুষেরাও তাহাই করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন অন্য সাধারণ লোকেরা তাহাই অনুসরণ করে। ২১

হে পার্থ! এই তিন জগতে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই, আমার পাইবার বা না পাইবার কিছু নাই। তথাপি আমি কর্মেই ব্যাপৃত আছি। ২২

হে পার্থ! আমি যদি অনলস হইয়া কর্ম না করি, তবে মানুষেরা সর্ব প্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করিবে অর্থাৎ কেহই আর কর্ম করিবে না। ২৩

যদি আমি কর্ম না করি তাহা হইলে সমস্ত লোক উৎসন্নে যাইবে। আমি বর্ণ সঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হইয়া এই প্রজাগণের বিনষ্টের কারণ হইব। ২৪

হে ভারত! অজ্ঞান মানুষেরা কর্মে আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত হইয়া মানুষের ভাল করিবার জন্য সেইরূপ কর্ম করিবেন। ২৫

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করিবেন না। তাঁহারা অনাসক্ত ভাবে সমস্ত কর্মে যুক্ত হইয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। ২৬

প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ম সম্পন্ন হয়। অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা মনে করে "আমিই কর্ত্তা" অর্থাৎ আমিই কর্ম করি। ২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাচ্ছ্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো, গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে, ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ, সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্, কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, সন্ন্যস্য অধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ ভূত্বা, যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতম্ ইদম্ নিত্যম্, অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ, মুচ্যন্তে তে অপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে তু এতৎ অভ্যসূয়ন্তঃ, ন অনুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্ তান্, বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশম্ চেষ্টতে স্বস্যাঃ, প্রকৃতেঃ জ্ঞানবান্ অপি।
প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে, রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ, তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ, পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনম্ শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ম্, পাপম্ চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয়, বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ

কামঃ এষঃ ক্রোধঃ এষঃ, রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনঃ মহাপাপ্মা, বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

হে মহাবাহো! জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবদ্-উক্তিমূখী কর্ম এবং সকাম কর্মের পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে কখনো ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। ২৮

জড় প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাদের সেই কর্ম নিকৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা তাহাদের বিচলিত করে না। ২৯

আমাতে সকল কর্ম বিবেক বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম, মমতাশূন্য এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

যে মানবগণ শ্রদ্ধাবান ও অসুয়াশূন্য হইয়া অর্থাৎ গুণের মধ্যে দোষ আবিষ্কার করার যে অভ্যাস তাহা পরিহার করিয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে তাহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩১

কিন্তু যাহারা অসূয়া পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না সেই বিবেকশূন্য ব্যক্তিদিগকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, বিমূঢ় ও বিনষ্ট বলিয়া জানিও। ৩২

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিত্ব তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন, প্রাণিগণ সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ স্বভাবকে অনুগমন করেন, অতএব ইন্দ্রিয় দমন বা পীড়ন করিয়া কি করিবে? ৩৩

সকল ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ বিশেষ ভাবে অবস্থিত, কিন্তু তাহাদের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; কারণ অবশ্যই ইহারা জীবের শত্রু। ৩৪

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষ যুক্ত হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যু হইলেও উহা মঙ্গলময়, কিন্তু পরধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টকর। ৩৫

অর্জুন বলিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! মানুষ কাহার প্রেরণায় ইচ্ছা না করিলেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়। ৩৬

শ্রীভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই কামনাই মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করে এবং কামনা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ইহা সর্বগ্রাসী ও অত্যন্ত পাপী। ইহাকেই মানবের একমাত্র শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ, যথা আদর্শঃ মলেন চ।
যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন, জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়, দুষ্পূরেণ অনলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ, অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে।
এতৈঃ বিমোহয়তি এষঃ, জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণি আদৌ, নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানম্ প্রজহি হি এনম্, জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ মনঃ।
মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ, যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ ॥ ৪২
এবম্ বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্ধা, সংস্তভ্য আত্মানম্ আত্মনা।
জহি শত্রুম্ মহাবাহো, কামরূপম্ দুরাসদম্ ॥ ৪৩

যেমন আগুন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, ধূলি দ্বারা দর্পণ আবৃত থাকে, জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু এই সর্বগ্রাসী আগুনের তুল্য কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। ৩৯

কামই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আশ্রয়স্থল বা অবলম্বন বলিয়া কথিত হয়। কাম ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দেহাভিমানী জীবকে বিভ্রান্ত করে। ৪০

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রতীকস্বরূপ এই কামকে বিনাশ কর। ৪১

ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যিনি বুদ্ধির উপরে তিনিই আত্মা। ৪২

হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া আত্মাকে অর্থাৎ মনকে আত্মা দ্বারা অথবা আত্মশক্তি দ্বারা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর। ৪৩

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াম্ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইমম্ বিবস্বতে যোগম্, প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥ ১
এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্, ইমম্ রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ।
সঃ কালেন ইহ মমতা, যোগঃ নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
সঃ এব অয়ম্ ময়া তে অদ্য, যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তঃ অসি মে সখা চ ইতি, রহস্যম্ হি এতৎ উত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

অপরম্ ভবতঃ জন্ম, পরম্ জন্ম বিবস্বতঃ।
কথম্ এতৎ বিজানীয়াম্, ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি ॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি, জন্মানি তব চ অর্জ্জুন।
তানি অহম্ বেদ সর্ব্বাণি, ন ত্বম্ বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজঃ অপি সন্ অব্যয় আত্মা, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায়, সম্ভবামি আত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য, গ্লানিঃ ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্ম্মস্য, তদা আত্মানম্ সৃজামি অহম্ ॥ ৭

শ্রীভগবান বলিলেন, আমি এই অব্যয় যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য তাহা মানবজাতির জনক স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন। ১
এইরূপে বংশ ও শিষ্য পরম্পরা মাধ্যমে এই যোগ রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন। হে পরন্তপ! এই জগতে কালের প্রভাবে এই যোগ বিনষ্ট হইয়াছে। ২
এই সেই অতি প্রাচীন যোগ আজ তোমাকে বলিলাম। তুমি আমার ভক্ত ও শখা হও, অতএব এই উত্তম রহস্য অবশ্যই তুমি বুঝিতে পারিবে। ৩
অর্জুন বলিলেন, আপনার জন্মের অনেক পূর্বে বিবস্বানের জন্ম হইয়াছিল। অতএব আপনি প্রথমে এই যোগ বলিয়াছিলেন কিরূপে বুঝিব? ৪
শ্রীভগবান বলিলেন, হে পরন্তপ! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সমস্তই স্মরণ করিতে পারি কিন্তু তুমি তাহা পার না বলিয়া বিস্মৃত হইয়াছ। ৫
আমি জন্মরহিত, আমার আত্মা অক্ষয় এবং আমি সর্ব ভূতের ঈশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতিকে অর্থাৎ আমারই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ মায়া দ্বারা দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই। ৬
হে ভারত! যখনই যখনই ধর্মের অধঃপতন অর্থাৎ অবক্ষয় দেখা দেয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি আমার নিজ মায়া দ্বারা দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই। ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮
জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তে ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭

পরিত্রাণায় সাধূনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়, সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্, এবম্ যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহম্ পুনঃ জন্ম, ন এতি মাম্ এতি সঃ অর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগ ভয়ক্রোধাঃ, মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ।
বহবঃ জ্ঞানতপসা, পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে, তান্ তথা এব ভজামি অহম্।
মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাম্ সিদ্ধিম্, যজন্তে ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রম্ হি মানুষে লোকে, সিদ্ধিঃ ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্, গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাম্, বিদ্ধি অকর্ত্তারম্ অব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাম্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাম্ যঃ অভিজানাতি, কর্ম্মভিঃ ন সঃ বধ্যতে ॥ ১৪
এবম্ জ্ঞাত্বা কৃতম্ কর্ম্ম, পূর্ব্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্ম এব তস্মাৎ ত্বম্, পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরম্ কৃতম্ ॥ ১৫
কিম্ কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম ইতি, কবয়ঃ অপি অত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ ॥ ১৬
কর্ম্মণঃ হি অপি বোদ্ধব্যম্, বোদ্ধব্যম্ চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্, গহনা কর্ম্মণঃ গতিঃ ॥ ১৭

সাধুদের রক্ষা করিবার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করিবার জন্য এবং ধর্ম পুনরায় স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

হে অর্জুন আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম যিনি যথাযথ ভাবে জানেন, তাঁহার দেহত্যাগের পরে পুনর্বার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তিনি আমাকেই লাভ করেন। ৯

বিষয় আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়া, আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত রাখিয়া, আমারই শরণাগত হইয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকেই আমার ভাব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। ১০

যিনি যে প্রকারে আমার ভজনা করেন, আমি তাহাকে সেইরকম ফল দিয়া তাহার বাসনা পূরণ করি। তাহারা যে যে পথই অনুসরণ করুক না কে, সব পথ দিয়েই আমাকে লাভ করিতে পারে। ১১

এই জগতে মানুষ সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করিয়া বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে, কারণ তাহার ফল অবশ্যই অতি শীঘ্রই পাওয়া যায়। ১২

গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু আমি উহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে। ১৩

কোন কর্মই আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কর্ম ফলে আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি আমার এইরূপ তত্ত্ব জানেন তিনি কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন না। ১৪

প্রাচীনকালে মুক্তিকামীগণ কর্তৃক এইরূপ জানিয়া কর্ম করিয়াছেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীনদিগের মত নিষ্কাম ভাবে তোমার কর্ম কর। ১৫

কর্ম কি? অকর্ম কি? এই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অতএব তোমাকে সে বিষয়ে বলিতেছি। উহা জানিলে সমস্ত অশুভ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবে। ১৬

বিহিত কর্ম, অবিহিত কর্ম ও কর্মত্যাগ বিষয়ে যথাযথ ভাবে জানা উচিত। কারণ কর্মের গতি অর্থাৎ তত্ত্ব বুঝা অত্যন্ত কঠিন। ১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণন্তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্ব্বানীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
সঃ বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু, সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ, কামসঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞান অগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণম্, তম্ আহুঃ পণ্ডিতম্ বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্ম ফল আসঙ্গম্, নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্ত অপি, ন এব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০
নিরাশীঃ যত চিত্তাত্মা, ত্যক্ত সর্ব্ব পরিগ্রহঃ।
শারীরম্ কেবলম্ কর্ম্ম, কুর্ব্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্ব অতীতঃ বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ, কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য, জ্ঞান অবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম্ম, সমগ্রম্ প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্ম অর্পণম্ ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যম্, ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪
দৈবম্ এব অপরে যজ্ঞম্, যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নৌ অপরে যজ্ঞম্, যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি ॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি অন্যে, সংযম অগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্যে, ইন্দ্রিয় অগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি, প্রাণ কর্ম্মাণি চ অপরে।
আত্মসংযম যোগ অগ্নৌ, জুহ্বতি জ্ঞান দীপিতে ॥ ২৭

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যোগী ও সর্ব কর্মে অভিজ্ঞ। ১৮

যাহার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সঙ্কল্প রহিত এবং যাহার শুভাশুভ কর্ম জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাকে জ্ঞানীগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ১৯

যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সকল সময় আপনাতেই তুষ্ট, যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়হীন, কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না। ২০

যিনি কামনাশূন্য, যাহার মন ও বুদ্ধি সংযত, যিনি নিজের ভোগের জন্য সর্বপ্রকার দান গ্রহণে অনিচ্ছুক, সেই ব্যক্তি কেবল শরীরের দ্বারা কর্ম করিয়াও পাপ প্রাপ্ত হন না বা কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন না। ২১

যিনি অনায়াসে যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না, যিনি পরশ্রীকাতরতাহীন, যিনি কর্মের সিদ্ধি লাভকে বা অসফলতাকে সমান জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্ম ফলে আবদ্ধ হন না। ২২

যিনি ফলাসক্তি শূন্য রাগ-দ্বেষ মুক্ত, যাঁহার চিত্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, যিনি ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যজ্ঞস্বরূপ কর্ম করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম ফলসহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় অর্থাৎ তিনি কর্ম সন্যাস লাভ করেন। ২৩

আহুতি দেবার পাত্র ব্রহ্ম, ঘৃতাদি আহুতি দ্রব্য ব্রহ্ম, যাহাতে আহুতি দেওয়া হয় সেই অগ্নিও ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এইভাবে যিনি সর্ব কর্মকে ও কর্মের অঙ্গ সকলকে ব্রহ্মই দেখেন, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন। ২৪

কোন কোনও যোগী দৈবযজ্ঞের অর্থাৎ দেবতাদের পূজারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আবার অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মার আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করেন অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মার দর্শনরূপ হোম করেন। ইহাকেই জ্ঞান যজ্ঞ বলে। ২৫

কেহ কেহ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ শব্দাদি বিষয় সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকেন। ২৬

কেহ কেহ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের কর্ম ও প্রাণাদি বায়ুর কর্মদিগকে জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে অর্থাৎ সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানন্তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্বিদ্ধি তান্সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ তথা অপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ, যতয়ঃ সংশিত ব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণম্, প্রাণে অপানম্ তথা অপরে।
প্রাণ অপানগতী রুদ্ধা, প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়ত আহারাঃ, প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বে অপি এতে যজ্ঞবিদঃ, যজ্ঞ ক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্ট অমৃত ভূজঃ, যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
ন অয়ম্ লোকঃ অস্তি অযজ্ঞস্য, কুতঃ অন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
এবম্ বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ, বিততাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্, এবম্ জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বম্ কর্ম্ম অখিলম্ পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্, জ্ঞানিনঃ তত্ত্ব দর্শিনঃ ॥ ৩৪
যৎ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ মোহম্, এবম্ যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতানি অশেষেণ, দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বম্ জ্ঞানপ্লবেন এব, বৃজিনম্ সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬
যথা এধাংসি সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ, ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি, ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

কেহ কেহ দ্রব্যদান রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপস্যার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ যোগরূপী যজ্ঞ করেন। কঠোর ব্রত পরায়ণ ব্যক্তিগণ বেদ অধ্যায়রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বেদ অভ্যাস ও বেদজ্ঞান লাভ যজ্ঞ করেন। ২৮

কেহ কেহ প্রাণায়ামে আগ্রহী হইয়া অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে আহুতি দেন, কেহ কেহ প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দেন, কেহ কেহ প্রাণ ও আপাণ বায়ুর গতি রোধ করিয়া সমাধিস্থ হন। ২৯

অপর কেহ পরিমিত আহার করিয়া প্রাণ বায়ুকে প্রাণ বায়ুতেই আহুতি দেন। এই সকল যজ্ঞবিদ্‌গণ যজ্ঞের প্রভাবে পাপ মুক্ত হন। ৩০

এই সকল যজ্ঞবিদ্‌গণ অমৃত স্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে কোন যজ্ঞ করে না তাঁহার ইহ লোকেই সুখ নাই আর পরলোক প্রাপ্তির পরে কি হইবে? ৩১

এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে বিহিত আছে, সেই সকল যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে উদ্ভূত জানিও। ইহা যথাযথ ভাবে জানিতে পারিলে তুমি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ৩২

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! যজ্ঞাদি সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে, কারণ কর্মযোগের সিদ্ধাবস্থায় এই আত্ম জ্ঞান লাভ হয়। ৩৩

প্রণাম দ্বারা, প্রশ্ন দ্বারা আমি কে? আমার সংসার বন্ধন কেন? কিরূপে বন্ধন মুক্ত হইবে? ইত্যাদি, সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্ব দ্রষ্টা গুরু, তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন। ৩৪

হে পাণ্ডব! সেই জ্ঞান লাভ করিলে পুনরায় এই প্রকার মোহগ্রস্ত হইবে না। সেই জ্ঞান দ্বারা সমস্ত জীবকেই প্রথমে নিজের আত্মায় এবং পরে আমাতে দেখিতে পাইবে। ৩৫

তুমি যদি সমস্ত পাপীগণ হইতেও পাপিষ্ঠ হও, তাহা হইলেও দিব্য জ্ঞান রূপ তরণীর দ্বারা এই প্রকার সকল পাপ সমুদ্র অবশ্যই অতিক্রম করিতে পারিবে। ৩৬

হে অর্জুন! যেমন সম্যকরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নিও কর্মসমূহকে ভস্মসাৎ করে। ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তচ্ছ্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানন্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসঞ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্, পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ম্ যোগ সংসিদ্ধঃ, কালেন আত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্, তৎপরঃ সংযত ইন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানম্ লব্ধ্বা পরাম্ শান্তিম্, অচিরেণ অধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধানঃ চ, সংশয় আত্মা বিনশ্যতি।
ন অয়ম্ লোকঃ অস্তি ন পরঃ, ন সুখম্ সংশয় আত্মনঃ ॥ ৪০
যোগ সন্ন্যস্ত কর্ম্মাণম্, জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তম্ ন কর্ম্মাণি, নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাৎ অজ্ঞান সম্ভূতম্ হৃৎস্থম্, জ্ঞান অসিনা আত্মনঃ।
ছিত্ত্বা এনম্ সংশয়ম্ যোগম্, আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

এই জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছু নাই। কালক্রমে কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিলে এই জ্ঞান নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই লাভ করেন। ৩৮

যিনি শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ করেন। সেই দিব্য আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অচিরেই পরম শান্তি লাভ করেন। ৩৯

অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সন্দেহকুলচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোক এবং পরকালে সৎগতি নাই। ৪০

হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন, আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহার সকল সংশয় নাশ হইয়াছে, এইরূপ অপ্রমত্ত চিত্ত ব্যক্তিকে কোন কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে না। ৪১

অতএব, হে ভারত! তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞান প্রসূত সংশয় উদিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া যোগে অধিষ্ঠিত হও, যুদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াও। ৪২

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি
যচ্ছ্রেয়ঃ এতয়োরেকন্তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যচ্ছাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানন্তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ
সন্ন্যাসম্ কর্ম্মণাম্ কৃষ্ণ, পুনঃ যোগম্ চ শংসসি।
যৎ শ্রেয়ঃ এতয়োঃ একম্, তৎ মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১
শ্রীভগবান্ উবাচ
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ, নিঃশ্রেয়সকরৌ উভৌ।
তয়োঃ তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ, কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে ॥ ২
জ্ঞেয়ঃ সঃ নিত্য সন্ন্যাসী, যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো, সুখম্ বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্য যোগৌ পৃথক বালাঃ, প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একম্ অপি আস্থিতঃ সম্যক্, উভয়োঃ বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে।
একম্ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ, যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসঃ তু মহাবাহো, দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ।
যোগযুক্তঃ মুনিঃ ব্রহ্ম, ন চিরেণ অধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা, বিজিত আত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূত আত্ম ভূত আত্মা, কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে একবার কর্মত্যাগ আবার কর্মযোগের কথা বলিতেছ, এই দুইটির মধ্যে যাহা অধিক শ্রেয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ১

শ্রীভগবান বলিলেন, সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগে কর্মত্যাগ আর কর্মযোগ মুক্তিদায়ক, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্ম সন্ন্যাস হইতে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ২

হে মহাবাহো। যিনি কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, দ্বেষও করেন না, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী জানিও, এইরূপ যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, তিনি সংসার বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন। ৩

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সাংখ্য যোগ অর্থাৎ কর্ম সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক বলিয়া মনে করেন, পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। এই দুইটির মধ্যে যেকোন একটি সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষ লাভ হয়। ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক যে স্থান অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন, কর্মযোগীগণ কর্তৃকও মোক্ষ লাভ করেন। যিনি সাংখ্য ও যোগ-কে একরূপ দেখেন তিনিই তত্ত্বদর্শী। ৫

হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক, কিন্তু কর্মযোগ যুক্ত মানুষ অচিরেই মোক্ষ লাভ করেন। ৬

যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, বিশুদ্ধ আত্মা, সংযতদেহ এবং জিতেন্দ্রিয়, নিজের আত্মাকে সর্বভূতের আত্মারূপে উপলব্ধি করেন, তিনি কর্ম করিয়াও উহাতে লিপ্ত হন না। ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্শৃণ্বন্স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্গচ্ছন্স্বপন্শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্বিসৃজন্গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গন্ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গন্ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলন্ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানন্তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

ন এব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি, যুক্তঃ মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্, অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্, উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু, বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণি আধায় কর্ম্মাণি, সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন সঃ পাপেন, পদ্ম পত্রম্ ইব অম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা, কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলম্ ত্যক্ত্বা, শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ, ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ॥ ১২
সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা, সন্ন্যস্য আস্তে সুখম্ বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী, ন এব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩
ন কর্ত্তৃত্বম্ ন কর্ম্মাণি, লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগম্, স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪
ন আদত্তে কস্যচিৎ পাপম্, ন চ এব সুকৃতম্ বিভুঃ।
অজ্ঞানেন আবৃতম্ জ্ঞানম্, তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তৎ অজ্ঞানম্, যেষাম্ নাশিতম্ আত্মনঃ।
তেষাম্ আদিত্যবৎ জ্ঞানম্, প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬
তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্তি অপুনঃ আবৃত্তিম্, জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাঃ ॥ ১৭

কর্মযোগে অধিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও ভোজন; গমন, কথন, মলমূত্র ত্যাগ; শ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ; স্বপ্ন; এই সব কাজ করিয়াও মনে করেন, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি প্রকৃতির পরিণাম. উহাদের কর্মে আত্মা লিপ্ত হন না। ৮, ৯

যিনি অনাসক্ত হইয়া কর্ম করেন এবং কর্মের সমস্ত ফল পরমেশ্বর ভগবানকে সমর্পন করেন, তাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। ১০

কর্মযোগীগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্য করে, আমি কিছুই করি না, এইরূপে অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন। ১১

নিষ্কাম কর্মযোগীগণ কর্মফল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন আত্যন্তিক চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করেন। কর্মফলের প্রতি আসক্ত হইয়া কর্ম করিবার ফলে সকাম কর্মী কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১২

কর্মযোগী পুরুষ মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার যুক্ত দেহে সুখে অবস্থান করেন কারণ তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী। কিছু করেন না, অন্যকেও কিছু করান না। ১৩

প্রভু বা আত্মা জীবস্রষ্টা হইয়াও কর্মের উপর লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না, কর্মফলে সৃষ্ট সুখ-দুঃখও সৃষ্টি করেন না। কিন্তু প্রকৃতিই কর্মে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৪

সর্বব্যাপী আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে বলিয়া জীব মোহগ্রস্ত হয়। ১৫

সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্য সকল প্রকাশিত করেন, সেইরূপ জ্ঞানের প্রভাবে জীবের সমস্ত মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান নাশ করিয়া পরম পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৬

যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের দেহাত্মবোধ বিদুরিত হইয়াছে, যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানকেই পরম গতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিগণের আর পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয় না। ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যচ্ছুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কামক্রোধোবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শানকৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে, ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চ এব শ্বপাকে চ, পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহ এব তৈঃ জিতঃ সর্গঃ, যেষাম্ সাম্যে স্থিতম্ মনঃ।
নির্দ্দোষম্ হি সমম্ ব্রহ্ম, তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ম্ প্রাপ্য, ন উদ্বিজেৎ প্রাপ্য চ অপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০
বাহ্য স্পর্শেষু অসক্ত আত্মা, বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্।
সঃ ব্রহ্ম যোগ যুক্তাত্মা, সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে ॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ, দুঃখযোনয়ঃ এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়, ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতি ইহ এব যঃ সোঢুম্, প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কাম ক্রোধ উদ্ভবম্ বেগম্, সঃ যুক্তঃ সঃ সুখী নরঃ ॥ ২৩
যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ, তথা অন্তর্জ্যোতিঃ এব যঃ।
সঃ যোগী ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্, ব্রহ্মভূতঃ অধিগচ্ছতি ॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্, ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্ন দ্বৈধা যতাত্মানঃ, সর্ব্ব ভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কাম ক্রোধ বিযুক্তানাম্, যতীনাম্ যতচেতসাম্।
অভিতঃ ব্রহ্ম নির্ব্বাণম্, বর্ত্ততে বিদিত আত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ বাহ্যান্, চক্ষুঃ চ এব অন্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণ অপানৌ সমৌ কৃত্বা, নাসাভ্যন্তর চারিণৌ ॥ ২৭

যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিতগণ, বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুকুরকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন অর্থাৎ সকলকেই নারায়ণ বলিয়া মনে করেন অথবা সব বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করেন। ১৮

যাহাদের মন সমতায় অবস্থিত হইয়াছে, এই লোকেই তাহাদের কর্তৃক সংসার বিজিত হয় কারণ তাহারা ব্রহ্মের মত সম ও নির্দোষ। সেই হেতু সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও উদ্বিগ্ন হন না; তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জিত, ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ২০

বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি আত্মায় যে সুখ আছে তাহা অনুভব করেন, তাহার পরে ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। ২১

হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ বিষয়জনিত সুখে আসক্ত হন না। উহা সকল দুঃখের কারণ; ইহার আদি আছে, অন্ত আছে অতএব ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাতে প্রীতি লাভ করেন না। ২২

যিনি দেহ ত্যাগ করিবার পূর্বে এই সংসারে থাকিয়াই কাম-ক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী হন। ২৩

যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই আলোক, সেই যোগী পুরুষ ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। ২৪

যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয় বর্জিত, সংযত চিত্ত, সমস্ত জীবের কল্যাণে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। ২৫

কাম ক্রোধ বর্জিত, সংযত চিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসীদিগের সর্বদিকেই ব্রহ্ম নির্বাণ বিরাজ করে অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্ম নির্বাণের মধ্যেই বাস করেন। ২৬

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

যত ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধিঃ, মুনিঃ মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগত ইচ্ছা ভয় ক্রোধঃ, যঃ সদা মুক্তঃ এব সঃ ॥ ২৮
ভোক্তারম্ যজ্ঞতপসাম্, সর্ব্ব লোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদম্ সর্ব্ব ভূতানাম্, জ্ঞাত্বা মাম্ শান্তিম্ ঋচ্ছতি ॥ ২৯

মন হইতে বাহ্য চিন্তা সকল বিদুরিত করিয়া, চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসা মধ্যে অবরোধ করিয়া যিনি ইন্দ্রি, মন ও বুদ্ধিকে জয় করিয়াছেন, যিনি মোক্ষ পরায়ণ এবং যিনি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই মননশীল পুরুষই সর্বদা মুক্ত। ২৭, ২৮

মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃৎ জানিয়া শান্তি লাভ করেন। ২৯

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অভ্যাসযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগন্তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ উবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্, কার্য্যম্ কর্ম্ম করোতি যঃ।
সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ, ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ ॥ ১
যম্ সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ, যোগম্ তম্ বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হি অসন্ন্যস্ত সঙ্কল্পঃ, যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগম্, কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্য এব, শমঃ কারণম্ উচ্যতে ॥ ৩
যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু, ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে।
সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী, যোগারূঢ়ঃ তদা উচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্, ন আত্মানম্ অবসাদয়েৎ।
আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ ॥ ৫
বন্ধুঃ আত্মা আত্মনঃ তস্য, যেন আত্মা এব আত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনঃ তু শত্রুত্বে, বর্ত্তেত আত্মা এব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য, পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু, তথা মান অপমানয়োঃ ॥ ৭

শ্রীভগবান বলিলেন, যিনি কর্মফলের আশা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোশী। যিনি নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি অথবা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। ১

হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে কারণ সংকল্প ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না। ২

যে মুনি যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে কর্মই সাধনের কারণস্বরূপ বলা হয়। যিনি যোগে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহার পক্ষে কর্মত্যাগই পরম সাধনের কারণস্বরূপ বলা হয়। ৩

যখন সর্ব সংকল্প ত্যাগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে ও কর্মে আসক্ত হন না তখন তিনিই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। ৪

আত্মা দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অধঃপতিত করিবে না কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে। ৫

যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে পারে নাই, সেই আত্মাই আত্মার শত্রু। ৬

জিতেন্দ্রিয় ও রাগদ্বেষ শূন্য ব্যক্তির পরমাত্মা শীত, গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে অবিচলিত থাকে। ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

জ্ঞান-বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা, কূটস্থঃ বিজিত ইন্দ্রিয়ঃ।
যুক্তঃ ইতি উচ্যতে যোগী, সম লোষ্ট্র অশ্ম কাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃৎ মিত্র অরি উদাসীন, মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু।
সাধুষু অপি চ পাপেষু, সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততম্, আত্মানম্ রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্ত আত্মা, নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য, স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ।
ন অতি উচ্ছ্রিতম্ ন অতি নীচম্, চৈল অজিন কুশ উত্তরম্ ॥ ১১
তত্র একাগ্রম্ মনঃ কৃত্বা, যত চিত্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্য আসনে যুঞ্জ্যাৎ, যোগম্ আত্ম বিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমম্ কায় শিরঃ গ্রীবম্, ধারয়ন্ অচলম্ স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকা অগ্রম্ স্বম্, দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্ত আত্মা বিগতভীঃ, ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ, যুক্তঃ আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্ এবম্ সদা আত্মানম্, যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিম্ নির্ব্বাণ পরমাম্, মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ॥ ১৫
ন অতি অশ্নতঃ তু যোগঃ, অস্তি ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ।
ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য, জাগ্রতঃ ন এব চ অর্জ্জুন ॥ ১৬
যুক্ত আহার বিহারস্য, যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য, যোগঃ ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

যাঁহার চিত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়, এবং যিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণকে সমান মনে করেন। সেই যোগী পুরুষকেই যোগারূঢ় অর্থাৎ যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়েন। ৮

যিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য অর্থাৎ কোনরূপ অপকার করা হইয়াছে বলিয়া যে অপকার করে এরূপ ব্যক্তি, বন্ধু, সাধু, অসাধু ও অন্য সকলের প্রতি সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৯

যোগী একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করিয়া দেহ ও চিত্ত সংযত পূর্বক আকাঙ্ক্ষা শূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া নিরন্তর চিত্তকে সমাহিত করিবেন অর্থাৎ সমাধি অভ্যাস করাইবেন। ১০

পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিবে, উহা যেন অতি উচ্ছ বা অতি নিচ না হয়। কুশাসনের উপর মৃগ ও ব্যাঘ্রাদির চর্মের আসন এবং তাহার উপর বস্ত্র স্থাপন করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হয়। ১১

সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়দিগের কার্যকলাপ সংযত করিয়া ও মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য সমাধি বা যোগ অভ্যাস করিবে। ১২

শরীর অর্থাৎ মেরুদণ্ড, মস্তক ও গ্রীবাকে সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ করিয়া স্থির হইয়া আপনার নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অর্থাৎ নিজের শরীরের অন্য দিকসমূহ অবলোকন না করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। ১৩

প্রশান্ত চিত্ত, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অবস্থিত মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া আমাতে অর্থাৎ ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিয়া মৎপরায়ন হইয়া সমাধিস্থ হইবে। ১৪

এই প্রকারে সংযত চিত্তযোগী সর্বদা মনকে সমাহিত করিয়া আমাতে অবস্থিত নির্বাণরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। ১৫

হে অর্জুন! কিন্তু যিনি অত্যধিক ভোজনকারী বা যিনি একান্ত অনাহারী, অত্যন্ত নিদ্রাশীল বা অধিক জাগরণকারী, তাঁহার যোগ সমাধি হওয়া সম্ভব নয়। ১৬

যে ব্যক্তি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত কর্মসমূহের চেষ্টা করেন, যাহার নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করিতে পারেন। ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকন্ততঃ।
যস্মিন্স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩
সঙ্কল্পপ্রভবান্কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

যদা বিনিয়তম্ চিত্তম্, আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্ব কামেভ্যঃ, যুক্তঃ ইতি উচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ, ন ইঙ্গতে সা উপমা স্মৃতা।
যোগিনঃ যতচিত্তস্য, যুঞ্জতঃ যোগম্ আত্মনঃ ॥ ১৯
যত্র উপরমতে চিত্তম্, নিরুদ্ধম্ যোগসেবয়া।
যত্র চ এব আত্মনা আত্মানম্, পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখম্ আত্যন্তিকম্ যৎ তৎ, বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ অতি ইন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চ এব অয়ম্, স্থিতঃ চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যম্ লব্ধা চ অপরম্ লাভম্, মন্যতে ন অধিকম্ ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতঃ ন দুঃখেন, গুরুণা অপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তম্ বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ, বিয়োগম্ যোগ সংজ্ঞিতম্।
সঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ, যোগঃ অনির্ব্বিণ্ণ চেতসা ॥ ২৩
সংকল্প প্রভবান্ কামান্, ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ অশেষতঃ।
মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামম্, বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থম্ মনঃ কৃত্বা, ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতঃ যতঃ নিশ্চরতি, মনঃ চঞ্চলম্ অস্থিরম্।
ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ, আত্মনি এব বশম্ নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্ত মনসম্ হি এনম্, যোগিনম্ সুখম্ উত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসম্, ব্রহ্ম ভূতম্ অকল্মষম্ ॥ ২৭

যখন বিশেষভাবে সংযত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে, তখন সর্ব কামনা বাসনা হইতে মুক্ত যোগী যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। ১৮

বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন বিচলিত হয় না, আত্মযোগ অভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের তাহাই দৃষ্টান্ত জানিবে। ১৯

যে অবস্থায় যোগ অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত নিষ্ক্রিয় হয় এবং যে অবস্থায় আত্মা দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দেখিয়া পরিতোষ লাভ করেন। ২০

যে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অতীত কেবল শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয় আত্মদর্শনজনিত যে সুখ অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। ২১

যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে ইহার অপেক্ষা অধিক সুখকর বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে কোন দুঃখেই বিচলিত হন না। ২২

এইরূপ অবস্থাকেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগ রূপ যোগ বলিয়া জানিবে। এই যোগ নির্বেদ শূন্য চিত্তে বা অবসাদ শূন্য হৃদয়ে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ২৩

সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাসমূহকে নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া যোগী যোগ সাধন করিবেন। ২৪

ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন এবং মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া আর কিছু মাত্রও চিন্তা করিবেন না। ২৫

চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই বশীভূত করিবে। ২৬

প্রশান্তচিত্ত যোগী রজোগুণ বিহীন এবং নিষ্পাপ অর্থাৎ তমোগুণজনিত লয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, তখন এই যোগীগণ পরম সুখ লাভ করেন। ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহঞ্চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

যুঞ্জন্ এবম্ সদা আত্মানম্, যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শম্, অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে ॥ ২৮
সর্ব্ব ভূতস্থম্ আত্মানম্, সর্ব্ব ভূতানি চ আত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্ত আত্মা, সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯
যঃ মাম্ পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বম্ চ ময়ি পশ্যতি।
তস্য অহম্ ন প্রণশ্যামি, সঃ চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
সর্ব্ব ভূতস্থিতম্ যঃ মাম্, ভজতি একত্বম্ আস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি, সঃ যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১
আত্ম উপম্যেন সর্ব্বত্র, সমম্ পশ্যতি যঃ অর্জ্জুন।
সুখম্ বা যদি বা দুঃখম্, সঃ যোগী পরমঃ মতঃ ॥ ৩২

অর্জ্জুন উবাচ

যঃ অয়ম্ যোগঃ ত্বয়া, প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্য অহম্ ন পশ্যামি, চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিম্ স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলম্ হি মনঃ কৃষ্ণ, প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্।
তস্য অহম্ নিগ্রহম্ মন্যে, বায়োঃ ইব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ম্ মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহম্ চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
অসংযত আত্মনা যোগঃ, দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ।
বশ্য আত্মনা তু যততা, শক্যঃ অবাপ্তুম্ উপায়তঃ ॥ ৩৬

এইভাবে মনকে সর্বদা সমাহিত করিয়া নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মরূপ অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ২৮

এইরূপ যোগ যুক্ত ব্যক্তি সর্বভূতে আমাকে অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করেন, এবং সর্বভূতকে আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে দর্শন করেন। ২৯

যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সব কিছু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। ৩০

যে যোগী সর্বভূতস্থিত আমাকে সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ভজনা করেন, তিনি সর্ব অবস্থাতেই আমাতেই অবস্থান করেন। ৩১

হে অর্জুন! যিনি সর্বজীবের সুখ ও দুঃখকে আপনার সহিত তুলনা করিয়া নিজের ন্যায় সমভাবে দর্শন করেন, তিনিই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২

অর্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি যে আত্মার সমতারূপ এই যোগতত্ত্ব উপদেশ করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল তাহাতে এই ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হয় না। ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল, দৃঢ় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক, সেই মনের নিগ্রহ করা বায়ু নিগ্রহের ন্যায় দুঃসাধ্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। ৩৪

শ্রীভগবান বলিলেন, হে মহাবাহো! মন যে দুর্বার ও চঞ্চল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। ৩৫

অসংযত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগসিদ্ধি দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমারও মত। কিন্তু যথার্থ উপায় দ্বারা সাধনে যত্নশীল, সংযত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে মনকে বশীভূত করিয়া যোগ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিন্তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধিদুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

অর্জ্জুন উবাচ
অযতিঃ শ্রদ্ধয়া উপেতঃ, যোগাৎ চলিতমানসঃ
অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিম্, কাম্ গতিম্ কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিৎ ন উভয় বিভ্রষ্টঃ, ছিন্ন অভ্রম্ ইব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠঃ মহাবাহো, বিমূঢ়ঃ ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতৎ মে সংশয়ম্ কৃষ্ণ, ছেত্তুম্ অর্হসি অশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্য অস্য, ছেত্তা ন হি উপপদ্যতে ॥ ৩৯
শ্রীভগবান্ উবাচ
পার্থ ন এব ইহ ন অমুত্র, বিনাশঃ তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ, দুর্গতিম্ তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাম্ লোকান্, উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাম্ শ্রীমতাম্ গেহে, যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনাম্ এব, কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতৎ হি দুর্ল্লভতরম্, লোকে জন্ম যৎ ঈদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তম্ বুদ্ধি সংযোগম্, লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততঃ ভূয়ঃ, সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩
পূর্ব্ব অভ্যাসেন তেন এব, হ্রিয়তে হি অবশঃ অপি সঃ।
জিজ্ঞাসুঃ অপি যোগস্য, শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাৎ যতমানঃ তু, যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ, ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ৪৫

অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাসহকারে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন কিন্তু যত্নের অভাবে তিনি যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়ায় যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হন্? ৩৭

হে মহাবাহো! তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সাধন করিয়া মোক্ষ লাভ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া স্বর্গাদি লাভ হইতেও বঞ্চিত হইলেন। এইরূপ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের মত মধ্যস্থলেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ নষ্ট হয় না কি? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ সর্বতোভাবে ছেদন করিতে তুমিই সমর্থ। কারণ তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের নিবারক আর কেহ নাই। ৩৯

শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই। কারণ, হে বৎস! শুভ কর্মকারী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ৪০

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া বহুবৎসল তথায় বাস করিয়া পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানবান্ যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম, এই জগতে অবশ্যই অতি দুর্লভ। ৪২

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্বজন্মের অভ্যস্ত মোক্ষ বিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান্ হন। ৪৩

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব জন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ সংস্কারবশতঃ যোগ মার্গের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তিনি বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির ফল অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করেন। ৪৪

সেই যোগী পূর্ব জন্মের প্রযত্ন অপেক্ষাও অধিকতর যত্ন করিয়া পাপ মুক্ত হইয়া পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন সংস্কার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া পরমাগতি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ যোগী, জ্ঞানিভ্যঃ অপি মতঃ অধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ যোগী, তস্মাৎ যোগী ভব অর্জ্জুন ॥ ৪৬
যোগিনাম্ অপি সর্ব্বেষাম্, মদ্গতেন অন্তর আত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যঃ মাম্, সঃ মে যুক্ততমঃ মতঃ ॥ ৪৭

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত। অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও। ৪৬

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গত চিত্ত দ্বারা কেবলমাত্র আমারই ভজনা করেন, তিনি সকল সাধকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার মত। ৪৭

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১
জ্ঞানন্তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়ি আসক্তমনাঃ পার্থ, যোগম্ যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ম্ সমগ্রম্ মাম্, যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু ॥ ১
জ্ঞানম্ তে অহম্ সবিজ্ঞানম্, ইদম্ বক্ষ্যামি অশেষতঃ।
যৎ জ্ঞাত্বা ন ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ, জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাম্ সহস্রেষু, কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্, কশ্চিৎ মাম্ বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ, খম্ মনঃ বুদ্ধিঃ এব চ।
অহঙ্কারঃ ইতি ইয়ম্ মে, ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা ॥ ৪
অপরা ইয়ম্ ইতঃ তু অন্যাম্, প্রকৃতিম্ বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাম্ মহাবাহো, যয়া ইদম্ ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্ যোনীনি ভূতানি, সর্ব্বাণি ইতি উপধারয়।
অহম্ কৃৎস্নস্য জগতঃ, প্রভবঃ প্রলয়ঃ তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরম্ ন অন্যৎ, কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বম্ ইদম্ প্রোতম্, সূত্রে মণিগণাঃ ইব ॥ ৭

শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! তুমি আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত ও আমার শরণাগত হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে যেরূপভাবে সর্ববিভূতি সম্পন্ন আমাকে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১

আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞানের কথা অশেষ প্রকারে বলিব, যাহা জানিলে এই শ্রেয়োবিষয়ে পুনরায় আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। ২

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন হয়ত সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন, সেই সিদ্ধিলাভে অভিলাষীদিগের মধ্যেও হাজারের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি হয়ত আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন। ৩

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আমার অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি। ৪

হে মহাবাহো! ইহা আমার অপরা প্রকৃতি, এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি জানিও। ৫

ভূত সমূহ এই দুই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা জানিও। আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। ৬

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে। ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহন্তেষু তে ময়ি ॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাস্তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

রসঃ অহম্ অপ্সু কৌন্তেয়, প্রভা অস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ব বেদেষু, শব্দঃ খে পৌরুষম্ নৃষু ॥ ৮
পুণ্যঃ গন্ধঃ পৃথিব্যাম্ চ, তেজঃ অস্মি বিভাবসৌ।
জীবনম্ সর্ব্ব ভূতেষু, তপঃ চ অস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজম্ মাম্ সর্ব্ব ভূতানাম্, বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাম্ অস্মি, তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্ ॥ ১০
বলম্ বলবতাম্ চ অহম্, কাম রাগ বিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্ম অবিরুদ্ধঃ ভূতেষু, কামঃ অস্মি ভারতর্ষভ ॥ ১১
যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ, রাজসাঃ তামসাঃ চ যে।
মত্তঃ এব ইতি তান্ বিদ্ধি, ন তু অহম্ তেষু তে ময়ি ॥ ১২
ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ, এভিঃ সর্ব্বম্ ইদম্ জগৎ।
মোহিতম্ ন অভিজানাতি, মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্ ॥ ১৩
দৈবী হি এষা গুণময়ী, মম মায়া দুরত্যয়া।
মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে, মায়াম্ এতাম্ তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাম্ দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ, প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়া অপহৃত জ্ঞানাঃ, আসুরম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্ব্বিধাঃ ভজন্তে মাম্, জনাঃ সুকৃতিনঃ অর্জ্জুন।
আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী, জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাম্ জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ, একভক্তিঃ বিশিষ্যতে।
প্রিয়ঃ হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্, অহম্ সঃ চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ববেদের প্রণব (ওঁ), আকাশের শব্দ এবং মানুষের মধ্যে পৌরুষরূপে বিদ্যমান আছি। ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন ও তপস্বিদিগের তপরূপে বিদ্যমান আছি। ৯

হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের মূল বীজ বলিয়া জানিও। আমিই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান ও তেজস্বীদিগের তেজ হই। ১০

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানদিগের কামরাগ শূন্য বল এবং প্রাণিদিগের ধর্মের অবিরোধী কাম অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত গার্হস্থ্য ধর্মের অনুকূল দেহ ধারণাদি বা স্ত্রী পুত্রাদিতে অভিলাষ। ১১

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও। কিন্তু আমি সে সকলের অধীন নহি, তাহারাই আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ১২

পূর্বোক্ত এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা এই সর্ব জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে। মোহিত জীব এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ অক্ষয় আমাকে জানিতে পারে না। ১৩

এই ত্রিগুণময়ী অলৌকিক আমার মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য। যাহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া আমাকেই ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ১৪

যাহারা পাপকর্মা, বিবেকশূন্য ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, যাহারা আসুর ভাব অর্থাৎ দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভজনা করে না। ১৫

হে ভরতর্ষভ অর্জুন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করেন। ১৬

তাহাদিগের মধ্যে সর্বদা আমাতে সামাহিত একমাত্র ভক্তিমান জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ; কেননা আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ১৭

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তন্তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যান্তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধান্তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্হিতান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষান্তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

উদারাঃ সর্ব্বে এব এতে, জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম্।
আস্থিতঃ সঃ হি যুক্ত আত্মা, মাম্ এব অনুত্তমাম্ গতিম্ ॥ ১৮
বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে, জ্ঞানবান্ মাম্ প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ইতি, সঃ মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯
কামৈঃ তৈঃ তৈঃ হৃদজ্ঞানাঃ, প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতাঃ।
তম্ তম্ নিয়মম্ আস্থায়, প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যঃ যঃ যাম্ যাম্ তনুম্ ভক্তঃ, শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম ইচ্ছতি।
তস্য তস্য অচলাম্ শ্রদ্ধাম্, তাম্ এব বিদধামি অহম্ ॥ ২১
সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, তস্য আরাধনম্ ঈহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্, ময়া এব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবৎ তু ফলম্ তেষাম্, তৎ ভবতি অল্প মেধসাম্।
দেবান্ দেবযজঃ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ যান্তি মাম্ অপি ॥ ২৩
অব্যক্তম্ ব্যক্তিম্ আপন্নম্, মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ।
পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ, মম অব্যয়ম্ অনুত্তমম্ ॥ ২৪
ন অহম্ প্রকাশঃ সর্ব্বস্য, যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়ঃ অয়ম ন অভিজানাতি, লোকঃ মাম্ অজম্ অব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদ অহম্ সম অতীতানি, বর্ত্তমানানি চ অর্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি, মাম্ তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন, দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত।
সর্ব্ব ভূতানি সম্মোহম্, সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

ইঁহারা সকলেই মহান্ কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ, ইহাই আমার মত। কারণ জ্ঞানী ভক্ত সর্বোৎকৃষ্ট গতি স্বরূপ আমাকে অবিচলিত চিত্তে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১৮

অনেক জন্মের পরে জ্ঞানী ব্যক্তি "বাসুদেবই সব" এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯

সেই সেই অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান আদি কামনা দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে তাহারা স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া সেই সেই বিহিত নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে। ২০

যে যে সকাম্ ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বক অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমিই অন্তর্য্যামি রূপে সেই সেই ব্যক্তির সেই দেবমূর্ত্তিতে অচল শ্রদ্ধা বিধান করি। ২১

সেই ভক্ত সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে; এবং সেই দেবতার নিকট হইতে আমা কর্তৃকই বিহিত সেই কামনা সমূহ লাভ করিয়া থাকে। ২২

কিন্তু অল্প বুদ্ধি সেই ব্যক্তিদিগের সেই ফল সীমিত ও অস্থায়ী, দেব উপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৩

অবিবেকিগণ আমার অক্ষয় সর্ব উৎকৃষ্ট পরমাত্ম স্বরূপ না জানিয়া অব্যক্তস্বরূপ আমাকে প্রকৃত মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করে। ২৪

আমি যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, অতএব এই মূঢ় লোক আমাকে জন্মমরণরহিত পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ২৫

হে অর্জুন! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয় আমি জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না। ২৬

হে পরন্তপ! সৃষ্টিকালে প্রাণিগণের স্থূল দেহ উৎপন্ন হইলে তাহারা অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে রাগ দ্বেষ জনিত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানহীন হইয়া যায়। তাই আমাকে জানিতে পারে না। ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলম্ ॥ ২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মান্তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

যেষাম্ তু অন্তগতম্ পাপম্, জনানাম্ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্ম্মুক্তা, ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
জরা মরণ মোক্ষায়, মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তৎ বিদুঃ কৃৎস্নম্, অধ্যাত্মম্ কর্ম্ম চ অখিলম্ ॥ ২৯
স অধিভূত অধিদৈবম্ মাম্, স অধিযজ্ঞম্ চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালে অপি চ মাম্, তে বিদুঃ যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

কিন্তু যে সকল পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের পুণ্য কর্মের দ্বারা পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সকল দ্বন্দ্ব মোহশূন্য দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করিয়া থাকেন। ২৮
যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাধনা করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম, সমস্ত আধ্যত্ম বিষয় এবং সমস্ত কর্মতত্ত্বকে জানিতে পারেন। ২৯
যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ ভাবের সহিত আমাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মরণকালেও আমাকেই জানিতে পারেন। ৩০

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ভাবন্ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তন্তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬
তস্মাচ্ছর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

কিম্ তৎ ব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মম্, কিম্ কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতম্ চ কিম্ প্রোক্তম্, অধিদৈবম্ কিম্ উচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথম্ কঃ অত্র, দেহে অস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথম্ জ্ঞেয়ঃ, অসি নিয়ত আত্মভিঃ ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ

অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমম্, স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে।
ভূত ভাব উদ্ভবকরঃ, বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতম্ ক্ষরঃ ভাবঃ, পুরুষ চ অধি দৈবতম্।
অধিযজ্ঞঃ অহম্ এব অত্র, দেহে দেহভৃতাম্ বর ॥ ৪
অন্তকালে চ মাম্ এব, স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবম্, যাতি ন অস্তি অত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যম্ যম্ বা অপি স্মরণ্ ভাবম্, ত্যজতি অন্তে কলেবরম্।
তম্ তম্ এব এতি কৌন্তেয়, সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥ ৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু, মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।
ময়ি অর্পিত মনঃ বুদ্ধিঃ, মাম্ এব এষ্যসি অসংশয়ম্ ॥ ৭

অর্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? ১

হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞ কি? এই দেহে উহা কি প্রকারে অবস্থিত? এবং মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে তোমাকে জানিতে পারেন? ২

শ্রীভগবান বলিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম বলিয়া কথিত হয়। ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! নশ্বর জরা প্রকৃতি অধিভূত, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই অধিদৈব এবং দেহীদের দেহান্তরগত অন্তর্যামি পুরুষরূপে আমিই অধিযজ্ঞ। ৪

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ৫

মৃত্যুর সময়ে যে যেইভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, হে কৌন্তেয়! তিনি সর্বদা সেই ভাবে তন্ময় চিত্ত থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। ৬

অতএব সকল সময় আমাকে চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর, আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

অভ্যাস যোগ যুক্তেন, চেতসা ন অন্য গামিনা।
পরমম্ পুরুষম্ দিব্যম্, যাতি পার্থ অনুচিন্তয়ম্ ॥ ৮
কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্
অণোঃ অণীয়াংসম্ অনুস্মরেৎ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্
আদিত্য বর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসা অচলেন
ভক্ত্যা যুক্তঃ যোগবলেন চ এব।
ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্
সঃ তম্ পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যৎ অক্ষরম্ বেদবিদঃ বদন্তি
বিশন্তি যৎ যতয়ঃ বীতরাগাঃ।
যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি
তৎ তে পদম্ সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১
সর্ব্ব দ্বারাণি সংযম্য, মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধিন্ আধায় আত্মনঃ প্রাণম্, আস্থিতঃ যোগ ধারণাম্ ॥ ১২
ওঁ ইতি এক অক্ষরম্ ব্রহ্ম, ব্র্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্, সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততম্, যঃ মাম্ স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্য অহম্ সুলভঃ পার্থ, নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

হে পার্থ! মনকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া পরম দিব্য পুরুষের ধ্যান করিতে করিতে সাধক সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ৮

সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, অণু হইতেও অতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, মনবুদ্ধির অতীত, সূর্য্যের মত জ্যোতির্ময়, প্রকৃতির অতীত পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন। ৯

তিনি মৃত্যুকালে একাগ্র মনের দ্বারা ভক্তি পূর্বক যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সম্যকরূপে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে সেই দিব্য পরম্ পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ১০

বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, বিষয় আসক্তশূন্য সন্ন্যাসীগণ যাঁহাকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীগণ যাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্তির কথা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। ১১

যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া মস্তকে প্রাণকে স্থাপন করিয়া আত্মসমাধিতে অবস্থিত হইয়া ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে শরীর ত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১২, ১৩

যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরকাল সর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ হইয়। ১৪

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাংস্তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তুভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাচ্ছনাতনঃ ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদন্ততম্ ॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্মব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

মাম্ উপেত্য পুনর্জ্জন্ম, দুঃখ আলয়ম্ অশাশ্বতম্ ।
ন আপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ, সংসিদ্ধিম্ পরমাম্ গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকাঃ, পুন আবর্ত্তিনঃ অর্জ্জুন ।
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬
সহস্র যুগ পর্য্যন্তম্, অহঃ যৎ ব্রহ্মণঃ বিদুঃ ।
রাত্রিম্ যুগ সহস্র অন্তাম্, তে অহঃ রাত্র বিদঃ জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ, প্রভবন্তি অহঃ আগমে ।
রাত্রি আগমে প্রলীয়ন্তে তত্র, এব অব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ সঃ এব অয়ম্, ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্রি আগমে অবশঃ পার্থ, প্রভবতি অহঃ আগমে ॥ ১৯
পরঃ তস্মাৎ তু ভাবঃ অন্যঃ, অব্যক্তঃ অব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু, নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ, তম্ আহুঃ পরমাম্ গতিম্ ।
যম্ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ ধাম পরমম্ মম ॥ ২১
পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ, ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনন্যয়া ।
যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি, যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্ ॥ ২২
যত্র কালে তু অনাবৃত্তিম্, আবৃত্তিম্ চ এব যোগিনঃ ।
প্রয়াতাঃ যান্তি তম্ কালম্, বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩
অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ, ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতাঃ গচ্ছন্তি, ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ॥ ২৪

পরমা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫
হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই ভুবন হইতেই লোক সকল পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ১৬
ব্রহ্মার দেবপরিমিত সহস্র যুগে যে দিন এবং সহস্র দিব্য যুগ পরিমিত যে রাত্রি যাঁহারা জানেন, সেই যোগীরাই দিবারাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। ১৭
ব্রহ্মার দিবা সমাগমে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে পুনরায় তাহা লয় হয়। ১৮
হে পার্থ! সেই সমস্ত প্রাণীগণ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়। ১৯
কিন্তু সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ নিত্য অব্যক্ত যে পদার্থ তাহা সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও নষ্ট হন না। ২০
যাহা অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত হয়, যাহাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাহা আমার পরম স্থান অর্থাৎ আমিই পরমগতি। ২১
হে পার্থ! সমস্ত ভূতই যাহাতে অবস্থিত, যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পরম পুরুষকে কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। ২২
হে ভরতর্ষভ! যে কালে মৃত হইলে যোগীগণ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে কালে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন তাহা বলিতেছি। ২৩
জ্যোতির্ময় অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছয় মাস উত্তরায়ণ-- এর অভিমানিনী দেবতাদের লক্ষিত মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্ম উপাসকগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাচ্ছর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তচ্ছর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ধূমঃ রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ, ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ, যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হি এতে, জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাতি অনাবৃত্তিম্, অন্যয়া আবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬
ন এতে সৃতী পার্থ জানন্, যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু, যোগযুক্তঃ ভব অর্জ্জুন ॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ এব
দানেষু যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিষ্টম্।
অতি এতি তৎ সর্ব্বম্ ইদম্ বিদিত্বা
যোগী পরম্ স্থানম্ উপ এতি চ আদ্যম্ ॥ ২৮

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস– এই সময়ের দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া চন্দ্র লোকে উপস্থিত হইয়া সেইসকল কর্মফল ভোগ করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া আসেন। ২৫

জগতের শুক্ল অর্থাৎ প্রকাশময় ও কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকারময় এই দুইটি পথ আছে। একটির দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় অর্থাৎ আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অপরটি দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয়। ২৬

হে পার্থ! এই মার্গদ্বয় জানিয়া কোনও সাধক মোহগ্রস্ত হন না, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও। ২৭

বেদ পাঠে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানসমূহে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী পুরুষ সেই সমস্ত পুণ্যফল অতিক্রম করেন এবং উৎকৃষ্ট আদ্য স্থান অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ২৮

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১
রাজবিদ্যারাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহন্তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদম্ তু তে গুহ্যতমম্, প্রবক্ষ্যামি অনসূয়বে।
জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতম্ যৎ, জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্, পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্।
প্রত্যক্ষ অবগমম্ ধর্ম্ম্যম্, সুসুখম্ কর্ত্তুম্ অব্যয়ম্ ॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ, ধর্ম্মস্য অস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাম্ নিবর্ত্তন্তে, মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততম্ ইদম্ সর্ব্বম্, জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্ব ভূতানি, ন চ অহম্ তেষু অবস্থিতঃ ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি, পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্।
ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ, মম আত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথা আকাশস্থিতঃ নিত্যম্, বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি, মৎস্থানি ইতি উপধারয় ॥ ৬
সর্ব্ব ভূতানি কৌন্তেয়, প্রকৃতিম্ যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনঃ তানি, কল্পাদৌ বিসৃজামি অহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য, বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামম্ ইমম্ কৃৎস্নম্, অবশম্ প্রকৃতেঃ বশাৎ ॥ ৮

শ্রীভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! তুমি দোষদৃষ্টিবিহীন, এইজন্য তোমাকে অতি গূঢ় বিজ্ঞানের সহিত ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলিতেছি। ইহা অবগত হইলে তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ১

এই আত্মজ্ঞান সকল বিদ্যা ও গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র, সর্বধর্মের ফলস্বরূপ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ। ২

হে পরন্তপ! এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার পথে পরিভ্রমণ করে। ৩

অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত জীবই আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। ৪

তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ সৃষ্টি কৌশল দর্শন কর। এই জীব সকল আমাতে স্থিতি করিতেছে না। আমার আত্মাস্বরূপ জীব সকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও আমি জীবগণে অবস্থিত নহি। ৫

মহান বায়ু যেমন সর্বত্র গমনশীল হওয়া সত্ত্বেও আকাশেই অবস্থান করে, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত, ইহা অনুধাবন কর। ৬

হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এবং সৃষ্টিকালে আমি আবার প্রকৃতির দ্বারা সেই সকল সৃষ্টি করি। ৭

আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া স্বভাববশে এই সমস্ত প্রাক্তন কর্মফল নিমিত্ত ভূত সকল বারবার সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৮

ন চ মাস্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তন্তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সাম যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

ন চ মাম্ তানি কর্ম্মাণি, নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবৎ আসীনম্, অসক্তম্ তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ, সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনা অনেন কৌন্তেয়, জগৎ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাম্ মূঢ়াঃ, মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্।
পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ, মম ভূত মহা ঈশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ, মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ।
রাক্ষসীম্ আসুরীম্ চ এব, প্রকৃতিম্ মোহিনীম্ শ্রিতাঃ ॥ ১২
মহাত্মানঃ তু মাম্ পার্থ, দৈবীম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ।
ভজন্তি অনন্য মনসঃ, জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততম্ কীর্ত্তয়ন্তঃ মাম্, যতন্তঃ চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তঃ চ মাম্ ভক্ত্যা, নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চ অপি অন্যে, যজন্তঃ মাম্ উপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন, বহুধা বিশ্বতঃ মুখম্ ॥ ১৫
অহম্ ক্রতুঃ অহম্ যজ্ঞঃ, স্বধা অহম্ অহম্ ঔষধম্।
মন্ত্রঃ অহম্ অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ অহম্ হুতম্ ॥ ১৬
পিতা অহম্ অস্য জগতঃ, মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যম্ পবিত্রম্ ওঁকারঃ, ঋক্ সাম যজুঃ এব চ ॥ ১৭
গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী, নিবাসঃ শরণম্ সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্, নিধানম্ বীজম্ অব্যয়ম্ ॥ ১৮

হে ধনঞ্জয়! আমাকে সেই সকল কর্ম বন্ধন করিতে পারে না, কারণ আমি সেই সমস্ত কর্মে আসক্ত হই না এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত। ৯

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এই কারণেই জগৎ বিভিন্নরূপে বারবার সৃষ্টি হইয়া থাকে। ১০

অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ পরম তত্ত্ব না জানিয়া আমাকে মনুষ্য দেহধারী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ১১

নিষ্ফলকাম, বিফলকর্মা, বৃথাজ্ঞানী এবং বিচারবিহীন ব্যক্তিগণ রাক্ষসী অর্থাৎ তামসী, অসুরী অর্থাৎ রাজসী এবং মোহিনী অর্থাৎ মোহজনক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২

হে পার্থ! সাত্ত্বিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া মহাত্মাগণ অনন্যমনা হইয়া আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন। ১৩

তাঁহারা সর্বদা আমার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তি পূর্বক নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে আমার উপাসনা করেন। ১৪

কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া, কেহ কেহ নিত্য আত্মাকে আমার সহিত অভিন্নভাবে, কেহ কেহ আমাকে পৃথক ভাবে, কেহ কেহ সর্বময়, সর্বাত্মা আমাকে বিভিন্নভাবে উপাসনা করেন। ১৫

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম। ১৬

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা অর্থাৎ বিধাতা, পিতামহ, বেদ্য অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞেয়, পবিত্র বস্তু, ওঙ্কার, ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ স্বরূপ। ১৭

আমিই গতি, ভর্ত্তা অর্থাৎ পতি, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, রক্ষাকর্তা, সুহৃৎ অর্থাৎ, সৃষ্টি কর্ত্তা, প্রলয়, আধার, লয় স্থান এবং অবিনাশী বীজস্বরূপ। ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্পিতৄন্যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপিমাম্ ॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলন্তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭

তপামি অহম্ অহম্ বর্ষম্, নিগৃহ্লামি উৎসৃজামি চ।
অমৃতম্ চ এব মৃত্যুঃ চ, সৎ অসৎ চ অহম্ অর্জ্জুন ॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যাঃ মাম্ সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা স্বর্গতিম্ প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্র লোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তম্ ভুক্ত্বা স্বর্গ লোকম্ বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকম্ বিশন্তি।
এবম্ ত্রয়ী ধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতম্ কামকামাঃ লভন্তে ॥ ২১
অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাম্, যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাম্ নিত্য অভি যুক্তানাম্, যোগক্ষেমম্ বহামি অহম্ ॥ ২২
যে অপি অন্যদেবতাঃ ভক্তাঃ, যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ।
তে অপি মাম্ এব কৌন্তেয়, যজন্তি অবিধি পূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
অহম্ হি সর্ব্ব যজ্ঞানাম্, ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ।
ন তু মাম্ অভিজানন্তি, তত্ত্বেন অতঃ চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্, পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ, যান্তি মদ্ যাজিনঃ অপি মাম্ ॥ ২৫
পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্, যঃ মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তৎ অহম্ ভক্তি উপহৃতম্, অশ্নামি প্রযত আত্মনঃ ॥ ২৬
যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মৎ অর্পণম্ ॥ ২৭

হে অর্জুন! আমি সূর্য রূপে তাপ দান করি, ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করি ও পুনর্বার বর্ষণও করি। আমিই জীবের জীবন, জীবের মৃত্যু, আমিই নিত্য বিদ্যমান আত্মা, আমিই অনিত্য ব্যক্তরূপ জগৎ স্বরূপ। ১৯

তিন বেদে বর্ণিত যাগ-যজ্ঞানি কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোমরস পান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনা করেন, তাঁহারা স্বর্গে উত্তম দেবভোগ সকল ভোগ করেন। ২০

তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপ বেদত্রয় বিহিত ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের বার বার সংসারে আসিয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। ২১

অনন্য চিত্তে আমার চিন্তা করিতে করিতে যে ব্যক্তিগণ আমার উপাসনা করেন, আমার ধ্যান পূজায় সতত নিয়ত সেই ব্যক্তিগণের যোগ এবং ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর রক্ষণ আমি বহন করি। ২২

হে কৌন্তেয়! যাঁহারা ভক্তিপূর্বক শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্বক অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপক বিধি ব্যতীত আমাকেই পূজা করেন। ২৩

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা। কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলিয়া সংসার সমুদ্রে আবার অধঃপতিত হয়। ২৪

দেবগণের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃ পুরুষগণের উপাসনা করিয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূত-প্রেতাদির পূজা করেন, তাঁহারা ভূত লোকই প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা আমাকেই পূজা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৫

যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তি পূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করেন, আমি সেই শুদ্ধ চিত্ত ভক্তের ভক্তি সহকারে দেয় সেই উপহার প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকি। ২৬

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা ভোজন কর, যাহা নিবেদন কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর। ২৭

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯
অপি চেচ্ছুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

শুভ অশুভ ফলৈঃ এবম্, মোক্ষ্যসে কর্ম্ম বন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস যোগ যুক্ত আত্মা, বিমুক্তঃ মাম্ উপ এষ্যসি ॥ ২৮
সমঃ অহম্ সর্ব্ব ভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যঃ অস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু চ অপি অহম্ ॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারঃ, ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।
সাধুঃ এব সঃ মন্তব্যঃ, সম্যক্ ব্যবসিতঃ হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রম্ ভবতি ধর্ম্ম আত্মা, শশ্বৎ শান্তিম্ নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১
মাম্ হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য, যে অপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ, তে অপি যান্তি পরাম্ গতিম্ ॥ ৩২
কিম্ পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ, ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ তথা।
অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্, ইমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু।
মাম্ এব এষ্যসি যুক্ত্বা, এবম্ আত্মানম্ মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

এইভাবে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ দ্বারা শুভ এবং অশুভ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এইরূপে আমাতে কর্ম সমর্পণ পূর্বক যোগ যুক্ত হইয়া কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ২৮

আমি সকলের প্রতি সমান। আমার অপ্রিয়ও নাই, প্রিয়ও নাই, কিন্তু যাঁহারা ভক্তি যুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ২৯

যদি অতি দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকেও সাধু বলিয়া জানিবে। কারণ তাহার অধ্যবসায় অতি উত্তম। ৩০

সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও। ৩১

হে পার্থ! পাপযোনি সম্ভূত জীবগণ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরম গতি লাভ করেন। ৩২

পবিত্র ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ পরম গতি লাভ করিবেন, তাঁহার আর কথা কি? অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখকর মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই ভজনা কর। ৩৩

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার পরম ভক্ত হইয়া আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এইরূপভাবে আমার মধ্যে আত্মযুক্ত হইলে তুমি আমাকেই লাভ করিবে। ৩৪

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ উবাচ
ভূয়ঃ এব মহাবাহো, শৃণু মে পরমম্ বচঃ।
যৎ তে অহম্ প্রীয়মাণায়, বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ, প্রভবম্ ন মহর্ষয়ঃ।
অহম্ আদিঃ হি দেবানাম্, মহর্ষীণাম্ চ সর্ব্বশঃ ॥ ২
যঃ মাম্ অজম্ অনাদিম্ চ, বেত্তি লোক মহা ঈশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ সঃ মর্ত্ত্যেষু, সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসম্মোহঃ, ক্ষমা সত্যম্ দমঃ শমঃ।
সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ অভাবঃ, ভয়ম্ চ অভয়ম্ এব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ, তপঃ দানম্ যশঃ অযশঃ।
ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাম্, মত্তঃ এব পৃথগ্ বিধাঃ ॥ ৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে, চত্বারঃ মনবঃ তথা।
মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, যেষাম্ লোকে ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬
এতাম্ বিভূতিম্ যোগম্ চ, মম যঃ বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সঃ অবিকম্পেন যোগেন, যুজ্যতে ন অত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

শ্রীভগবান বলিলেন, হে মহাবাহো! পুনরায় তুমি আমার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমারই হিত কামনায় প্রীতিপূর্বক তাহা বলিতেছি। ১

দেবতারা আমার প্রভাব অর্থাৎ উৎপত্তি জানেন না, মহর্ষিরাও উহা জানেন না, কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিদেরও আদি কারণ অর্থাৎ আমিই পুরাণ পুরুষ। ২

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই জীবলোকে মোহ শূন্য হইয়া সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহ মুক্তি, ক্ষমা, সত্য, বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযম, মন সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ ও ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করা, দান যশ অর্থাৎ ধর্মাদি জনিত প্রশংসা, অযশ, প্রাণীগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব অর্থাৎ কার্যগুলি আমা হইতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সকল ভাবের আমিই মূল কারণ। ৪, ৫

সপ্ত মহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী চারিজন মহর্ষি এবং মনুগণ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মনু আমারই প্রভাব ও ঐশ্বর্যের শক্তি সম্পন্ন হইয়া আমারই মানসজাত অর্থাৎ আমারই মনের সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ৬

যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে বাসুদেবই সমস্ত, এইরূপ সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া আমাতেই সমাহিত চিত্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যন্তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজন্তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলোব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

অহম্ সর্ব্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্ব্বম্ প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্, বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মৎ চিত্তাঃ মৎ গতপ্রাণাঃ, বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তঃ চ মাম্ নিত্যম্, তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাম্ সতত যুক্তানাম্, ভজতাম্ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগম্ তম্, যেন মাম্ উপযান্তি তে ॥ ১০
তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্, অহম্ অজ্ঞানজম্ তমঃ।
নাশয়ামি আত্ম ভাবস্থঃ, জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জ্জুন উবাচ

পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম, পবিত্রম্ পরমম্ ভবান্।
পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যম্, আদি দেবম্ অজম্ বিভুম ॥ ১২
আহুঃ ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা।
অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ, স্বয়ম্ চ এব ব্রবীষি মে ॥ ১৩
সর্ব্বম্ এতৎ ঋতম্ মন্যে, যৎ মাম্ বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিম্, বিদুঃ দেবাঃ ন দানবাঃ ॥ ১৪
স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানম্, বেত্থ ত্বম্ পুরুষোত্তম।
ভূত ভাবন ভূতেশ, দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫
বক্তুম্ অর্হসি অশেষেণ, দিব্যাঃ হি আত্ম বিভূতয়ঃ।
যাভিঃ বিভূতিভিঃ লোকান্, ইমান্ ত্বম্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬
কথম্ বিদ্যাম্ অহম্ যোগিন্, ত্বাম্ সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু, চিন্ত্যঃ অসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির হেতু, এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়-ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন। ৮

যাঁহারা মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথা পরস্পরকে বুঝাইয়া এবং সর্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ৯

যাঁহারা সতত আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া প্রীতি পূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। তাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০

তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাহাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানরূপে অন্ধকার নাশ করি। ১১

অর্জুন বলিলেন, তুমি পরব্রহ্ম, পরম ধাম অর্থাৎ আশ্রয়; সকল ঋষিগণ যেমন দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল এবং ব্যাস ইত্যাদি; তোমাকে নিত্য পুরুষ, স্বয়ং প্রকাশ, দেবগণেরও আদি দেব, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপী বিভু বলিয়া থাকেন। তুমিও স্বয়ং আমাকে এইরূপই বলিতেছ। ১২, ১৩

হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বলিয়া মনে করি; কারণ, হে ভগবান্! দেবতা ও মানবগণ কেহই তোমার আবির্ভাব তত্ত্ব জানেন না। ১৪

হে ভূত ভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি আপনা দ্বারা আপনাকে জান অর্থাৎ তোমার স্বরূপ আর কেহ জানে না। ১৫

তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোক সমূহ ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য নিজ বিভূতি সকল তুমিই সম্যকরূপে বলিতে সমর্থ। ১৬

হে যোগিন! কিভাবে সর্বদা চিন্তা করিলে তোমাকে জানিব? হে ভগবান! আমি তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কিভাবে চিন্তা করিব? তাহা বলিয়া দাও। ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চমধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চনরাধিপম্ ॥ ২৭

বিস্তরেণ আত্মনঃ যোগম্, বিভূতিম্ চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিঃ হি, শৃণ্বতঃ ন অস্তি মে অমৃতম্ ॥ ১৮
শ্রীভগবান্ উবাচ
হন্ত তে কথয়িষ্যামি, দিব্যাঃ হি আত্ম বিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ, ন অস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে ॥ ১৯
অহম্ আত্মা গুড়াকেশ, সর্ব্ব ভূত আশয়স্থিতঃ।
অহম্ আদিঃ চ মধ্যম্ চ, ভূতানাম্ অন্তঃ এব চ ॥ ২০
আদিত্যানাম্ অহম্ বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ রবিঃ অংশুমান্।
মরীচিঃ মরুতাম্ অস্মি, নক্ষত্রাণাম্ অহম্ শশী ॥ ২১
বেদানাম্ সামবেদঃ অস্মি, দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাম্ মনঃ চ অস্মি, ভূতানাম্ অস্মি চেতনা ॥ ২২
রুদ্রাণাম্ শঙ্করঃ চ অস্মি, বিত্তেশঃ যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাম্ পাবকঃ চ অস্মি, মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্ ॥ ২৩
পুরোধসাম্ চ মুখ্যম্ মাম্, বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনাম্ অহম্ স্কন্দঃ, সরসাম্ অস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাম্ ভৃগুঃ অহম্, গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম্।
যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞঃ অস্মি, স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্, দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বণাম্ চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাম্ কপিলঃ মুনিঃ ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাম্, বিদ্ধি মাম্ অমৃত উদ্ভবম্।
ঐরাবতম্ গজ ইন্দ্রাণাম্, নরণাম্ চ নর অধিপম্ ॥ ২৭

হে জনার্দন! তুমি পুনরায় আমাকে বিস্তারিত ভাবে তোমার যোগ ও বিভূতি সকল বল। কারণ তোমার অমৃতময় কথা শুনিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১৮

শ্রীভগবান বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। তবে আমার প্রধান প্রধান বিভূতি সকল তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৯

হে গুড়াকেশ! সর্বভূতে হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা আমিই। আমিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ও প্রলয়কর্ত্তা। ২০

আমি আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ২১

সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সমস্ত ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা অর্থাৎ যাহা হইতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় সেই বুদ্ধি বৃত্তি। ২২

রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি পাবক, পর্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু। ২৩

হে পার্থ! পুরোহিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিক, জলাশয়দিগের মধ্যে সাগর। ২৪

মহর্ষীগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি ওঙ্কার, যজ্ঞ সমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, সকল দেবর্ষীগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি। ২৬

অশ্বগণের মধ্যে অমৃত মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া আমাকে জানিও। ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্ব সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয় কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্চনারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬
বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭

আয়ুধানাম্ অহম্ বজ্রম্, ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক্।
প্রজনঃ চ অস্মি কন্দর্পঃ, সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তঃ চ অস্মি নাগানাম্, বরুণঃ যাদসাম্ অহম্।
পিতৃণাম্ অর্য্যমা চ অস্মি, যমঃ সংযমতাম্ অহম্ ॥ ২৯
প্রহ্লাদঃ চ অস্মি দৈত্যানাম্, কালঃ কলয়তাম্ অহম্।
মৃগাণাম্ চ মৃগ ইন্দ্রঃ অহম্, বৈনতেয়ঃ চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০
পবনঃ পবতাম্ অস্মি, রামঃ শস্ত্র ভৃতাম্ অহম্।
ঝষাণাম্ মকরঃ চ অস্মি, স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১
সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ চ, মধ্যম্ চ এব অহম্ অর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্, বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি, দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, ধাতা অহম্ বিশ্বতঃ মুখঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরঃ চ অহম্, উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ চ নারীণাম্, স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্, গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্।
মাসানাম্ মার্গশীর্ষঃ অহম্, ঋতূনাম্ কুসুম আকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতম্ ছলয়তাম্ অস্মি, তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্।
জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্বম্ সত্ত্ববতাম্ অহম্ ॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাম্ বাসুদেবঃ অস্মি, পাণ্ডবানাম্ ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনাম্ অপি অহম্ ব্যাসঃ, কবীনাম্ উশনা কবিঃ ॥ ৩৭

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, সমস্ত গাভীদিগের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রাণিগণের সন্তান উৎপাদক কামও আমিই এবং সর্পগণের মধ্যে আমিই বাসুকি। ২৮

সকল নাগগণের মধ্যে আমি নাগরাজ অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, ধর্মাধর্ম ও পাপ পুণ্যের নিয়ামকগণের মধ্যে আমি যম। ২৯

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

গতিশীলগণের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে আমি রামচন্দ্র, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদী সকলের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

হে অর্জুন! চরাচর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য; বিদ্যা সমূহের মধ্যে আমি ব্রহ্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তর্কসমূহের মধ্যে আমি বাদ। ৩২

সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, সংহারকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, সমুদয় কর্মফলের আমি বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা। ৩৩

সমস্ত হরণকারীদিগের মধ্যে আমিই সর্বগ্রাসী মৃত্যু, ভাবীকালের প্রাণীগণের মধ্যে আমিই স্রষ্টা, নারীগণের মধ্যে আমিই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা নামে সপ্ত দেবতাস্বরূপ। ৩৪

আমি সাম বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু। ৩৫

আমি ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীগণের তেজ, বিজয়িগণের জয়, উদ্যোগিগণের মধ্যে উদ্যম এবং সাত্ত্বিকগণের মধ্যে সদ্‌গুণ। ৩৬

আমি বৃষ্ণি বংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি উশনা অর্থাৎ দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য। ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনঞ্চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজন্তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যচ্ছ্যান্ময়া ভূতঞ্চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০
যদ্যদ্বিভূতিমচ্ছত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

দণ্ডঃ দময়তাম্ অস্মি, নীতিঃ অস্মি জিগীষতাম্।
মৌনম্ চ এব অস্মি গুহ্যানাম্, জ্ঞানম্ জ্ঞানবতাম্ অহম্ ॥ ৩৮
যৎ চ অপি সর্ব্ব ভূতানাম্, বীজম্ তৎ অহম্ অর্জ্জুন।
ন তৎ অস্তি বিনা যৎ স্যাৎ, ময়া ভূতম্ চরাচরম্ ॥ ৩৯
ন অন্তঃ অস্তি মম দিব্যানাম্, বিভূতীনাম্ পরন্তপ।
এষঃ তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ, বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া ॥ ৪০
যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্, শ্রীমৎ ঊর্জ্জিতম্ এব বা।
তৎ তৎ এব অবগচ্ছ ত্বম্, মম তেজঃ অংশসম্ভবম্ ॥ ৪১
অথবা বহুনা এতেন, কিম্ জ্ঞাতেন তব অর্জ্জুন।
বিষ্টভ্য অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্, একাংশেন স্থিতঃ জগৎ ॥ ৪২

আমিই শাসকগণের মধ্যে দণ্ড, জয় অভিলাষীদিগের মধ্যে নীতি, গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে জ্ঞান। ৩৮

হে অর্জুন! যাহা সর্বভূতের বীজ স্বরূপ তাহাও আমিই, আমা ভিন্ন থাকিতে পারে এমন কিছুরই জগতে অস্তিত্ব নাই। ৩৯

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমূহের সীমা নাই, আমি কেবল সংক্ষেপে আমার এই কিছু বিভূতি বিস্তার বর্ণনা করিলাম। ৪০

যে যে বস্তুতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষীযুক্ত কিংবা অতিশয় প্রভাব সম্পন্ন তাহাই আমার শক্তির অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। ৪১

অথবা হে অর্জুন! এত বহু বিস্তার জানিয়া কি প্রয়োজন? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশে মাত্র ধারণ করিয়া আছি। ৪২

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপ-দর্শনযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতিপ্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্বসূনুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

মৎ অনুগ্রহায় পরমম্, গুহ্যম্ অধ্যাত্ম সংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়া উক্তম্ বচঃ তেন, মোহঃ অয়ম্ বিগতঃ মম ॥ ১
ভব অপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্, শ্রুতৌ বিস্তরশঃ ময়া।
ত্বত্তঃ কমল পত্রাক্ষ, মাহাত্ম্যম্ অপি চ অব্যয়ম্ ॥ ২
এবম্ এতৎ যথা আত্থ ত্বম, আত্মানম্ পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্, ঐশ্বরম্ পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তৎ শক্যম্, ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততঃ মে ত্বম্, দর্শয় আত্মানম্ অব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি, শতশঃ অথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি, নানাবর্ণ আকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্য আদিত্যান্ বসূন্, রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতঃ তথা।
বহূনি অদৃষ্ট পূর্ব্বাণি, পশ্য আশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহ একস্থম্ জগৎ কৃৎস্নম্, পশ্য অদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ, যৎ চ অন্যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ৭

অর্জুন বলিলেন– হে ভগবান্, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অতিগুহ্য পুরুষার্থপ্রদ আত্মানাত্ম-বিবেকবিষয়ক যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আপনি বলিলেন, তাহার দ্বারা আমার এই মোহ দূর হইয়াছে। ১

হে পদ্মপলাশলোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় আপনা হইতে হয় এবং আপনার নিরুপাধিক ও সোপাধিক সর্বাত্মত্বাদিরূপ অক্ষয় মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবেই আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। ২

হে পরমেশ্বর, আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম, আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজঃসমন্বিত ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে আমি ইচ্ছা করি। ৩

হে প্রভো, যদি আমি সেই বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য হই, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আমাকে আপনার অব্যয় জগদাত্মরূপ দেখান। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন– হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্যমূর্তি দর্শন কর। ৫

হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং উনপঞ্চাশ বায়ু দর্শন কর এবং বহু অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত বস্তুও আমার বিশ্বরূপে দর্শন কর। ৬

হে অর্জুন, আমার এই বিরাট শরীরে অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা আজ দর্শন কর। ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

ন তু মাম্ শক্যসে দ্রষ্টুম্, অনেন এব স্বচক্ষুষা।
দিব্যম্ দদামি তে চক্ষুঃ, পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবম্ উক্ত্বা ততঃ রাজন্, মহা যোগেশ্বরঃ হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায়, পরমম্ রূপম্ ঐশ্বরম্ ॥ ৯
অনেক বক্ত্র নয়নম্, অনেক অদ্ভুত দর্শনম্।
অনেক দিব্য আভরণম্, দিব্য অনেক উদ্যত আয়ুধম্ ॥ ১০
দিব্য মাল্য অম্বরধরম্, দিব্য গন্ধ অনুলেপনম্।
সর্ব্ব আশ্চর্য্যময়ম্ দেবম্, অনন্তম্ বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্য্য সহস্রস্য, ভবেৎ যুগপৎ উত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ, ভাসঃ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্র একস্থম্ জগৎ কৃৎস্নম্, প্রবিভক্তম্ অনেকধা।
অপশ্যৎ দেব দেবস্য, শরীরে পাণ্ডবঃ তদা ॥ ১৩
ততঃ সঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ, হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবম্, কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত ॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবান্ তব দেব দেহে
সর্ব্বান্ তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণম্ ঈশম্ কমল আসনস্থম্
ঋষীন্ চ সর্ব্বান্ উরগান্ চ দিব্যান্ ॥ ১৫

তুমি নিজের প্রাকৃত স্থূল চক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাকে অপ্রাকৃত জ্ঞানচক্ষু দিতেছি। উহার দ্বারা আমার অঘটনঘটনসামর্থ্যরূপ যোগশক্তি দর্শন কর। ৮

সঞ্জয় বলিলেন– হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহান্ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অর্জুনকে নিজের অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখাইলেন। ৯

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও অনেক নেত্র-যুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতি ও অসংখ্য দিব্য-অলঙ্কার-বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত। ১০

উক্ত বিশ্বরূপ দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বত্র মুখবিশিষ্ট। ১১

যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ সমুদিত হয়, তাহা হইলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে। ১২

তখন অর্জুন সেই দেবদেবের বিরাট শরীরে দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত দেখিলেন। ১৩

অর্জুন সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং অবনত মস্তকে বিশ্বরূপধারী ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন। ১৪

অর্জুন বলিলেন– হে দেব, আপনার এই বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা, চরাচর জগৎ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পসমূহ ও পৃথিবীপদ্মের মেরুকর্ণিকাসনে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনঞ্চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদন্তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তন্ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রন্তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

অনেক বাহু উদর বক্ত্র নেত্রম্
পশ্যামি ত্বাম্ সর্ব্বতঃ অনন্তরূপম্ ।
ন অন্তম্ ন মধ্যম্ ন পুনঃ তব আদিম্
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬
কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্রিণম্ চ
তেজোরাশিম্ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাম্ দুর্নিরীক্ষ্যম্ সমন্তাৎ
দীপ্ত অনল অর্ক দ্যুতিম্ অপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭
ত্বম্ অক্ষরম্ পরমম্ বেদিতব্যম্
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্ ।
ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনঃ ত্বম্ পুরুষঃ মতঃ মে ॥ ১৮
অনাদি মধ্যান্তম্ অনন্ত বীর্য্যম্
অনন্ত বাহুম্ শশি সূর্য্য নেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাম্ দীপ্ত হুতাশবক্ত্রম্
স্বতেজসা বিশ্বম্ ইদম্ তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবা পৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ হি
ব্যাপ্তম্ ত্বয়া একেন দিশঃ চ সর্ব্বাঃ ।
দৃষ্ট্বা অদ্ভুতম্ রূপম্ উগ্রম্ তব ইদম্
লোকত্রয়ম্ প্রব্যথিতম্ মহাত্মন্ ॥ ২০

হে বিশ্বেশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র-বিশিষ্ট আপনার বিরাট মূর্তি দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ, আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি না। ১৬

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়স্বরূপ আপনাকে আমি সর্বত্র দেখিতেছি। ১৭

আপনি পরব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি বিশ্বের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক। আপনি সনাতন পরমাত্মা–ইহাই আমার অভিমত। ১৮

আমি দেখিতেছি, আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; আপনি অনন্তশক্তিশালী ও অসংখ্যবাহুবিশিষ্ট; চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র; আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছেন। ১৯

হে ভগবান্- স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং দশ দিক্ আপনি পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আপনার এই অদ্ভুত উগ্র বিশ্বরূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতিশয় ভীত হইতেছে। ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অমী হি ত্বাম্ সুরসঙ্ঘাঃ বিশন্তি
কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি।
স্বস্তি ইতি উক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাম্ স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১
রুদ্র আদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ
বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুরসিদ্ধ সঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাম্ বিস্মিতাঃ চ এব সর্ব্বে ॥ ২২
রূপম্ মহৎ তে বহু বক্ত্র নেত্রম্
মহাবাহো বহু বাহু উরু পাদম্।
বহূদরম্ বহুদংষ্ট্রা করালম্
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্ ॥ ২৩
নভঃ স্পৃশম্ দীপ্তম্ অনেক বর্ণম্
ব্যাত্ত আননম্ দীপ্ত বিশাল নেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাম্ প্রব্যথিত অন্তরাত্মা
ধৃতিম্ ন বিন্দামি শমম্ চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বা এব কাল অনল সন্নিভানি।
দিশঃ ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগৎ নিবাস ॥ ২৫

কেহ কেহ ভীত হইয়া করজোড়ে আপনার গুণগান করিতেছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'জগতের কল্যাণ হউক' বলিয়া প্রচুর স্তুতিবাক্য দ্বারা আপনার স্তব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভূভারহরণার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ ঐ যুধ্যমান মনুষ্যদেহধারী বসু আদি দেবতাগণ আপনাতেই প্রবেশ করিতেছেন। ২১

রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ, সাধ্য নামক দেবগণ ও বসুগণ, বিশ্ব নামক দেবতাগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও পিতৃগণ এবং হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব, কুবের প্রভৃতি যক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি অসুর ও কপিলাদি সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন। ২২

হে মহাবাহো, বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ ও বহু উদরবিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা ভীষণ আপনার বিরাট বিগ্রহ দেখিয়া সর্ব প্রাণী অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং আমিও অতিশয় ভীত হইয়াছি। ২৩

হে ভগবান্, আপনার আকাশস্পর্শী তেজোময়, নানা বর্ণযুক্ত ও বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে এবং আমি ধৈর্য ও শান্তি পাইতেছি না। ২৪

হে দেবেশ দীর্ঘ দন্ত দ্বারা বিকৃত ও প্রলয়াগ্নিতুল্য আপনার মুখসকল দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে এবং আমি শান্তি পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্সমগ্রান্বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগচ্ছমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

অমী চ ত্বাম্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহ এব অবনি পাল সঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মঃ দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ তথা অসৌ
সহ অস্মদীয়ৈ অপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণাঃ বিশন্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি।
কেচিৎ বিলগ্নাঃ দশন অন্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭
যথা নদীনাম্ বহবঃ অম্বুবেগাঃ
সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ দ্রবন্তি।
তথা তব অমী নর লোকবীরাঃ
বিশন্তি বক্ত্রাণি অভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তম্ জ্বলনম্ পতঙ্গাঃ
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথা এব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ
তব অপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈঃ জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিঃ আপূর্য্য জগৎ সমগ্রম্
ভাসঃ তব উগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

রাজন্যবর্গ সহ ঐ ধার্তরাষ্ট্রগণ এবং মৎপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান যোদ্ধাগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সহিত আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছেন। ২৬
মুখপ্রবিষ্টদিগের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া ভক্ষিত মাংসখণ্ডসমূহের ন্যায় আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইতেছেন, দেখিতেছি। ২৭
যেমন নদীসমূহের বহু জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া দ্রুতবেগে সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ এই বীর পুরুষগণ আপনার সর্বত্র প্রজ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮
যেমন পতঙ্গগণ দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া মরণের জন্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোক সকলও মৃত্যুর নিমিত্ত অতিবেগে আপনার মুখগহ্বরসমূহে প্রবেশ করিতেছেন। ২৯
হে ভগবান্, আপনি আপনার জ্বলন্ত মুখসমূহ দ্বারা দুর্যোধনাদি সকল লোককে গ্রাস করিয়া সর্বদিকে ভক্ষণ করিতেছেন। আপনার তীব্র প্রভা সমগ্র জগৎকে তেজোরাশি দ্বারা পূর্ণ করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণন্তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

আখ্যাহি মে কঃ ভবান্ উগ্ররূপঃ
নমঃ অস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যম্
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১
শ্রীভগবান্ উবাচ
কালঃ অস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ
লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতে অপি ত্বাম্ ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যে অবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২
তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্।
ময়া এব এতে নিহতাঃ পূর্ব্বম্ এব
নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণম্ চ ভীষ্মম্ চ জয়দ্রথম্ চ
কর্ণম্ তথা অন্যান্ অপি যোধবীরান্।
ময়া হতান্ ত্বম্ জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪
সঞ্জয় উবাচ
এতৎ শ্রুত্বা বচনম্ কেশবস্য
কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয়ঃ এব আহ কৃষ্ণম্
সগদ্গদম্ ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ আপনার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন–আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। বর্তমানে লোকসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও বিপক্ষদলে যে বীরগণ আছেন, তাঁহারা কেহই জীবিত থাকিবেন না। ৩২

অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ও যশ লাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা ইহারা পূর্বেই নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়াছি; সেই মৃতদিগকেই তুমি বধ কর। ভীত হইও না; তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিশ্চয়ই জয় করিবে, অতএব যুদ্ধ কর। ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন– ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্বক গদ্গদভাবে অর্জুন বলিলেন। ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

অর্জ্জুন উবাচ
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬
কস্মাৎ চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণঃ অপি আদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগৎ নিবাস
ত্বম্ অক্ষরম্ সৎ অসৎ তৎপরম্ যৎ ॥ ৩৭
ত্বম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্।
বেত্তা অসি বেদ্যম্ চ পরম্ চ ধাম
ত্বয়া ততম্ বিশ্বম্ অনন্তরূপ ॥ ৩৮
বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিঃ ত্বম্ প্রপিতামহঃ চ।
নমঃ নমঃ তে অস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনঃ চ ভূয়ঃ অপি নমঃ নমঃ তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ তে
নমঃ অস্তু তে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্ব।
অনন্ত বীর্য্য অমিত বিক্রমঃ ত্বম্
সর্ব্বম্ সমাপ্নোষি ততঃ অসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

অর্জুন বলিলেন– হে হৃষীকেশ, আপনার মাহাত্ম্যকীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়। কারণ আপনি সর্বাত্মা ও সর্বভূতের সুহৃৎ। রাক্ষসগণ ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতেছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার করিতেছেন। এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত। ৩৬
হে মহাত্মা, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ। আপনাকে সকলে কেন নমস্কার করিবেন না? যাহা ব্যক্ত ও যাহা অব্যক্ত তাহা আপনি এবং এই উভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও আপনি। আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনে অন্য কিছুই নাই। ৩৭
হে অনন্তরূপ, আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম প্রলয়স্থান। যাহা কিছু বেদ্য, তৎসমূহের বেদিতা আপনি। যাহা কিছু বেদ্য, তাহাও আপনি। আপনি পরম ধাম এবং আপনিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ৩৮
আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র। আপনি কশ্যপাদি প্রজাপতিরূপ লোকপিতা এবং পিতামহ ব্রহ্মারও জনক। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আপনাকে পুনরায় নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। ৩৯
হে সর্বাত্মা, আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করিতেছি, আপনাকে পশ্চাতে নমস্কার করিতেছি, আপনাকে সকল দিক হইতেই নমস্কার করিতেছি। হে অনন্তবীর্য, আপনি অসীম বিক্রমশালী। আপনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, অতএব আপনি সর্বস্বরূপ। আপনি ভিন্ন অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানন্তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তচ্ছমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন তচ্ছমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

সখা ইতি মত্বা প্রসভম্ যৎ উক্তম্
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখে ইতি।
অজানতা মহিমানম্ তব ইদম্
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি ॥ ৪১
যৎ চ অব হাসার্থম্ অসৎ কৃতঃ অসি
বিহার শয্যা আসন ভোজনেষু।
একঃ অথবা অপি অচ্যুত তৎসমক্ষম্
তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২
পিতা অসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বম্ অস্য পূজ্যঃ চ গুরুঃ গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমঃ অস্তি অভ্যধিকঃ কুতঃ অন্যঃ
লোকত্রয়ে অপি অপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্।
পিতা ইব পুত্রস্য সখা ইব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অর্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪
অদৃষ্ট পূর্ব্বম্ হৃষিতঃ অস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতম্ মনঃ মে।
তৎ এব মে দর্শয় দেব রূপম
প্রসীদ দেবেশ জগৎ নিবাস ॥ ৪৫

আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জানিয়া প্রমাদহেতু বা প্রণয়বশতঃ আপনাকে সখা ভাবিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, এইরূপ অবিনয়ে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছি। ৪১

এবং হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, একাকী বা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান বা অমর্যাদা করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আপনার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ৪২

হে অমিতপ্রভাব, আপনি এই চরাচর জগতের স্রষ্টা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। অতএব, ত্রিভুবনে আপনার সমান আর কেহ নাই। ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কে হইতে পারে? ৪৩

হে পরমপূজ্যদেব, সেই হেতু আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ৪৪

হে দেব, যাহা পূর্বে আমি দর্শন করি নাই বা অন্য কেহ দর্শন করে নাই, আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার মন ভয়ে ব্যথিত হইয়াছে। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার অতি প্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৫

কিরীটিনং গদিনঞ্চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহন্তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬
শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুন্ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯
সঞ্জয় উবাচ
ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাম্ দ্রষ্টুম্ অহম্ তথা এব।
তেন এব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬
শ্রীভগবান্ উবাচ
ময়া প্রসন্নেন তব অর্জ্জুন ইদম্
রূপম্ পরম্ দর্শিতম্ আত্ম যোগাৎ।
তেজোময়ম্ বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যম্
যৎ মে ত্বৎ অন্যেন ন দৃষ্ট পূর্ব্বম্ ॥ ৪৭
ন বেদ যজ্ঞ অধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ
ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিঃ উগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যঃ অহম্ নৃলোকে
দ্রষ্টুম্ ত্বৎ অন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ
দৃষ্ট্বা রূপম্ ঘোরম্ ঈদৃক্ মম ইদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ ত্বম্
তৎ এব মে রূপম্ ইদম্ প্রপশ্য ॥ ৪৯
ইতি অর্জ্জুনম্ বাসুদেবঃ তথা উক্ত্বা
স্বকম্ রূপম্ দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনম্
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ মহাত্মা ॥ ৫০

হে সহস্রবাহো, আমি আপনাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারিরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তি, এখন আপনি আপনার সেই চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করুন। ৪৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন– হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় ঈশ্বরীয় যোগপ্রভাবে আমার তেজোময়, সমগ্র, অন্তশূন্য এবং আদিভূত ও উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে এই রূপ দর্শন করে নাই। ৪৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যলোকে চতুর্বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞবিজ্ঞান দ্বারা বা দানের দ্বারা বা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মের দ্বারা বা চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যা দ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ কেহ দেখিতে পায় নাই। একমাত্র তুমিই ইহা দর্শন করিলে। ৪৮

আমার এই ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখিয়া তুমি ব্যথিত ও বিমূঢ় হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমার এই সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর পূর্বরূপ দর্শন কর। ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন– শ্রীভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া বসুদেবগৃহে জাত স্বকীয় চতুর্ভুজরূপ তাঁহাকে দেখাইলেন এবং পুনরায় সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। ৫০

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপন্তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপ-দর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বা ইদম্ মানুষম্ রূপম্, তব সৌম্যম্ জনার্দ্দন।
ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ, সচেতাঃ প্রকৃতিম্ গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবান্ উবাচ

সুদুর্দ্দর্শম্ ইদম্ রূপম্, দৃষ্টবান্ অসি যৎ মম।
দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য, নিত্যম্ দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
ন অহম্ বেদৈঃ ন তপসা, ন দানেন ন চ ইজ্যয়া।
শক্যঃ এবং বিধঃ দ্রষ্টুম্, দৃষ্টবান্ অসি মাম্ যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ, অহম্ এবং বিধঃ অর্জ্জুন।
জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ চ তত্ত্বেন, প্রবেষ্টুম্ চ পরন্তপ ॥ ৫৪
মৎ কর্ম্মকৃৎ মৎ পরমঃ, মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্ব ভূতেষু, যঃ সঃ মাম্ এতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

অর্জুন বলিলেন– হে জনার্দন, আপনার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন–তুমি আমার যে অতি দুর্লভদর্শন বিশ্বরূপ দেখিলে দেবতাগণও সদা ইহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ৫২

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, গো-সুবর্ণাদিদান বা পূজার দ্বারা দর্শন করা যায় না। ৫৩

হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে জানিতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করিতে এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষলাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নহে। ৫৪

হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্ম করে, মৎপরায়ণ হয়, আমার ভক্ত হয় ও সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত এবং সমস্ত প্রাণীতে নির্বৈর হয়, সেই ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। ৫৫

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তন্তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

এবম্ সতত যুক্তাঃ যে, ভক্তাঃ ত্বাম্ পর্য্যুপাসতে।
যে চ অপি অক্ষরম্ অব্যক্তম্, তেষাম্ কে যোগ বিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়ি আবেশ্য মনঃ যে মাম্, নিত্য যুক্তাঃ উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া উপেতাঃ, তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ ॥ ২
যে তু অক্ষরম্ অনির্দ্দেশ্যম্, অব্যক্তম্ পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যম্ চ, কূটস্থম্ অচলম্ ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্য ইন্দ্রিয়গ্রামম্, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মাম্ এব, সর্ব্ব ভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪
ক্লেশঃ অধিকতরঃ তেষাম্, অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতিঃ দুঃখম্, দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেন এব যোগেন, মাম্ ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে ॥ ৬
তেষাম্ অহম্ সমুদ্ধর্ত্তা, মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ, ময়ি আবেশিত চেতসাম্ ॥ ৭

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন– হে ভগবান্, এইভাবে নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হইয়া যে সকল অনন্যশরণ ভক্ত সমাহিতচিত্তে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা সমস্ত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সর্বোপাধিরহিত ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, পরমেশ্বরের ভজন দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয় –এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া যাঁহারা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশপূর্বক মচ্চিত্ত হইয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করেন, তাঁহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। ২

কিন্তু যাঁহারা সর্বদা ইষ্ট-ও অনিষ্ট-প্রাপ্তিতে রাগ-ও দ্বেষরহিত, সকল প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়সংযমী, যাঁহারা শব্দাদিপ্রমাণ দ্বারা অপ্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, সর্বব্যাপী, মনের অতীত, কূটস্থ, অচ্যুতস্বরূপ এবং শাশ্বত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৩, ৪

যাঁহাদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদিগকে সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবৎকর্মাদিপরায়ণ সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়; কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। ৫

হে পার্থ, কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক 'আমিই পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য'–এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, মদ্গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে আমি অচিরে উদ্ধার করি। ৬,

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগন্ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিম্ নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময়ি এব, অতঃ ঊর্দ্ধ্বম্ ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অথ চিত্তম্ সমাধাতুম্, ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততঃ, মাম্ ইচ্ছ আপ্তুম্ ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি, মৎ কর্ম্মপরমঃ ভব।
মদর্থম্ অপি কর্ম্মাণি, কুর্ব্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথ এতৎ অপি অশক্তঃ অসি, কর্ত্তুম্ মৎ যোগম্ আশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগম্, ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়ঃ হি জ্ঞানম্ অভ্যাসাৎ, জ্ঞানাৎ ধ্যানম্ বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্ম ফল ত্যাগঃ, ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্ব্ব ভূতানাম্, মৈত্রঃ করুণঃ এব চ।
নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ, সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততম্ যোগী, যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময়ি অর্পিত মনঃ বুদ্ধিঃ, যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকঃ, লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষ অমর্ষ ভয় উদ্বেগৈঃ, মুক্তঃ যঃ সঃ চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ, উদাসীনঃ গতব্যথঃ।
সর্ব্ব আরম্ভ পরিত্যাগী, যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভ অশুভ পরিত্যাগী, ভক্তিমান্ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ করিলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয়ই মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৮

হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর। ৯

যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তবে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও। কারণ আমার কর্ম করিতে করিতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিবে। ১০

আর যদি ইহাও করিতে অক্ষম হও, তবে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক আমাতে সর্বকর্ম-সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া সর্বপ্রকার কর্মের ফলত্যাগ কর। ১১

অবিবেকপূর্বক অভ্যাস অপেক্ষা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয় উৎকৃষ্ট। এই প্রকার আত্মনিশ্চয় অপেক্ষা জ্ঞানপূর্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানপূর্বক ধ্যান হইতে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কর্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেই সহেতুক সংসার নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখে আসক্তি ও দুঃখে দ্বেষ বর্জিত, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৩, ১৪

যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ ও বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান-ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৬

যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নামক দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ, তথা মান অপমানয়োঃ।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখেষু, সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্য নিন্দা স্তুতিঃ মৌনী, সন্তুষ্টঃ যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ নরঃ ॥ ১৯
যে তু ধর্ম্ম অমৃতম্ ইদম্, যথা উক্তম্ পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ, ভক্তাঃ তে অতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

যিনি আসক্তিহীন এবং শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে অবিচলিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে ও দুঃখে নির্বিকার, পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি, প্রশংসায় হর্ষ ও নিন্দায় বিষাদশূন্য সুতরাং সংযতবাক্, সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট এবং নির্দিষ্টবাসস্থানহীন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৮, ১৯

যে-সকল মৎপরায়ণ ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্ম উক্ত প্রকারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাধন এবং পূর্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই আমার অতীব প্রিয়। ২০

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানংমতং মম ॥ ৩
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্চযদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তচ্ছমাসেন মে শৃণু ॥ ৪
ঋষিভির্বহুধা গীতঞ্ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব, ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্ বেদি তুম্ ইচ্ছামি, জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ কেশব ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদম্ শরীরম্ কৌন্তেয়, ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে।
এতৎ যঃ বেত্তি তম্ প্রাহুঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২
ক্ষেত্রজ্ঞম্ চ অপি মাম্ বিদ্ধি, সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানম্, যৎ তৎ জ্ঞানম্ মতম্ মম ॥ ৩
তৎ ক্ষেত্রম্ যৎ চ যাদৃক্, চ যৎ বিকারি যতঃ চ যৎ।
সঃ চ যঃ যৎ প্রভাবঃ চ, তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪
ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্, ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈঃ চ এব, হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫
মহাভূতানি অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ অব্যক্তম্ এব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশ একম্ চ, পঞ্চ চ ইন্দ্রিয় গোচরাঃ ॥ ৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখম্ দুঃখম্, সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রম্ সমাসেন, সবিকারম্ উদাহৃতম্ ॥ ৭

অর্জুন কহিলেন– হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়–এই সকল আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন– হে অর্জুন, এই ভোগায়তন শরীররূপী দৃশ্যটিকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীর সম্পর্কে জানেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ২

হে অর্জুন, একমাত্র আমাকেই সমস্ত প্রকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, কারণ এই প্রকার জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান। ৩

সেই ক্ষেত্র যাহা ও যে প্রকার, যাদৃশ ধর্মযুক্ত, যেরূপ বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যেভাবে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা ও যেরূপ উপাধিকৃত শক্তিশালী তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্য বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের নানা শাখাতেও এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দের দ্বারা বিভিন্নভাবে গীত হইয়াছে এবং যুক্তিযুক্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক বেদ-বাক্যসমূহ দ্বারা এই তত্ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ৫

পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, মহাভূতের কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ মূলা প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় স্থূল পঞ্চভূত এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহ-সংঘাত ও দেহ-সংঘাতে অভিব্যক্ত চেতনা ও ধৃতি–এই সকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ৬,৭

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখ দোষানুদর্শনম্ ॥ ৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বন্তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তচ্ছর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরঞ্চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭

অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্, অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম্।
আচার্য্য উপাসনম্ শৌচম্, স্থৈর্য্যম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, দুঃখ দোষ অনুদর্শনম্ ॥ ৯
অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ, পুত্রদার গৃহাদিষু।
নিত্যম্ চ সমচিত্তত্বম্, ইষ্ট অনিষ্ট উপপত্তিষু ॥ ১০
ময়ি চ অনন্য যোগেন, ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশ সেবিত্বম্, অরতিঃ জনসংসদি ॥ ১১
অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বম্, তত্ত্ব জ্ঞান অর্থদর্শনম্।
এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্, অজ্ঞানম্ যৎ অতঃ অন্যথা ॥ ১২
জ্ঞেয়ম্ যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম, ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে ॥ ১৩
সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ তৎ, সর্ব্বতঃ অক্ষি শিরঃ মুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে, সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪
সর্ব্ব ইন্দ্রিয় গুণ আভাসম্, সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তম্ সর্ব্বভৃৎ চ এব, নির্গুণম্ গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫
বহিঃ অন্তঃ চ ভূতানাম্, অচরম্ চরম্ এব চ।
সুক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ম্, দূরস্থম্ চ অন্তিকে চ তৎ ॥ ১৬
অবিভক্তম্ চ ভূতেষু, বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তৎ জ্ঞেয়ম্, গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭

উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, প্রাণি-পীড়নে অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তঃশৌচ, মোক্ষমার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সন্মার্গে পরিচালনা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি, অভিমান-শূন্যতা; জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃপুনঃ দোষদর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভপ্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সাম্যভাব, ভগবান্‌ই একমাত্র গতি–এই নিশ্চিত বুদ্ধির দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, নির্জন বাস, প্রাকৃত জনের সংসর্গত্যাগ, আত্মানাত্মবিবেক, জ্ঞানে নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন– এইগুলি আত্মজ্ঞানের সাধন বলিয়া কথিত হয়। ইহার বিপরীত মানিত্ব ও দাম্ভিকতাদি অজ্ঞান বলিয়া জ্ঞেয় এবং সংসার প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া পরিহার্য। ৮-১২

হে অর্জুন, যাহা জ্ঞাতব্য, যাহা জানিয়া অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহা তোমাকে বলিব। তিনি আদিহীন পরব্রহ্ম। তিনি সৎশব্দ ও সৎপ্রত্যয়ের অগোচর এবং অসৎশব্দ ও অসৎ প্রত্যয়েরও অগোচর। কারণ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই সৎ বা অসৎ শব্দ প্রত্যয়ের গোচর হয়; কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। ১৩

তিনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। সকল শরীরের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ তাঁহার হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ এবং মস্তক ও মুখ। ১৪

সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, তবুও তিনি ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবুও তিনি সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত। কেবল তিনি সকল প্রকৃতির গুণের অতীত, তারপরেও তিনি সকল প্রকার গুণের ঈশ্বর। অন্তরিন্দ্রিয়ের ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্যসমূহের দ্বারা তিনি অবভাসিত হন। তিনি ত্রিগুণরহিত, অথচ তিনি মায়া দ্বারা ত্রিগুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধা। ১৫

তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানীর অজ্ঞাত বলিয়া অতিদূরে এবং আত্ম-স্বরূপে জ্ঞাত বলিয়া জ্ঞানীর অতি নিকটে। ১৬

ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সর্বভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। রজ্জু যেরূপ কল্পিত সর্পাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেইরূপ তিনি সর্বভূতের পালক, সংহারক ও স্রষ্টা। ১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮
ইতি ক্ষেত্রন্তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২২
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬
যাবচ্ছঞ্জায়তে কিঞ্চিচ্ছত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭

জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ, তমসঃ পরম্ উচ্যতে।
জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগম্যম্, হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮
ইতি ক্ষেত্রম্ তথা জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্ চ উক্তম্ সমাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায়, মদ্ভাবায় উপপদ্যতে ॥ ১৯
প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব, বিদ্ধি অনাদী উভৌ অপি।
বিকারান্ চ গুণান্ চ এব, বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥ ২০
কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে, হেতুঃ প্রকৃতিঃ উচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাম্, ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে ॥ ২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ হি, ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণম্ গুণসঙ্গঃ অস্য, সৎ অসৎ যোনি জন্মসু ॥ ২২
উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ, ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরম্ আত্মা ইতি চ অপি উক্তঃ, দেহে অস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩
যঃ এবম্ বেত্তি পুরুষম্, প্রকৃতিম্ চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্তমানঃ অপি, ন সঃ ভূয়ঃ অভিজায়তে ॥ ২৪
ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি, কেচিৎ আত্মানম্ আত্মনা
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, কর্ম্ম যোগেন চ অপরে ॥ ২৫
অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ, শ্রুত্বা অন্যেভ্যঃ উপাসতে।
তে অপি চ অতিতরন্তি এব, মৃত্যুম্ শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥ ২৬
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ, সত্ত্বম্ স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ, তৎ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭

ব্রহ্ম আদিত্যাদি জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতিঃ এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৮

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হইল। আমার ভক্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মভাবলাভে সমর্থ হন। ১৯

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। বুদ্ধ্যাদি দেহেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিকারসমূহ এবং সুখ-দুঃখ ও মোহাত্মক গুণসমূহ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। ২০

প্রকৃতি কার্য এবং করণের উৎপত্তির কারণ এবং পুরুষ সুখ ও দুঃখসমূহের উপলব্ধির কারণ বলিয়া কথিত হন। ২১

পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখ-কার্য-কারণরূপে পরিণত ও মোহাকারে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন। এই সকল গুণেতে আত্মভাবই পুরুষের দেবাদি সৎ জন্ম ও পশ্বাদি অসৎ জন্ম ও সদসদ্‌যোনিরূপ মনুষ্য-জন্ম-গ্রহণের প্রধান কারণ। ২২

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী বলিয়া এবং অনুমোদনকর্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর পরমাত্মারূপেতে শ্রুতিতে উক্ত হন, সেই পুরুষোত্তমই এই দেহে বর্তমান আছেন, অর্থাৎ উপলব্ধ হন। ২৩

যিনি পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মভাবে জানেন ও সকল বিকারের সহিত অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া জানেন, যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান হইয়াও তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না। ২৪

কেহ কেহ ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণ সহায় বুদ্ধিতে সাক্ষীভূত প্রত্যক্ চৈতন্যকে দর্শন করেন। অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং অপর কেহ কেহ কর্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন। ২৫

অপর কেহ কেহ এইরূপে আত্মাকে জানিতে না পারিয়া আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্বক উপাসনা করেন। তাঁহারাও গুরুদত্ত উপদেশ নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়া এই মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন। ২৬

হে অর্জুন, যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয়, জানিবে। ২৭

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮
সমং পশ্যন্হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানন্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সমম্ সর্ব্বেষু ভূতেষু, তিষ্ঠন্তম্ পরম্ ঈশ্বরম্।
বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তম্, যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥ ২৮
সমম্ পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র, সম্ অবস্থিতম্ ঈশ্বরম্
ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানম্, ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ২৯
প্রকৃত্যা এব চ কর্ম্মাণি, ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথা আত্মানম্, অকর্ত্তারম্ সঃ পশ্যতি ॥ ৩০
যদা ভূত পৃথগ্ ভাবম্, একস্থম্ অনুপশ্যতি।
ততঃ এব চ বিস্তারম্, ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১
অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ, পরমাত্মা অয়ম্ অব্যয়ঃ।
শরীরস্থঃ অপি কৌন্তেয়, ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২
যথা সর্ব্বগতম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ, আকাশম্ ন উপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ দেহে, তথা আত্মা ন উপলিপ্যতে ॥ ৩৩
যথা প্রকাশয়তি একঃ, কৃৎস্নম্ লোকম্ ইমম্ রবিঃ।
ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নম্, প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্, অন্তরম্ জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূত প্রকৃতি মোক্ষম্ চ, যে বিদুঃ যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

যিনি বিনাশশীল, সর্বভূতে নির্বিশেষভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী। ২৮

সেই সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলিয়া নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ২৯

কায়মনোবাক্য দ্বারা কৃত সকল কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে সম্পাদিত এবং আত্মাকে সর্বোপাধিবিবর্জিত বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী। ৩০

যখন তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভূতসমূহকে আত্মাতেই একত্র অবস্থিত দর্শন করেন এবং সেই আত্মা হইতেই ভূতসকলের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন। ৩১

হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া অব্যয়। সেই হেতু তিনি শরীরসমূহে অবস্থিত হইলেও কোন কর্ম করেন না। সুতরাং কখনও কোন কর্মফলে লিপ্ত হন না। ৩২

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সকল পদার্থে অবস্থিত হইয়াও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সকলপ্রকার দেহে থাকিয়াও আত্মা দৈহিক গুণ বা দোষে কখনও লিপ্ত হন না। ৩৩

হে ভারত, যেরূপ একমাত্র সূর্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেন, সেইরূপ এক পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তিনি কখনও প্রকাশ্য ক্ষেত্রের ধর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। ৩৪

যাঁহারা উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ জানেন এবং ভূতসমূহের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁহারা পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩৫

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়-বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২
মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানান্ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরম্ ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, জ্ঞানানাম্ জ্ঞানম্ উত্তমম্।
যৎ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে, পরাম্ সিদ্ধিম্ ইতঃ গতাঃ ॥ ১
ইদম্ জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য, মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ।
সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২
মম যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম, তস্মিন্ গর্ভম্ দধামি অহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্ব ভূতানাম্, ততঃ ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয়, মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাম্ ব্রহ্ম মহৎ যোনিঃ, অহম্ বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি, গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো, দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বম্ নির্ম্মলত্বাৎ, প্রকাশকম্ অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি, জ্ঞানসঙ্গেন চ অনঘ ॥ ৬
রজঃ রাগাত্মকম্ বিদ্ধি, তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তৎ নিবধ্নাতি কৌন্তেয়, কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ কহিলেন– ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্বোধ্য। সেই হেতু সর্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলিব। এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ দেহত্যাগের পর মুক্তিলাভ করেন। ১

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুনিগণ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা আর সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও লীন হন না। ২

হে ভারত, মহৎ নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ। ইহাতে আমি গর্ভাধান করি। সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি হয়। ৩

হে কৌন্তেয়, দেব, পিতৃ, মনুষ্য ও পশ্বাদি যোনিতে যে-সকল দেহ উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত প্রকৃতি তাহাদের জননী এবং আমি তাহাদের গর্ভাধানকর্তা পিতা। ৪

হে মহাবাহো, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ–এই গুণত্রয় পরমার্থতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দেহাভিমান দ্বারা শরীরে আবদ্ধ করে। ৫

হে নিষ্পাপ, এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্ফটিকমণির ন্যায় নির্মল, স্বচ্ছ চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ বলিয়া নিরুপদ্রব ও প্রকাশক। এই সত্ত্বগুণ 'আমি সুখী' এইরূপ সুখাসক্তি এবং 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আত্মাকে যেন আবদ্ধ করে। ৬

হে কৌন্তেয়, রজোগুণ রাগাত্মক। ইহা অপ্রাপ্তের অভিলাষ ও প্রাপ্তবিষয়ে মনের প্রীতির উৎপাদক বলিয়া জানিবে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের নিমিত্ত কর্মে আসক্তি দ্বারা ইহা আত্মাকে যেন আবদ্ধ করে, অর্থাৎ যেন 'আমি করি'–এই অভিমান দ্বারা কর্মে প্রবর্তিত করে। ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বন্তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানন্তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাচ্ছঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

তমঃ তু অজ্ঞানজম্ বিদ্ধি, মোহনম্ সর্ব্ব দেহিনাম্।
প্রমাদ আলস্য নিদ্রাভিঃ, তৎ নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বম্ সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ, প্রমাদে সঞ্জয়তি উত ॥ ৯
রজঃ তমঃ চ অভিভূয়, সত্ত্বম্ ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বম্ তমঃ চ এব, তমঃ সত্ত্বম্ রজঃ তথা ॥ ১০
সর্ব্ব দ্বারেষু দেহে অস্মিন্, প্রকাশঃ উপজায়তে।
জ্ঞানম্ যদা তদা বিদ্যাৎ, বিবৃদ্ধম্ সত্ত্বম্ ইতি উত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ, কর্ম্মণাম অশমঃ স্পৃহা।
রজসি এতানি জায়ন্তে, বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ, প্রমাদঃ মোহঃ এব চ।
তমসি এতানি জায়ন্তে, বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু, প্রলয়ম্ যাতি দেহভৃৎ।
তদা উত্তমবিদাম্ লোকান্, অমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ম্ গত্বা, কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনঃ তমসি, মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য আহুঃ, সাত্ত্বিকম্ নির্ম্মলম্ ফলম্।
রজসঃ তু ফলম্ দুঃখম্, অজ্ঞানম্ তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্, রজসঃ লোভঃ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসঃ, ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব চ ॥ ১৭
উর্দ্ধম্ গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ, মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থাঃ, অধঃ গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

হে ভারত, তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন এবং দেহধারিগণের মোহজনক জানিবে। উহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা আত্মাকে দেহে যেন বদ্ধ করে, নির্বিকার আত্মাকে যেন বিকারপ্রাপ্ত করে। ৮

হে ভারত, সত্ত্বগুণ সাধ্য বিষয়ে ও রজোগুণ সাধ্য কর্মে জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ সত্ত্বকৃত বিবেককে আবৃত করিয়া জীবকে প্রমাদ ও আলস্য প্রভৃতিতে নিমজ্জিত করে। ৯

হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। ১০

যখন এই ভোগায়তন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন জানিবে যে সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে। ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণ যখন বৃদ্ধি পায় তখন সমস্ত লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম ও দুর্দমনীয় স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ১২

হে কুরুনন্দন কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্তব্যে অবহেলা ও মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে জন্মে। ১৩

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করিলে হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকদিগের সুখময় ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করে। ১৪

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্মভূমি মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ়জন্ম প্রাপ্ত হয়। ১৫

শিষ্টগণ বলেন—সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা। ১৬

রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করার পর সত্ত্বগুণ হতে সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান জন্মে। সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভবের পর রজোগুণ হতে লোভপ্রবৃত্ত্যাদি জাত হয়। আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিলে তাহা হতে অবিবেক, অনবধানতা ও মূঢ়তা উৎপন্ন হয়। ১৭

সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তিগণ দেবলোকাদিতে গমন করেন, রজোগুণী ব্যক্তিগণ দুঃখবহুল মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং জঘন্যগুণবৃত্তিতে স্থিত তামসিক ব্যক্তিগণ পশ্বাদি হীন জন্মলাভ করে। ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্তে ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্সমতীত্যৈতান্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ত্রিগুণত্রয়-বিভাগযোগো নামক চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

ন অন্যম্ গুণেভ্যঃ কর্ত্তারম্, যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি।
গুণেভ্যঃ চ পরম্ বেত্তি, মদ্ভাবম্ সঃ অধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্, দেহী দেহ সমুদ্ভবান্।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈঃ, বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥ ২০
অর্জ্জুন উবাচ
কৈঃ লিঙ্গৈঃ ত্রীন্ গুণান্ এতান্, অতীতঃ ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথম্ চ এতান্, ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে ॥ ২১
শ্রীভগবান্ উবাচ
প্রকাশম্ চ প্রবৃত্তিম্ চ, মোহম্ এব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি, ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবৎ আসীনঃ, গুণৈঃ যঃ ন বিচাল্যতে।
গুণাঃ বর্ত্তন্তে ইতি এব, যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে ॥ ২৩
সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ, সম লোষ্ট্র অশ্ম কাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয় অপ্রিয়ঃ ধীরঃ, তুল্য নিন্দা আত্ম সংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মান অপমানয়োঃ তুল্যঃ, তুল্যঃ মিত্র অরিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্ব আরম্ভ পরিত্যাগী, গুণাতীতঃ সঃ উচ্যতে ॥ ২৫
মাম্ চ যঃ অব্যভিচারেণ, ভক্তি যোগেন সেবতে।
সঃ গুণান্ সমতীত্য এতান্, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬
ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্, অমৃতস্য অব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য, সুখস্য ঐকান্তিদকস্য চ ॥ ২৭

যখন জীব কার্য-কারণ-বিষয়াকারে পরিণত ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্তা বলিয়া দেখেন না এবং ত্রিগুণের অতীত ও তাহাদের কার্যসমূহের সাক্ষী আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ অধিগত হন। ১৯

দেহোৎপত্তির কারণ এই অবিদ্যাময় গুণত্রয় অতিক্রম করিলে জীব জন্ম, মৃত্যু ও জরা-রূপ দুঃখ হইতে জীবনকালেই বিমুক্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। ২০

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন–হে ভগবান্, গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাঁহার আচরণ কিরূপ এবং কি উপায়ে তিনি গুণাতীত হন? ২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন– হে পাণ্ডব, গুণত্রয়ের কার্য প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সকলের নিবৃত্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই গুণাতীত। ২২

উদাসীন ব্যক্তি যেমন কাহারো পক্ষ অবলম্বন করেন না, সেইরূপ যিনি গুণকার্যের দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনরূপ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন না এবং গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত এইরূপ জানিয়া কূটস্থ জ্ঞানেই অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন ও আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তিনিই গুণাতীত। ২৩

যিনি সুখে ও দুঃখে রাগদ্বেষশূন্য এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁহার সমবুদ্ধি, সেই ধীর ব্যক্তিই গুণাতীত। ২৪

যিনি সম্মান ও অপমানে নির্বিকার, যিনি শত্রুপক্ষে নিগ্রহ ও মিত্রপক্ষে অনুগ্রহ করেন না, যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট ফলার্থ সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দেহধারণোপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ২৫

যে নিষ্কাম কর্মী ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত সর্বান্তর্যামী নারায়ণকে উপাসনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন। ২৬

কারণ, আমি অব্যয়, অমৃত, সনাতন, জ্ঞানযোগরূপ ধর্মপ্রাপ্য ও অব্যভিচারী সুখস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমি নিত্য, অমৃতের প্রতিষ্ঠা, আমি শাশ্বত, সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। আমি ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা পদে আশ্রয়, অবলম্বন, স্থিতি-স্থান বুঝায়। ২৭

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

ততঃ পদন্তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্নতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ
ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃ শাখম্, অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি, যঃ তম্ বেদ সঃ বেদবিৎ ॥ ১
অধঃ চ ঊর্দ্ধম্ প্রসৃতাঃ তস্য শাখাঃ
গুণ প্রবৃদ্ধাঃ বিষয় প্রবালাঃ।
অধঃ চ মূলানি অনুসন্ততানি
কর্ম্ম অনুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২
ন রূপম্ অস্য ইহ তথা উপলভ্যতে
ন অন্তঃ ন চ আদিঃ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থম্ এনম্ সুবিরূঢ় মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদম্ তৎ পরিমার্গিতব্যম্
যস্মিন্ গতাঃ ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তম্ এব চ আদ্যম্ পুরুষম্ প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই সংসাররূপ মায়াময় বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মে; হিরণ্যগর্ভাদি শাখা নিম্ন দিকে ও কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমুদয় ইহার পত্র। এই অনাদি সংসারকে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র অশ্বত্থ বলিয়া থাকেন। যিনি এই প্রকার সংসার বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ। ১

এই সংসাররূপ অশ্বত্থের শাখাসমূহ গুণত্রয়দ্বারা বর্ধিত ও বিষয়রূপ প্রবালবিশিষ্ট এবং অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত। দেবলোকাদি অপেক্ষা নিম্নে মনুষ্যলোকে ইহার ধর্মাধর্মজনক মূলসমূহ অধোদেশে প্রসারিত হইয়াছে। ২

ইহলোকে এই সংসাররূপ অশ্বত্থের উক্তপ্রকার রূপ উপলব্ধ হয় না, কারণ স্বপ্ন-মরীচিকার ন্যায় ইহা দৃষ্ট-নষ্টস্বরূপ। এই সংসারের আরম্ভ নাই, কারণ ইহা অনাদি। ইহার অন্ত নাই, কারণ ইহা ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য, অন্য প্রকারে নাশ্য নহে, এবং ইহার মধ্যও জানা যায় না; কারণ ইহা প্রমাণগম্য নয়, প্রতীতিমাত্র। এই দৃঢ়মূল সংসার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরমপদের অন্বেষণ করিতে হয়। যাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার প্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি ব্রহ্মপুরুষেরই শরণাপন্ন হই। ৩, ৪

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ন্তৎ ॥ ৫
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
শোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
যদাদিত্যগতন্তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমামকম্ ॥ ১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

নির্ম্মানমোহাঃ জিত সঙ্গ দোষাঃ
অধ্যাত্ম নিত্যাঃ বিনিবৃত্ত কামাঃ।
দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈঃ
গচ্ছন্তি অমূঢ়াঃ পদম্ অব্যয়ম্ তৎ ॥ ৫
ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যঃ, ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ।
যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ ধাম পরমম্ মম ॥ ৬
মম এব অংশঃ জীবলোকে, জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি, প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭
শরীরম্ যৎ অবাপ্নোতি, যৎ চ অপি উৎক্রামতি ঈশ্বরঃ।
গৃহীত্বা এতানি সংযাতি, বায়ুঃ গন্ধান্ ইব আশয়াৎ ॥ ৮
শ্রোত্রম্ চক্ষুঃ স্পর্শনম্ চ, রসনম্ ঘ্রাণম্ এব চ।
অধিষ্ঠায় মনঃ চ অয়ম্, বিষয়ান্ উপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তম্ স্থিতম্ বা অপি, ভূঞ্জানম্ বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম্, পশ্যন্তি আত্মনি অবস্থিতম্।
যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ, ন এনম্ পশ্যন্তি অচেতসঃ ॥ ১১
যৎ আদিত্যগতম্ তেজঃ, জগৎ ভাসয়তে অখিলম্।
যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ, তৎ তেজঃ বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২
গাম্ আবিশ্য চ ভূতানি, ধারয়ামি অহম্ ওজসা।
পুষ্ণামি চ ওষধীঃ সর্ব্বাঃ, সোমঃ ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অহঙ্কাররহিত ও অবিবেকশূন্য, আসক্তিদোষজয়ী, পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠ, বাসনাবর্জিত, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, অজ্ঞানশূন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ সেই পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ৫

যাঁহাকে লাভ করিলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহা চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না তাঁহাই আমার পরম ব্রহ্মপদ। ৬

কারণ সংসারে কর্তাভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব আমারই সনাতন অংশ। দেহাদিসংঘাতের প্রভু জীব যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন কর্ণবিবরাদিস্থানে অবস্থিত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে। বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি হইতে গন্ধ আহরণ করে, জীব সেইরূপ শরীরান্তর গ্রহণকালে পূর্বদেহ হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংস্কার সঙ্গে লইয়া যায়; অর্থাৎ পূর্বদেহের ইন্দ্রিয়াদি নূতন দেহে প্রবেশ করে। ৭, ৮

দেহস্থিত জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকা আশ্রয় করিয়া রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়কে মনের সাহায্যে উপভোগ করে। ৯

যিনি দেহান্তরে গমন করেন, যিনি শরীরে অবস্থানপূর্বক বিষয় ভোগ করেন বা যিনি ত্রিগুণের পরিণাম সুখ-দুঃখ ও মোহের সহিত সংযুক্ত হন, সেই জীবাত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে পারে না; কারণ তাহাদের মন বিষয়-আকর্ষণের দ্বারা বহির্মুখী। কিন্তু অন্তর্মুখী জ্ঞানীগণই শাস্ত্রজ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা সেই আত্মাকে অবগত হন। ১০

সমাহিতচিত্ত যোগীগণ এই আত্মাকে স্বীয় বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত দর্শন করেন। কিন্তু যাহাদের চিত্ত তপস্যা ও ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা সংস্কৃত বা শুদ্ধ হয় নাই সেই অবিবেকিগণ যত্নশীল হইলেও ইহাকে দেখিতে পায় না। ১১

যে জ্যোতিঃ সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে এবং যাহা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই জ্যোতিঃ আমার জানিবে। ১২

আমি ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশপূর্বক চরাচর ভূতসকল ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে শস্যাদি পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নঞ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অহম্ বৈশ্বানরঃ ভূত্বা, প্রাণিনাম্ দেহম্ আশ্রিতঃ।
প্রাণ অপান সমাযুক্তঃ, পচামি অন্নম্ চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪
সর্ব্বস্য চ অহম্ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ
মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনম্ চ।
বেদৈঃ চ সর্ব্বৈঃ অহম্ এব বেদ্যঃ
বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ এব চ অহম্ ॥ ১৫
দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ লোকে, ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে ॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ, পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ।
যঃ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য, বিভর্ত্তি অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতঃ অহম্, অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ।
অতঃ অস্মি লোকে বেদে চ, প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
য মাম্ এবম্ অসংমূঢ়ঃ, জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিৎ ভজতি মাম্, সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমম্ শাস্ত্রম্, ইদম্ উক্তম্ ময়া অনঘ।
এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ, কৃত কৃত্যঃ চ ভারত ॥ ২০

আমি উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

আমি ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি। আমা হইতে প্রাণিমাত্রের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমিই চতুর্বেদের প্রতিপাদ্য এবং আমিই বেদান্তার্থ প্রচারের সম্প্রদায় প্রবর্তক ও বেদার্থবিৎ। ১৫

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অনুভূয়মান ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষরনামক দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন। ক্ষর পুরুষই জগতের সমস্ত বিনাশী বিকার এবং মায়াশক্তিই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। ১৬

এই উভয় পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পুরুষোত্তম পরমাত্মা নামে বেদান্তশাস্ত্রে অভিহিত। সেই অব্যয় ব্রহ্ম চৈতন্যবলশক্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ করিয়া স্বরূপসত্তা দ্বারা ইহা পরিপালন করেন। ১৭

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু ইহলোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। ১৮

হে ভারত, যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহে 'আমি' বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কথিতপ্রকারে পুরুষোত্তম আমাকে আত্মারূপে জ্ঞাত হন, সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মা তিনি সর্বতোভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ১৯

হে নিষ্পাপ অর্জুন, তোমাকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগী প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্য হন, অন্য প্রকারে নহে। ২০

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যন্তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮

শ্রীভগবান্ উবাচ

অভয়ম্ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানম্ দমঃ চ যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জ্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ, ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষু অলোলুপ্ত্বম্, মার্দ্দবম্ হ্রীঃ অচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্, অদ্রোহঃ ন অতি মানিতা।
ভবন্তি সম্পদম্ দৈবীম্, অভিজাতস্য ভারত ॥ ৩
দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ চ, ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ।
অজ্ঞানম্ চ অভিজাতস্য, পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্ ॥ ৪
দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়, নিবন্ধায় আসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদম্ দৈবীম্, অভিজাতঃ অসি পাণ্ডব ॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে অস্মিন্, দৈবঃ আসুরঃ এব চ।
দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরম্ পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ, জনাঃ ন বিদুঃ আসুরাঃ।
ন শৌচম্ ন অপি চ আচারঃ, ন সত্যম্ তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ তে, জগৎ আহুঃ অনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতম্, কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাম্ দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য, নষ্ট আত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন– হে অর্জুন, যাঁহারা দৈবী অবস্থালাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভয়শূন্যতা, ব্যবহারকালে পরবঞ্চন ও মিথ্যাকথন-বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরভাব, অনভিমান– এই ছাব্বিশটি সদ্‌গুণ লাভ হয়। ১-৩

হে পার্থ, যাহারা আসুরী অবস্থালাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধর্মধ্বজিত্ব, ধন ও স্বজননিমিত্ত দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, বাক্যে ও ব্যবহারে কর্কশভাব ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেক–এই সকল আসুরী সম্পদ আবির্ভূত হয়। ৪

দৈবী সম্পদ্ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব, শোক করিও না। তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৫

হে পার্থ, এই জগতে দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব–এই দুই প্রকার মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। দেবস্বভাবসম্পন্ন মানুষের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। এখন অসুরস্বভাববিশিষ্ট মানুষের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্মবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে জানে না; তাহাদের শৌচ নাই, সদাচার নাই এবং সত্যও নাই। ৭

আসুরভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলে, এই জগৎ সত্যশূন্য; ইহা ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাহীন। ইহার কর্মফলদাতা ঈশ্বর নাই এবং কামবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই ইহা উৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির অদৃষ্ট ধর্মাধর্মাদি অন্য কারণ নাই। ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

প্রভবন্তি উগ্রকর্ম্মাণঃ, ক্ষয়ায় জগতঃ অহিতাঃ ॥ ৯
কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরম্, দম্ভ মান মদান্বিতাঃ।
মোহাৎ গৃহীত্বা অসৎ গ্রাহান্, প্রবর্ত্তন্তে অশুচি ব্রতাঃ ॥ ১০
চিন্তাম্ অপরিমেয়াম্ চ, প্রলয় অন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ।
কাম উপভোগ পরমাঃ, এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশ শতৈঃ বদ্ধাঃ, কাম ক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কাম ভোগ অর্থম্, অন্যায়েন অর্থ সঞ্চয়ান্ ॥ ১২
ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্, ইমম্ প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদম্ অস্তি ইদম্ অপি মে, ভবিষ্যতি পুনঃ ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ, হনিষ্যে চ অপরান্ অপি।
ঈশ্বরঃ অহম্ অহম্ ভোগী, সিদ্ধঃ অহম্ বলবান্ সুখী ॥ ১৪
আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, কঃ অন্যঃ অস্তি সদৃশঃ।
ময়া যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে, ইতি অজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেক চিত্তবিভ্রান্তাঃ. মোহ জাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু, পতন্তি নরকে অশুচৌ ॥ ১৬
আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ, ধনমান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে মান যজ্ঞৈঃ তে, দম্ভেন অবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারম্ বলম্ দর্পম্, কামম্ ক্রোধম্ চ সংশ্রিতাঃ।
মাম্ আত্ম পরদেহেষু, প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

এই লোকায়তিক মত আশ্রয়পূর্বক পারলৌকিক সাধনচ্যুত ক্রূরকর্মা, অনিষ্টকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ৯

তাহাদের হৃদয় দুষ্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ। দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত হইয়া অবিবেকবশতঃ অশুভনিচয় গ্রহণপূর্বক সেই অশুদ্ধব্রত ব্যক্তিগণ দুরদৃষ্ট-উৎপাদক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০

কামভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ–এইরূপ নিশ্চয় পূর্বক মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বীয় যোগক্ষেমবিষয়ে অপরিমেয় চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসংখ্য আশপাশে আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধের অধীন হইয়া তাহারা বিষয়ভোগের জন্য পরস্বাপহরণাদিরূপ অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে। ১১, ১২

'আজ আমার ইহা লাভ হইল', 'ভবিষ্যতে আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে', 'এই ধন আমার আছে', 'ভবিষ্যতে এই ধনও লাভ হইবে'। ১৩

'এই দুর্জয় শত্রু আমি নাশ করিয়াছি', 'অন্য তুচ্ছ শত্রুসকলও নাশ করিব', 'আমি সকলের নিগ্রহে সমর্থ', 'আমি ভোগী', 'আমি পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান্ ও সুখী'। ১৪

'আমি ধনী ও উচ্চবংশজাত কুলীন', 'আমার সমান আর কে আছে', 'আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব'–এইরূপে অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ অবিবেকমুগ্ধ হয় এবং বহু সংকল্পে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৫, ১৬

তাহারা আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট এবং ধননিমিত্ত মান ও স্ফীত হইয়া দম্ভের সহিত শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ১৭

তাহারা সন্মার্গবর্তীদের গুণে দোষাবিষ্কার করে এবং তাঁহাদের অনুকরণ না করিয়া অহঙ্কার, পরপীড়াদায়ক বল, ধর্মলঙ্ঘনের হেতু দর্প, স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে কাম ও ক্রোধ সম্যক্-রূপে আশ্রয়পূর্বক স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে। ১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ন্ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

তান্ অহম্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্, সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপামি অজস্রম্ অশুভান্, আসুরীষু এব যোনিষু ॥ ১৯
আসুরীম্ যোনিম্ আপন্নাঃ, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি।
মাম্ অপ্রাপ্য এব কৌন্তেয়, ততঃ যান্তি অধমাম্ গতিম্ ॥ ২০
ত্রিবিধম্ নরকস্য ইদম্, দ্বারম্ নাশনম্ আত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ, তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ম্ ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয়, তমোদ্বারৈঃ ত্রিভিঃ নরঃ।
আচরতি আত্মনঃ শ্রেয়ঃ, ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য, বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি, ন সুখম্ ন পরাম্ গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাৎ শাস্ত্রম্ প্রমাণম্ তে, কার্য্য অকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধান উক্তম্, কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ইহ অর্হসি ॥ ২৪

ধর্মাধর্মফল-প্রদাতা আমি সন্মার্গ-দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অশুভকারী নিকৃষ্ট নরগণকে অধর্মদোষবশতঃ এই নরকরূপ সংসারপথে আসুর যোনিতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করি। ১৯
হে অর্জুন, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুর জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে লাভ করা দূরে থাকুক, সন্মার্গ ও ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত না হইয়া পূর্বজন্মাপেক্ষা আরও নীচযোনি লাভ করে। ২০
কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। ইহারা জীবের অধোগতিদায়ক। এই সকল দ্বারে প্রবেশ করিলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। অতএব এই তিনটি বিষবৎ ত্যাগ করা উচিত। ২১
হে কৌন্তেয়, দুঃখমোহাত্মক ও শ্রেয়ঃপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক এই তিনটি নরকদ্বার হইতে মুক্ত হইলে মানুষ ঈশ্বরারাধনাদিরূপ স্বীয় কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং সেই শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠানবশতঃ ইহলোকের সুখভোগ ও মনুষ্যজন্মের সার্থকতারূপ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। ২২
যে কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ধারণের কারণ শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিহিতের আচরণ করে না, অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করে, সে চিত্তশুদ্ধিরূপ পুরুষার্থলাভের যোগ্য হয় না। সে ইহলোকে সুখ, পরলোকে স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। ২৩
অতএব, কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। ২৪

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরন্তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থন্তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানন্তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য, যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ।
তেষাম্ নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ, সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা, দেহিনাম্ সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চ এব, তামসী চ ইতি তাম্ শৃণু ॥ ২
সত্ত্ব অনুরূপা সর্ব্বস্য, শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়ঃ অয়ম্ পুরুষঃ, যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকাঃ দেবান্, যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণান্ চ অন্যে, যজন্তে তামসাঃ জনাঃ ॥ ৪
অশাস্ত্র বিহিতম্ ঘোরম্, তপ্যন্তে যে তপঃ জনাঃ।
দম্ভ অহঙ্কার সংযুক্তাঃ, কাম রাগ বলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থম্, ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ।
মাম্ চ এব অন্তঃ শরীরস্থম্, তান্ বিদ্ধি আসুর নিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারঃ তু অপি সর্ব্বস্য, ত্রিবিধঃ ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞঃ তপঃ তথা দানম্, তেষাম্ ভেদম্ ইমম্ শৃণু ॥ ৭

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন– হে ভগবান্, যাহারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিপূর্বক দেবাদির পূজা করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন– দেবাদিপূজাবিষয়ক সাত্ত্বিকী, যক্ষ-রাক্ষসাদিপূজাবিষয়ক রাজসী এবং ভূতপ্রেতাদিপূজাবিষয়ক তামসী–মানুষের এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে। এই শ্রদ্ধা জন্মান্তরকৃত ধর্মাদিসংস্কার হইতে জাত হয়। সুতরাং জীবের ত্রিবিধ স্বভাব হইতে জাত শ্রদ্ধাও তিন প্রকার। ইহার বিষয় শ্রবণ কর। ২

হে অর্জুন, সকল মানুষের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকাদি সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ তিন প্রকার হইয়া থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধাভেদে মানুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। ৩

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত প্রেতাদির পূজা করেন। ৪

দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তিকৃত-বলান্বিত হইয়া যে অবিবেকিগণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং বুদ্ধির সাক্ষীভূত আত্মস্বরূপ আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নিজের ও অপরের পীড়াপ্রদ তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে আসুরিকবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ৫, ৬

পূর্বোক্ত তিন প্রকার লোকের আহারও সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয়। সেইরূপ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্রিগুণানুসারে তিন প্রকার। ইহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনন্তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞন্তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরন্তপ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ন্তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তন্তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থন্তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসঞ্চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

আয়ুঃ সত্ত্ব বল আরোগ্য, সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ, আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কটু অম্ল লবণ অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ রূক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ, দুঃখ শোক আময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামম্ গতরসম্, পূতি পর্য্যুষিতম্ চ যৎ।
উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যম্, ভোজনম্ তামস প্রিয়ম্ ॥ ১০
অফল আকাঙ্ক্ষিভিঃ যজ্ঞঃ, বিধিদৃষ্টঃ যঃ ইজ্যতে।
যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ, সমাধায় সঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলম্, দম্ভ অর্থম্ অপি চ এব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ, তম্ যজ্ঞম্ বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
বিধিহীনম্ অসৃষ্ট অন্নম্, মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতম্ যজ্ঞম্, তামসম্ পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ, পূজনম্ শৌচম্ আর্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ, শারীরম্ তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরম্ বাক্যম্, সত্যম্ প্রিয় হিতম্ চ যৎ।
স্বাধ্যায় অভ্যসনম্ চ এব, বাঙ্ময়ম্ তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বম্, মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ, তপঃ মানসম্ উচ্যতে ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্, তপঃ তৎ ত্রিবিধম্ নরৈঃ।
অফল আকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ, সাত্ত্বিকম্ পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকার মান পূজার্থম্, তপঃ দম্ভেন চ এব যৎ।
ক্রিয়তে তৎ ইহ প্রোক্তম্, রাজসম্ চলম্ অধ্রুবম্ ॥ ১৮

যে-সকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। ৮

যে-সকল আহার দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকর সেইগুলি রাজসিকগণের প্রিয় হয়। ৯

মন্দপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিষিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। ১০

যজ্ঞ করাই কর্তব্য এইভাবে মন স্থির করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

হে অর্জুন, স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া দম্ভপ্রকাশের জন্যই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ১২

শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা –এইগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে। ১৪

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্রপাঠকে বাচিক তপস্যা বলে। ১৫

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাক্‌সংযম, মনের নিরোধ, ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য –এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। ১৬

ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন, সমাহিত ব্যক্তিগণ পরম শ্রদ্ধা-সহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

সৎকার, সম্মান ও পূজা পাইবার আশায় দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে কদাচিৎ ফলপ্রদ সুতরাং অনিশ্চিত, সেই তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে। ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টন্তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতন্তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
ওঁ তচ্ছদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তেমোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তন্তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগো নামক সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ, যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্য উৎসাদনার্থম্ বা, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ১৯
দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্, দীয়তে অনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ, তৎ দানম্ সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্ ॥ ২০
যৎ তু প্রতি উপকার অর্থম্, ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টম্, তৎ দানম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ॥ ২১
আদেশকালে যৎ দানম্, অপাত্রেভ্যঃ চ দীয়তে।
অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতম্, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২২
ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশঃ, ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদাঃ চ, যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য, যজ্ঞ দান তপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ, সততম্ ব্রহ্ম বাদিনাম্ ॥ ২৪
তৎ ইতি অনভিসন্ধায়, ফলম্ যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াঃ চ বিবিধাঃ, ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ, সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা, সৎ শব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ, স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে।
কর্ম্ম চ এব তৎ অর্থীয়ম্, সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্, তপঃ তপ্তম্ কৃতম্ চ যৎ।
অসৎ ইতি উচ্যতে পার্থ, ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া দেহেন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়া বা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে। ১৯

'দান করা কর্তব্য' এই ভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া পুণ্য স্থানে, শুভ সময়ে, কালে ও উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

যে দান প্রত্যুপকারের আশায় ও কোন পারলৌকিক ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও করা হয়, তাহাকে রাজসিক দান বলে। ২১

অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে ও অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞা পূর্বক ও প্রিয়বচনাদি সৎকার-রহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামসিক দান বলে। ২২

'ওঁ তৎ সৎ' এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম শ্রুতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা পুরাকালে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ ও যজ্ঞরূপ ক্রিয়া নির্মিত হইয়াছে। ২৩

এইজন্য 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদবাদিগণ শাস্ত্রবিধান-অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কর্ম অনুষ্ঠান করেন। ২৪

'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া নানাপ্রকার যজ্ঞতপোদানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ২৫

হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাব সম্পাদনার্থ 'সৎ' এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং বিবাহাদি শুভ কর্মেও সৎ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে তৎপরভাবে যে অবস্থিতি তাহাও সদ্রূপে নির্দিষ্ট হয় এবং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সৎ-নামে অভিহিত হয়। ২৭

অশ্রদ্ধাপূর্বক যে হোম, দানাদি ও তপস্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তা 'অসৎ' বলে কথিত। হে পার্থ! এর ফল ইহলোকে বা মৃত্যুর পরেও হিকতর নয়। ২৮

ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানন্তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গন্ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো, তত্ত্বম ইচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ, পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম্যানাম্ কর্ম্মণাম্ ন্যাসম্, সন্ন্যাসম্ কবয়ঃ বিদুঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগম্, প্রাহুঃ ত্যাগম্ বিচক্ষণাঃ ॥ ২
ত্যাজ্যম্ দোষবৎ ইতি একে, কর্ম্ম প্রাহুঃ মনীষিণঃ।
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম, ন ত্যাজ্যম্ ইতি চ অপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ম্ শৃণু মে তত্র, ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগঃ হি পুরুষব্যাঘ্র, ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম, ন ত্যাজ্যম্ কার্য্যম্ এব তৎ।
যজ্ঞঃ দানম্ তপঃ চ এব, পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতানি অপি তু কর্ম্মাণি, সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানি ইতি মে পার্থ, নিশ্চিতম্ মতম্ উত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ, কর্ম্মণঃ ন উপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ, তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

অর্জুন বলিলেন– হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিষূদন, আমি সন্ন্যাস-শব্দের ও ত্যাগ-শব্দের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন– স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। যে সকল নিত্য কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের যে ফল অনুষ্ঠাতার হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকে জ্ঞানিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন। ২

সাংখ্যবাদিগণ বলেন– কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ। অতএব সকলেরই সর্ব কর্ম ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন–যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বিহিত কর্ম কাহারও পক্ষে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, বিহিত কর্মত্যাগে প্রত্যবায় হয়। ৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগ ও সন্ন্যাসরূপ বিকল্প বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ- ও সন্ন্যাস-শব্দবাচ্য যে অর্থ, তাহা তামসাদিভেদে শাস্ত্রে ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে। ৪

যজ্ঞ-দান-ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই সকল কর্ম করাই উচিত। কারণ, ইহারা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক। ৫

হে পার্থ, ফলকামনাপূর্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মবন্ধনের কারণ হইলেও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম অবশ্য কর্তব্য। ইহাই আমার নিশ্চত ও উত্তম মত। ৬

অবশ্যকর্তব্য নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, নিত্যকর্ম চিত্তশুদ্ধিকর। অজ্ঞানবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে। ৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসন্ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গন্ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যন্ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২
পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩
অধিষ্ঠানন্তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

দুঃখম্ ইতি এব যৎ কর্ম্ম, কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
সঃ কৃত্বা রাজসম্ ত্যাগম্, ন এব ত্যাগ ফলম্ লভেৎ ॥ ৮
কার্য্যম্ ইতি এব যৎ কর্ম্ম, নিয়তম্ ক্রিয়তে অর্জ্জুন।
সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ফলম্ চ এব, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্টি অকুশলম্ কর্ম্ম, কুশলে ন অনুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টঃ, মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃত্যা শক্যম্, ত্যক্তুম্ কর্ম্মাণি অশেষতঃ।
যঃ তু কর্ম্ম ফল ত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ॥ ১১
অনিষ্টম্ ইষ্টম্ মিশ্রম্ চ, ত্রিবিধম্ কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবতি অত্যাগিনাম্ প্রেত্য, ন তু সন্ন্যাসিনাম্ ক্বচিৎ ॥ ১২
পঞ্চ এমানি মহাবাহো, কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতন্তে প্রোক্তানি, সিদ্ধয়ে সর্ব্ব কর্ম্মণাম্ ॥ ১৩
অধিষ্ঠানম্ তথা কর্ত্তা, করণম্ চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ, দৈবম্ চ এব অত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪
শরীর বাক্ মনোভিঃ যৎ, কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যম্ বা বিপরীতম্ বা, পঞ্চ এতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫
তত্র এবম্ সতি কর্ত্তারম্, আত্মানম্ কেবলম্ তু যঃ।
পশ্যতি অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ, ন সঃ পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য ন অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ, বুদ্ধিঃ যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বা অপি সঃ ইমান্ লোকান্, ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

কর্ম দুঃখকর মনে করিয়া যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন–তিনি এই রাজসিক ত্যাগ করিয়া জ্ঞানসংযুক্ত সর্বকর্মত্যাগের মোক্ষফল লাভ করিতে পারেন না। ৮

হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিনিবেশরূপ আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল কর্তব্যবোধে যে বিহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, কর্মাসক্তি ও কর্মফলের সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ৯

কর্মে আসক্তি ও কর্মফল ত্যাগপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠাতা যখন আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের কারণ যে সত্ত্বগুণ, তদ্‌যুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং অবিদ্যাকৃত সর্বসংশয় হইতে মুক্ত হন। তখন তিনি কাম্য কর্মে দ্বেষ করেন না ও নিত্যকর্মে আসক্ত হন না। ১০

যেহেতু দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ নিঃশেষরূপে সকল কর্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, সেই জন্য যিনি কর্মফলে বাসনা ত্যাগ করেন, তিনি ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। ১১

ধর্মাধর্মরূপ কর্মের দেবাদিজন্মরূপ ইষ্ট, পশ্বাদিজন্মরূপ অনিষ্ট ও মানবজন্মরূপ মিশ্র–এই তিন প্রকার ফল দেহাভিমানী আত্মজ্ঞানহীনদিগেরই হইয়া থাকে। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধিরহিত জ্ঞানীদিগের কোন কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। ১২

হে মহাবাহো, কর্মকাণ্ডের অন্তরূপ বেদান্তে সর্বকর্ম সম্পাদনের এই পাঁচটি কারণ নিরূপিত হইয়াছে। এইগুলি আমার নিকট অবগত হও। ১৩

শরীর, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি ও মন সহ সকল ইন্দ্রিয়, প্রাণাদির বিবিধ কার্য এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আদিত্যাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা –এই পাঁচটি সর্বকর্মের কারণ। ১৪

শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা মানুষ যে সৎ বা অসৎ কর্ম করে, সেই সমস্ত কর্মেরই কারণ এই পাঁচটি। ১৫

যেহেতু দেহাদি পাঁচটি কারণের দ্বারাই কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়, সেইজন্য যিনি শুদ্ধ অকর্তা আত্মাকে অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শী নহেন। ১৬

আমি কর্তা এই অভিমান যাঁহার নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করিলেও হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না। ১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তচ্ছাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসন্তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ পরিজ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্ম্ম চোদনা।
করণম্ কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি, ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ ॥ ১৮
জ্ঞানম্ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ, ত্রিধা এব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণ সংখ্যানে, যথাবৎ শৃণু তানি অপি ॥ ১৯
সর্ব্ব ভূতেষু যেন একম্, ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষতে।
অবিভক্তম্ বিভক্তেষু, তৎ জ্ঞানম্ বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানম্, নানাভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু, তৎ জ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্, কার্য্যে সক্তম্ অহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবৎ অল্পম্ চ, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২২
নিয়তম্ সঙ্গরহিতম্, অরাগ দ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম, যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥ ২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম, সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসম্, তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২৪
অনুবন্ধম্ ক্ষয়ম্ হিংসাম্, অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাৎ আরভ্যতে কর্ম্ম, যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ ২৫
মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী, ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধি অসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ, কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্ম্মফল প্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ।
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্ত্তা, রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সকল ক্রিয়ার ত্রিবিধ প্রবর্তক। কারণ, এই তিনটি একত্র হইলেই সকল ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এবং করণ, কর্ম ও কর্তা –এই তিনটিতে সর্বক্রিয়া সংগৃহীত, সমবেত। অতএব আত্মা কোন কর্মের আশ্রয় নহেন। ১৮

কপিলের সাংখ্য-শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা–সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণভেদে তিন প্রকারই কথিত হইয়াছে। সেই সকল ও ত্রিগুণকৃত তাহাদের ভেদসমূহ যথাযথরূপে শ্রবণ কর। ১৯

যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত অক্ষর আত্মবস্তু দৃষ্ট হন, সেই অদ্বৈত আত্মদর্শনরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। ২০

কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিদেহে পৃথগ্ভাবে অবস্থিত সকল প্রাণি-শরীরে পরস্পর বিলক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন আত্মার দর্শন হয়, তাহা রাজসিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ২১

যে জ্ঞান দ্বারা কোন একটি দেহে বা প্রতিমাতে সম্পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর আছেন–এইরূপ অভিনিবেশ হয়, সেই অযৌক্তিক, অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে। ২২

ফলাভিলাষরহিত ব্যক্তি রাগ বা দ্বেষ বর্জনপূর্বক আসক্তিশূন্য হইয়া যাগ, দান ও হোমাদিরূপ যে নিত্যকর্ম করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। ২৩

এবং ফলকামনাযুক্ত বা অহংকারযুক্ত হইয়া বহু কষ্টসাধ্য যে যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সকল কর্ম রাজসিক বলিয়া কথিত হয়। ২৪

ভাবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয় বা শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও স্বসামর্থ্য বিচার না করিয়া অবিবেকবশতঃ যে যাগাদি কর্ম করা হয়, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত হয়। ২৫

ফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বাভিমানরহিত, ধৃতিশীল ও উদ্যমযুক্ত, ক্রিয়মাণ কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন বা অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য কর্তা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন। ২৬

বাসনাকুল-চিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী এবং তীর্থাদিতে স্বীয়দ্রব্যদানে অনিচ্ছুক, পরপীড়ক, বাহ্যান্তর-শৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিতে ও ইষ্টবিয়োগে শোকযুক্ত কর্তা রাজসিক বলিয়া কথিত হন। ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখন্ত্বিদানীন্ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তচ্ছুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ, শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ, কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে ॥ ২৮
বুদ্ধেঃ ভেদম্ ধৃতেঃ চ এব, গুণতঃ ত্রিবিধম্ শৃণু।
প্রোচ্যমানম্ অশেষেণ, পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিম্ চ নিবৃত্তিম্ চ, কার্য্য অকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধম্ মোক্ষম্ চ যা বেত্তি, বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০
যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মম্ চ, কার্য্যম্ চ অকার্য্যম্ এব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি, বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মম্ ধর্ম্মম্ ইতি যা, মন্যতে তমসা আবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ, বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে, মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ।
যোগেন অব্যভিচারিণ্যা, ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্, ধৃত্যা ধারয়তে অর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী, ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নম্ ভয়ম্ শোকম্, বিষাদম্ মদম্ এব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধাঃ, ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখম্ তু ইদানীম্ ত্রিবিধম্, শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র, দুঃখান্তম্ চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব, পরিণামে অমৃত উপমম্।
তৎ সুখম্ সাত্ত্বিকম্ প্রোক্তম্, আত্ম বুদ্ধি প্রসাদজম্ ॥ ৩৭

বিষয়-বিক্ষিপ্ত-চিত্তহেতু অসমাহিত, বালকবৎ অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি, অনম্র, বঞ্চক, স্বার্থবশতঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, সদা অবসন্নস্বভাব ও দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস বলিয়া কথিত হন। ২৮

হে ধনঞ্জয়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ পৃথক পৃথগ্‌ভাবে নিঃশেষে বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯

হে পার্থ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয়ের কারণ-সংসারপ্রসূ অজ্ঞান এবং অভয়ের কারণ-সংসারনাশক জ্ঞান, সহেতুক বন্ধন এবং সহেতুক মোক্ষ-এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। ৩০

হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য যথাযথরূপে জানিতে পারা যায় না, তাহা রাজসিক বুদ্ধি। ৩১

হে পার্থ, যে বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয় বিপরীতভাবে বোঝে তাহা তামসিক বুদ্ধি। ৩২

হে পার্থ, ব্রহ্মে নিত্যসমাধি-অনুগতা ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ শাস্ত্রমার্গে বিধৃত হয়, ইহাই যোগের দ্বারা ধৃতি। এই প্রকার ধৃতিই সাত্ত্বিকী। ৩৩

হে পার্থ, মনুষ্য যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কামকে নিত্য কর্তব্যরূপে অবধারণ করে এবং উক্ত ধর্মাদিসম্পাদনকালে কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশপূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা রাজসিক ধৃতি। ৩৪

হে পার্থ, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, প্রিয়বিয়োগনিমিত্ত শোক, অবসাদ ও মদ পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহা তামসিক ধৃতি। ৩৫

হে অর্জুন, এখন আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। যে সুখের দীর্ঘ অভ্যাস দ্বারা মানুষ প্রীত ও পরিতৃপ্ত হয় এবং যে সুখ প্রাপ্ত হইলে সব দুঃখ হইতে সম্যগ্‌রূপে মুক্ত হয়। ৩৬

এবং যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য দুঃখাত্মক কিন্তু শেষে অমৃততুল্য প্রীতিকর, আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা হইতে উৎপন্ন, সেই সুখ সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া কথিত হয়। ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তচ্ছুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থন্তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যন্তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদন্ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাচ্ছ্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগাৎ, যৎ তৎ অগ্রে অমৃত উপমম্।
পরিণামে বিষম্ ইব, তৎ সুখম্ রাজসম্ স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যৎ অগ্রে অনুবন্ধে চ, সুখম্ মোহনম্ আত্মনঃ।
নিদ্রা আলস্য প্রমাদ উত্থম্, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯
ন তৎ অস্তি পৃথিব্যাম্ বা, দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বম্ প্রকৃতিজৈঃ মুক্তম্, যৎ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভিঃ গুণৈঃ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাম্, শূদ্রাণাম্ চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি, স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ ॥ ৪১
শমঃ দমঃ তপঃ শৌচম্, ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম্ এব চ।
জ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্, ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যম্ তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যম্, যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্।
দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ, ক্ষাত্রম্ কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যম্, বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যা আত্মকম্ কর্ম্ম, শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ, সংসিদ্ধিম্ লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিরতঃ সিদ্ধিম্, যথা বিন্দতি তৎ শৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্, যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্।
স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য, সিদ্ধিম্ বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ, পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তম্ কর্ম্ম, কুর্ব্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য। সেই সুখ রাজসিক সুখ বলিয়া কথিত হয়। ৩৮

যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে সৎ ও অসতের কারণ বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনাশ করে এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামসিক সুখ বলিয়া কথিত। ৩৯

পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোন প্রাণী বা বস্তু নাই, যাহা এই প্রকৃতিজাত ও বন্ধনের কারণ ত্রিগুণ হইতে মুক্ত। ৪০

হে পরন্তপ, প্রকৃতিজাত ত্রিগুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও কর্মসমূহ পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে বিভক্ত হইয়াছে। ৪১

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা; অন্তর্বহিঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস –এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা ও শাসনক্ষমতা–এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৩

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। পরিচর্যা শূদ্রদিগের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৪

মানুষ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের কর্মে নিরত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতারূপ সিদ্ধিলাভ করে। স্বীয় কর্মে তৎপর মানুষ কিরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫

যে সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি বা কর্মচেষ্টা, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহাকে মানুষ স্বীয় বর্ণাশ্রমের কর্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। ৪৬

অতএব, স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বভাবনিয়ত কর্ম করিলে মানুষ পাপভাগী হয় না। ৪৭

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাস্তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

সহজম্ কর্ম্ম কৌন্তেয়, সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্ব আরম্ভা হি দোষেণ, ধূমেন অগ্নিঃ ইব আবৃতাঃ ॥ ৪৮
অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র, জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিম্ পরমাম্, সন্ন্যাসেন অধিগচ্ছতি ॥ ৪৯
সিদ্ধিম্ প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম, তথা আপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেন এব কৌন্তেয়, নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ, ধৃত্যা আত্মানম্ নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী, যতবাক্ কায় মানসঃ।
ধ্যান যোগপরঃ নিত্যম্, বৈরাগ্যম্ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারম্ বলম্ দর্পম্, কামম্ ক্রোধম্ পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্ন আত্মা, ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু, মৎ ভক্তিম্ লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি, যাবান্ যঃ চ অস্মি তত্ত্বতঃ।
ততঃ মাম্ তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা, বিশতে তৎ অনন্তরম্ ॥ ৫৫
সর্ব্ব কর্ম্মাণি অপি সদা, কুর্ব্বাণঃ মৎ ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাৎ অবাপ্নোতি, শাশ্বতম্ পদম্ অব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি, ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য, মচ্চিত্তঃ সততম্ ভব ॥ ৫৭

হে কুন্তীপুত্র, দোষযুক্ত হইলেও জন্মনির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, অগ্নি যেমন ধূমে আচ্ছন্ন হয় সেইরূপ স্বধর্ম বা পরধর্ম সকল কর্মই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া দোষযুক্ত হয়। ৪৮

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, সংযতচিত্ত এবং দেহ ও জীবনে ভোগস্পৃহাশূন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শন দ্বারা বা তৎপূর্বক সর্বকর্মসন্ন্যাসের দ্বারা নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ প্রকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৯

হে কৌন্তেয়, এইরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পরমনিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞাননিষ্ঠার উক্ত প্রাপ্তিক্রম সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৫০

বিশুদ্ধ বুদ্ধি অন্তরাত্মায় যুক্ত হয়ে ধৃতি ও সংযম সহায়ে শব্দাদি ইন্দ্রিয়সকল পরিহারপূর্বক কামনা বাসনা দ্বেষাদি পরিত্যক্ত হয়। একান্ত নির্জনবাসী হয়ে মিতাহারী, দেহ বাক্য ও মন সংযম এবং নিত্যদিন ধ্যান ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম-ক্রোধ ও পার্থিব মমতারহিত হয়ে পানাদি মুক্ত হয় এবং সৌম্যশান্তভাব ধারণ করত পরমব্রহ্মে লীন হতে সমর্থ হয়। ৫১-৫৩

এইক্রমে ব্রহ্মভূত ও অন্তরাত্মাতে আবির্ভূত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া যতি কোন বিষয়ে শোক করেন না এবং কিছুই আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতের সুখ ও দুঃখ নিজের সুখ ও দুঃখের ন্যায় দর্শন করেন। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ উত্তম ভক্তিলাভ করেন। ৫৪

উক্ত জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি দ্বারা তিনি আমাকে জানেন যে, আমি উপাধিকৃত ভেদবিশিষ্ট এবং স্বরূপতঃ নিরুপাধি, অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্র উত্তম পুরুষ। আমার এই তত্ত্ব অবগত হইবামাত্রই তিনি আমাতে প্রবেশ করেন। ৫৫

সকল প্রকার "আমি, আমার" ভাব আমাতে অর্পণ করিলে সর্বদা সমস্ত কর্ম করিয়াও ভক্ত আমার অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয়স্থান প্রাপ্ত হন। ৫৬

বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হও এবং সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্যরূপ বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক আমাতে সর্বদা চিত্ত সমাহিত কর। ৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যন্তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহন্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্ব দুর্গাণি, মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ, ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যৎ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য, ন যোৎস্যে ইতি মন্যসে।
মিথ্যা এষঃ ব্যবসায়ঃ তে, প্রকৃতিঃ ত্বাম্ নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয়, নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি যৎ মোহাৎ, করিষ্যসি অবশঃ অপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাম্, হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব ভূতানি, যন্ত্র আরূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১
তম্ এব শরণম্ গচ্ছ, সর্ব্ব ভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাম্ শান্তিম্, স্থানম্ প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতম্, গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ ময়া।
বিমৃশ্য এতৎ অশেষেণ, যথা ইচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩
সর্ব্ব গুহ্যতমম্ ভূয়ঃ, শৃণু মে পরমম্ বচঃ।
ইষ্টঃ অসি মে দৃঢ়ম্ ইতি, ততঃ বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু।
মাম্ এব এষ্যসি সত্যম্ তে, প্রতিজানে প্রিয়ঃ অসি মে ॥ ৬৫
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ।
অহম্ ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যঃ, মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬
ইদম্ তে ন অতপস্কায়, ন অভক্তায় কদাচন।
ন চ অশুশ্রূষবে বাচ্যম্, ন চ মাম্ যঃ অভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসার ও তাহার কারণসমূহ অতিক্রম করিবে। আর যদি তুমি পাণ্ডিত্যাভিমানবশতঃ আমার কথা না শোন, তাহা হইলে তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হইবে অর্থাৎ বিনাশিত হইবে। ৫৮

অহংকারকে আশ্রয় করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যাহা মনে করিতেছ, তোমার এই নিশ্চয় ভ্রমমূলক। কারণ, তোমার ক্ষাত্র স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ৫৯

হে কৌন্তেয়, অজ্ঞানবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিবে। ৬০

হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়া দ্বারা চালিত করিতেছেন। ৬১

হে ভারত, সংসারার্তিনাশের জন্য তুমি চিন্তা, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত পদ লাভ করিবে। ৬২

আমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতে গুহ্যতর গীতাশাস্ত্ররূপ পরম জ্ঞান বলিলাম। তুমি ইহা নিঃশেষরূপে বিচার করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই অনুষ্ঠান কর। ৬৩

তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, তাই পুনরায় সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বাণীসমূহ তোমার হিতার্থে বলব -তুমি শ্রবণ কর। ৬৪

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইরূপেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৬৫

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো- শোক করো না। ৬৬

আমার এ কথা তপস্যাবিহীন, ভক্তিহীন, শ্রবণে অনিচ্ছুক বা আমার নিন্দাকারী ব্যক্তিকে কখনও তুমি বলবে না। ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনন্তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাচ্ছাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫
রাজন্সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬

যঃ ইমম্ পরমম্ গুহ্যম্, মৎ ভক্তেষু অভিধাস্যতি।
ভক্তিম্ ময়ি পরাম্ কৃত্বা, মাম্ এব এষ্যতি অসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মাৎ মনুষ্যেষু, কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ, অন্যঃ প্রিয়তরঃ ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ যঃ ইমম্, ধর্ম্ম্যম্ সংবাদম্ আবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেন অহম্, ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ, শৃণুয়াৎ অপি যঃ নরঃ।
সঃ অপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্, প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্ম্মণাম্ ॥ ৭১
কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতম্ পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিৎ অজ্ঞান সম্মোহঃ, প্রনষ্টঃ তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টঃ মোহঃ স্মৃতিঃ লব্ধা, ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত।
স্থিতঃ অস্মি গত সন্দেহঃ, করিষ্যে বচনম্ তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইতি অহম্ বাসুদেবস্য, পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্, অদ্ভুতম্ রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪
ব্যাস প্রসাদাৎ শ্রুতবান্, এতৎ গুহ্যম্ অহম্ পরম্।
যোগম্ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ, সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য, সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্।
কেশব অর্জ্জুনয়োঃ পুণ্যম্, হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬

যে ব্যক্তি পরমা ভক্তি সহকারে এই পরম গুহ্যতত্ত্ব আমার ভক্তগণের মধ্যে ব্যাখ্যা করবে, নিঃসন্দেহে সে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ৬৮

মনুষ্যগণের মধ্যে গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় এ জগতে কেহ নাই এবং আর কেহ হইবেও না। ৬৯

এবং যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মজনক সংবাদরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হইব, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৭০

যিনি শ্রদ্ধালু অসূয়াশূন্য হইয়া অর্থবোধ না হইলেও এই গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য পুণ্যলোক লাভ করেন। ৭১

হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতাশাস্ত্র শুনিয়াছ? হে ধনঞ্জয়, এই শ্রবণের ফলে তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি বিনষ্ট হইয়াছে? ৭২

অর্জুন বলিলেন– হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি আত্মতত্ত্ব-স্মৃতি পুনরায় ফিরে পেয়েছি। আমি সুস্থির ও সংশয়মুক্ত হয়েছি। এখন তোমার আজ্ঞামত কার্য করব। ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন– আমি এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব ও অর্জুনের এই রোমঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ৭৪

আমি ব্যাস-প্রসাদে লব্ধ দিব্যচক্ষু ও দিব্যকর্ণ দ্বারা এই পরম গুহ্য যোগ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে সাক্ষাৎ শ্রবণ করিয়াছি এবং নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৭৫

হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণার্জুনের এই পুণ্য অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত ও আনন্দিত হইতেছি। ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্রাজন্হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তৎ চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য, রূপম্ অতি অদ্ভুতম্ হরেঃ।
বিস্ময়ঃ মে মহান্ রাজন্, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র পার্থঃ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীঃ বিজয়াঃ ভূতিঃ, ধ্রুবা নীতিঃ মতিঃ মম ॥ ৭৮

হে মহারাজ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ বারবার স্মরণ করিয়া আমার মহাবিস্ময় হইতেছে এবং আমি পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। ৭৭

যে পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেই পাণ্ডব পক্ষে রাজ্যশ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবানীতি বিরাজ করে, ইহা আমার নিশ্চিত অভিমত। ৭৮

ওঁ তচ্ছৎ
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীশ্রী গীতামাহাত্ম্যম্

শৌনক ঋষিরুবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবচ্ছ্রুত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬

ঋষি কহিলেন– হে সূত, পুরাকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসদেব কর্তৃক গীতা-মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্তিত হইয়াছিল, আপনি তাহা যথাযথ বর্ণন করুন। ১

সূত্র কহিলেন–ভগবন্, আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ইহা পরম গুহ্যতম, সেই উত্তম গীতা-মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ? ২

কৃষ্ণই ইহা সম্যক্‌রূপে জানেন, কুন্তীসুত অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপ জনক কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। ৩

অন্যান্য সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহার লেশমাত্র কীর্তন করেন। আমিও ব্যাসদেবের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। ৪

সমগ্র উপনিষদ্‌রাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন। ৫

যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ প্রথমে অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া এই গীতামৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। ৬

সংসার-সাগরং ঘোরন্তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরন্তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্ত শুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মসু ॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩

যে মানব ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখে পার হইতে পারেন। ৭

যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই, সে মূঢ় যদি মোক্ষ বাঞ্ছা করে, তবে বালকের নিকটও উপহাসাস্পদ হয়। ৮

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না, তাঁহারা নিঃসংশয়ে দেবসরূপ। ৯

যে গীতাজ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাঁহাতে স্বগুণ অথবা নির্গুণ উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০

গীতার ভক্তিমুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ (অধ্যায়রূপ) সোপান দ্বারা প্রেমভক্তি আদি কর্মে ক্রমশ চিত্তশুদ্ধি হয়। ১১

সাধুগণের গীতারূপ পবিত্র সলিলে স্নান সংসার মলনাশক, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের ঐ কার্য হস্তি-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ১২

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করে নাই, মনুষ্যলোকে সে বৃথা কর্মকারী। ১৩

তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্করীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্কারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বন্তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠান্তপো যশঃ ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানন্তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্জাগ্রন্চলন্তিষ্ঠন্নক্রভির্ন স হ্রীয়তে ॥ ২০

অতএব যে গীতাশাস্ত্র জানে না, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই, তাহার জ্ঞান, কুলশীল ও মনুষ্য-দেহকে ধিক্। ১৪

গীতার্থ যে না জানে তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই, তাহার মনুষ্য-দেহ, সদাচার, কল্যাণ, বিভব ও গৃহাশ্রমে ধিক্। ১৫

গীতাশাস্ত্র যে জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহই নাই; তাহার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান-মহত্ত্বে ধিক্। ১৬

গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। ১৭

যে গীতার্থ পাঠ করে নাই, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই, যে জ্ঞান গীতা-সম্মত নহে তাহা আসুর জ্ঞান; তাহা নিষ্ফল, ধর্মরহিত বেদবেদান্ত-বহির্ভূত, যেহেতু ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী; গীতা শাস্ত্রের সারভূত ও বিশুদ্ধ, তাহার তুল্য আর কিছু নাই। ১৮, ১৯

যে ব্যক্তি একাদশী বা বিষ্ণুর পর্বদিবসে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে; জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে, কোন অবস্থাতেই শক্র-কর্তৃক পীড়িত হন না। ২০

শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সচ্ছভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬

শালগ্রাম শিলার নিকটে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে তা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। ২১
দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন বা ব্রতাদি দ্বারা সেরূপ প্রসন্ন হন না। ২২
যিনি ভক্তিভাবে গীতাপাঠ করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠের ফল প্রাপ্ত হন। ২৩
যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শিলাময় দেবমূর্তির সমীপে, সাধুজনের সভাতে যজ্ঞে বা বিষ্ণুভক্তের নিকটে গীতাপাঠ করিলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। ২৪
যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণা-সহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেন বলিতে হইবে (অর্থাৎ ঐরূপ ফলপ্রাপ্ত হন)। ২৫
যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন কিংবা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ লাভ করেন। ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে না বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভূঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩

যিনি যথাবিধি ভক্তিভাবে পরিশুদ্ধ গীতা পুস্তক সাদরে দান করেন, তাঁহার ভার্যা প্রিয় হয়; এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া দয়িতাগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। ২৭,২৮

যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচারোদ্ভূত বা ভয়ানক অভিশাপজনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না। ২৯

তথায় ত্রিতাপজনিত পীড়া, কোন প্রকার ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক ঘটে না। ৩০

গীতার্চনা বা পাঠ করিলে দেহে বিস্ফোটকাদি হয় না; বরং উহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণেই দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হয়। ৩১

গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মভোগের অধীন থাকিলেও সর্বজীবের সহিত সখ্যভাব লাভ করেন, তিনি সুখী ও মুক্ত হন, কর্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। ৩২

মহাপাপ বা অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৩

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষ্যজং দোষমস্পর্শস্পর্শজন্তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তচ্ছর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভূক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবাঙ্গ চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবাঙ্গ যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগদীনি ভূতলে ॥ ৪০

অনাচার, অবাচ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অস্পৃশ্য স্পর্শজনিত পাপ সকল এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তাহা গীতা-পাঠমাত্রই বিনষ্ট হয়। ৩৪, ৩৫

সকলের অন্ন ভোজন এবং সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে না। ৩৬

অন্যায়পূর্বক রত্নপূর্ণা মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবার মাত্র গীতাপাঠ দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ-স্ফটিকবৎ নির্মল হইয়া যায়। ৩৭

যাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা গীতায় অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, জ্ঞাপক, ক্রিয়ান্বিত ও পণ্ডিত; তিনিই দর্শনীয়, ধনবান্, যোগী ও জ্ঞানবান্; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজক ও সর্ববেদার্থদর্শী। ৩৮, ৩৯

যে স্থানে গীতা-পুস্তক থাকে এবং নিত্য গীতাপাঠ হয় তথায় ভূতলের প্রয়াগাদি সমুদয় তীর্থই বিদ্যমান থাকে। ৪০

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনন্তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭

যাঁহার গীতাপাঠাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও দেবাবসানেও সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হন; বালগোপাল কৃষ্ণ, নারদ-ধ্রুবাদি পার্ষদ সহিত অবিলম্বে তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪১, ৪২

যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয়, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ আনন্দে বিরাজ করেন। ৪৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারসর্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র এবং অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ; গীতা আমার উত্তমস্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু। ৪৪, ৪৫

গীতার আশ্রয়েই আমি থাকি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি। ৪৬

গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে সংশয় নাই; গীতা অর্ধ-মাত্রারূপিণী, নিত্যা, অনির্বচনীয়পদস্বরূপিণী। ৪৭

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাচ্ছর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যন্তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণন্তদর্দ্ধ পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪

হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নামসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর; ঐ নামসকল কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিতা নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৪৯, ৫০

যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্যজ্ঞানসিদ্ধি ও অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫১

গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবে, তাহাতে গোদানের ফললাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ৫২

এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের এবং এক-ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। ৫৩

যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন। ৫৪

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমর্দ্ধমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥ ৫৭
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১

যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় গণরূপে চিরকাল বসতি করেন। ৫৫

যিনি এক অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক প্রাপ্ত হইয়া শত মন্বন্তর তথায় বাস করেন। ৫৬

যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বা অর্ধ শ্লোকও পাঠ করেন তিনি অযুত বৎসর কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭

যিনি গীতার এক অধ্যায়ের এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫৮

অন্তিমকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯

যিনি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। ৬০

গীতার এক অধ্যায় সহযোগে মৃত্যু হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং পুনর্বার গীতাভ্যাস করিয়া উত্তম মুক্তিলাভ করা যায়। ৬১

গীতেত্যুচ্চার সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠ প্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২
পিতৃণুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৬৭
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুণা সহ মোদতে ॥ ৬৮

'গীতা' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মৃত্যু হইলেও সদ্‌গতি লাভ হয়। যে কর্মই অনুষ্ঠান করা হউক, তৎকালে গীতা পাঠ করিলে সেই কর্ম নির্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২
যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ৬৩
গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। ৬৪
ধেনুপুচ্ছ (চামর) সহিত গীতা-পুস্তক দান করিলে দাতা সেই দিনই সম্যক্‌রূপে কৃতার্থ হন। ৬৫
যিনি সুবর্ণ-সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৬৬
যিনি শতখণ্ড গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ৬৭
গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করিতে পারেন। ৬৮

সম্যক্কৃত্বা চ গীতার্থংপুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীত শ্রীভগবান্দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বাগীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতিচ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫

গীতার্থ সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট প্রদান করেন। ৬৯

হে ভারত! চাতুর্বর্ণ্য মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে না, সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ড় হইতে ফেলিয়া দিয়া বিষ ভক্ষণ করে। ৭০

সংসার-দুঃখার্ত ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ এবং গীতামৃত পান করিয়া ভগবানে ভক্তিলাভ করতঃ সুখী হইয়া থাকেন। ৭১

জনকাদি রাজগণ গীতা আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ৭২

গীতাপাঠে উচ্চনীচ-ইতর-বিশেষ নাই, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা সমভাবে সকলকেই জ্ঞান দান করেন। ৭৩

যে অভিমান বা গর্ববশতঃ গীতা নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৪

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ অমান্য করে, সে কল্পক্ষয় পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
চৌর্য্য কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরন্তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্‌হরিঃ ॥ ৮০

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৮১
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলন্তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২

যে ব্যক্তি সমীপে থাকিয়াও কথামান গীতাব্যাখ্যা শ্রবণ না করে, সে অনেকবার শুকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬
যে ব্যক্তি গীতা-পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই ফল হয় না, তাহার গীতাপাঠও বিফল। ৭৭
যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ বিষয়ে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের বৃথাশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না। ৭৮
গীতা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করিবে। ৭৯
গীতা-ব্যাখ্যাতাকে নানা দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা ভক্তি ও প্রীতিপূর্বক পূজা করিবে, তাহাতে ভগবান্ হরির প্রীতি জন্মিবে। ৮০
সূত বলিলেন– যিনি শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য গীতা পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন। ৮১
যিনি গীতাপাঠ করিয়া গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার গীতাপাঠে কোন ফল হয় না, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা। ৮২

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেচ্ছর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪

যিনি এই মাহাত্ম্য সহিত গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক উহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৮৩
অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, জগতে তাঁহার পুণ্যফল সর্বসুখাবহ হইয়া থাকে। ৮৪

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ৈ নমো নমঃ।
ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।
ইতি শ্রী গীতাপাঠফলমোঙ্কারার্পণমস্তু।
ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ!!!

গীতার গীত

গীতায় গোবিন্দ বল হরি বোল হরি বোল।
গীতাই হৃদয় মোর বলেন ভগবান-
গীতার মধ্যেই আমি করি অবস্থান।
যেই স্থানে গীতা-পাঠ শ্রবণ বিচার
সেই স্থানে নিত্য বাস হয় রে আমার।
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য হয়ে শুদ্ধ মন,
এক অধ্যায় গীতা পাঠ করে যেই জন,
শ্রীকৃষ্ণের বাণী জ্ঞান পড়ে যেই জন
লোকান্তরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
অশুচি অবস্থায় কিংবা অবিশ্বাস ভরে,
গীতা-পাঠে নরকেতে যায় লোকান্তরে
মৃত্যুকালে গীতা গীতা উচ্চারণ করি,
চলে যায় যেইজন সে যায় তরি।
প্রতিগৃহে শুচি স্থানে করিয়া স্থাপন
ধূপ, দীপ, পুষ্পে গীতা করহ অর্চ্চন।
শালগ্রাম জ্ঞানে যেই নিত্য পূজা করে,
ভাগ্যবান সেই নর পৃথিবী ভিতরে।
গীতার যেকোন মন্ত্র করি উচ্চারণ-
ফুল দাও ভক্তিভরে ইহাই পূজন।
গীতা ধ্যান, গীতা জ্ঞান, গীতা কর সার,
চলিতে-ফিরিতে গীতা জপ অনির্বার।
পার হতে চাও যদি ভব পারাবার--
গীতার তরণী যোগে হয়ে যাও পার।
গীতা-পাঠ করি নিত্য মাহাত্ম্য পড়িবে,
তবেই পাঠের ফল অবশ্য পাইবে।

যেকোন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে
পবিত্র গীতাপাঠের নিয়ম ঃ

হরি ওঁ তৎ সৎ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অথ-গীতার ---------- অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

(যে কোন ২টি শ্লোক)

অথ-গীতার মাহাত্ম্যম্

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী ।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যৎ ভবেৎ ।
পূর্ণং ভবতু ত্বৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দন ॥

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি

শ্রীশ্রীগীতানুগত্য | বিশ্বমানবতা | সংঘশক্তি

শ্রীশ্রী গীতার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো

আপনার সন্তানকে নিকটস্থ গীতা শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান